আল্লাহর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা‘ওয়াতের বাস্তব কিছু নমুনা

সাঈদ ইবন আলী ইবন ওহাফ আল-কাহতানী

অনুবাদক : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা:

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ড. মোঃ আবদুল কাদের

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى

(باللغة البنغالية)

سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة:

د/ أبو بكر محمد زكريا و د/ محمد عبد القادر

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

সূচিপত্র

১. অনুবাদকের কথা 5
২. ভূমিকা 9

প্রথম অধ্যায়

৩. হিজরতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা'ওয়াতী কার্যক্রম . 12
৪. প্রথম পরিচ্ছেদ: গোপনে দা'ওয়াত দেওয়ার সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতী কার্যক্রম 12
৫. দ্বিতীয় পরিচ্ছদ: মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত 22
৬. তৃতীয় পরিচ্ছেদ: তায়েফ গমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতী কার্যক্রমের অবস্থা 55
এক. তায়েফ বাসীদের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমাহ ও বুদ্ধিমত্তা 55
দুই. পাহাড়ের ফিরিশতাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমতপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উত্তর 57
তিন. মক্কায় প্রবেশে হিকমত অবলম্বন 61
চার. বাজার-ঘাট ও লোকসমাগম স্থান ও বিভিন্ন মৌসুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াত 64

দ্বিতীয় অধ্যায়

৭. হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমের বিবরণ.....73
৮. প্রথম পরিচ্ছেদ: উম্মতের সংশোধন করা ও তাদের মানুষরূপে গড়ে তোলার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিকমত ও বুদ্ধি ভিত্তিক অবস্থান 73
এক. মসজিদ নির্মাণ করার কাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা......... 74
দুই. ইয়াহূদীদের জ্ঞানগর্ভ কথা ও হিকমতের মাধ্যমে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত 77

তিন. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব 82
চার. হিকমতপূর্ণ তা'লীম 84
পাঁচ. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ও ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করা 94
৯. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যুদ্ধের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর প্রস্তুতি, সাহসিকতা ও বীরত্বের হিকমত সংক্রান্ত আলোচনা 97
এক. বদর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 98
দুই. উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাগ ও বীরত্ব .. 103
তিন. হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত ও সাহসিকতা 109
চার. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত ও সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশের আরেকটি নমুনা 113
১০. তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যক্তি-পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াত দেওয়ার হিকমত ও কৌশল 118
এক. ইয়ামামার অধিবাসীদের সরদার ছুমামা ইবন আছাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 118
দুই. যে বেদুঈন লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 123
তিন. ইয়াহূদীদের একজন বড় জ্ঞানী যায়েদ ইবন সায়ানার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 125
পাঁচ. মুয়াবিয়া ইবন হাকামের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 134
ছয়. তোফাইল ইবন আমর আদ-দাউসির সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার 137

সাত. একজন যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যভিচার করার অনুমতি চাইলে তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ..139
আট. হদ কায়েম করার বিষয়ে সুপারিশকারীর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 148
নয়. দান খয়রাত করার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 151
দশ. মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবন উবাইয়ের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ 156
ক. বনী কাইনুকার ইয়াহূদীরা যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তখন তাদের বিষয়ে তার সুপারিশ 158
খ. উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার আচরণ 159
গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা...160
ঘ. বনী নাজিরদের স্বীয় ভূমিতে বহাল থাকতে উদ্বুদ্ধকরণ...............161
ঙ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে, তাদের সাথে মুরাইসী-এর যুদ্ধে গাদ্দারী ও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 162

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.............

এই বইটিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে যে ধরনের ত্যাগ ও যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হন, তা আলোচনা করা হয় এবং তিনি দা'ওয়াতী ময়দানে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কী ধরনের হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়।

অনুবাদকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি আমাদের মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতরূপে দুনিয়াতে নির্বাচন করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীন নিয়ে এসেছেন, আমাদেরকে তার আনিত দীনের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন নিয়ে এসেছেন, তা মানুষের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, দুনিয়াতে এ পরিশ্রমের চেয়ে অধিক মূল্যবান পরিশ্রম আর কিছুই হতে পারে না। এ রাহে তিনি যে ত্যাগ ও কুরবানি পেশ করেন এর চেয়ে মূল্যবান ত্যাগ ও কুরবানি আর কোনো কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা এ পরিশ্রম, ত্যাগ ও কুরবানির যে মূল্য ও পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন, আর কোনো কিছুতেই তিনি এত বেশি মূল্য ও পুরস্কার নির্ধারণ করেন নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣﴾ [فصلت: ٣٣]

“ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম হবে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজ করে আর বলে, নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীনের দা‘ওয়াতই হলো একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ ও তার জীবনের সর্বোত্তম মিশন। দুনিয়াতে নবীদের অনুপস্থিতি এবং নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে দীনের এ দা‘ওয়াতের দায়িত্ব এখন উম্মতের ওপরই বর্তায় এবং এ উম্মতকেই দীনের প্রতি দা‘ওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে

আল্লাহ ভোলা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে হবে। অন্ধকার থেকে মানুষকে বের করে আলোর দিকে টেনে আনতে হবে। কিয়ামত অবধি নবীদের শূন্যতা এ উম্মতকেই পূরণ করতে হবে।

আর মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দীনের প্রতি দা'ওয়াতের জন্য একমাত্র আদর্শ ও ইমাম হলো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে যখন দুনিয়াতে প্রেরণ করেন, তখন জাহেলিয়্যাত ও বর্বরতায় সমগ্র দুনিয়া ছিল বিভোর। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে খারাপ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ কখনোই অতিক্রম করে নি এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের যুগের আগমন ঘটবে না। তা সত্ত্বেও তিনি তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিরামহীন সংগ্রামের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের এ যুগকে পরিবর্তন করে একটি সোনালি যুগে পরিণত করেন। তিনি যেভাবে মানুষকে দা'ওয়াত দেন, তার অনুসরণই হলো দা'ওয়াতী ময়দানে সফলতার চাবিকাঠি। তিনি মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে যেসব হিকমত, কৌশল, বুদ্ধি ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা-ই হলো এ উম্মতের দা'ঈ, আলিম ও জ্ঞানীদের জন্য একমাত্র আদর্শ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতী ময়দানে আদর্শ কী ছিল? তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিশিষ্ট আলেমে দীন সাঈদ ইবন আলী ইবন ওহাফ আল-কাহতানী তার স্বীয় রিসালা مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى তে তুলে ধরেন। আর ইসলাম সম্পর্কে বিখ্যাত ওয়েবসাইট www.islamhouse.com এ রিসালাটি আরবী ভাষায় আরবী বিভাগে প্রকাশ করে। তিনি রিসালাটি আরবী ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ও সহজ ভাষায় উম্মতের দা'ঈদের জন্য পেশ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী থেকে বিভিন্ন ঘটনা

উল্লেখ করে প্রতিটি ঘটনার পর উম্মতের দা‘ঈদের তাঁর আদর্শ, হিকমত ও কৌশলের অনুকরণ করার জন্য বিশেষ মিনতি জানান। তিনি বারবার সতর্ক করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শের অনুকরণ ছাড়া কোনো ক্রমেই দা‘ওয়াতী ময়দানে সফলতা সম্ভব নয়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে রচিত ও বিভিন্ন সীরাতের কিতাবসমূহের তথ্য সম্বলিত এ ধরনের রিসালা বাংলা ভাষায় আমার চোখে আর কখনো পড়ে নি। তাই আমি রিসালাটি পাঠ করে বাংলাভাষী দা‘ঈদের জন্য এর অনুবাদ পেশ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করি।

আমি রিসালাটি অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় www.islamhouse.com-এর বাংলা বিভাগে প্রকাশ করার অনুমতি গ্রহণ করি। আমার বিশ্বাস যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে দা‘ওয়াত দেয়, তাদের জন্য রিসালাটি তাদের দা‘ওয়াতী ময়দানের জন্য পাথেয় হবে। রিসালাটি পাঠে সে বুঝতে পারবে দা‘ওয়াতী ময়দানে দা‘ওয়াতের কাজ করতে গিয়ে তাকে কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেগুলোর সুষ্ঠ সমাধান কী হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী থেকে এর সমাধান বের করার চেয়ে তৃপ্তিকর কাজ দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে আর কিছুই হতে পারে না।

প্রিয় পাঠক! রিসালাটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমি চেষ্টা করছি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় ঘটনার বিষয়বস্তুটি পাঠকের নিকট তুলে ধরতে, যাতে একজন পাঠক রিসালাটি পাঠ করে তার করণীয় বিষয়টি অনুধাবন করে তা তার দা‘ওয়াতি ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে এবং তা তার উপকারে আসে। শুধু বলার জন্য নয় বরং বাস্তবতা হলো, আন্তরিকভাবে শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও রিসালাটি লেখক যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, আমি আমার যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, সময়ের

স্বল্পতা ও ব্যক্তিগত অদক্ষতার কারণে সেভাবে ফুটিয়ে তুলে ধরতে পারি নি। ফলে রিসালাটির অনুবাদে ভুল-ত্রুটি থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই যদি কোনো পাঠকের চোখে কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, তা ধরিয়ে দিয়ে শোধরানোর জন্য চেষ্টা করলে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আমাদের আন্তরিকতার অভাব থাকবে না। সবশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ যেন এ রিসালাটিকে মুসলিম উম্মাহর উপকারের জন্য কবুল করেন এবং তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আখেরাতে আমার নাজাতের জন্য কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেন! আমীন।

জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

ভূমিকা

আল্লাহ তা‘আলা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান ও তার প্রতি দা‘ওয়াত দেওয়ার জন্য। নবী হিসেবে তিনিই হলেন, সর্বশেষ নবী; তারপর আর কোনো নবী দুনিয়াতে আসবে না। কিন্তু আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্য একদল দা‘ঈ বা নবীদের উত্তরসূরি কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকবে, যারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে এবং নবী-রাসূলদের শূন্যতা পূরণ করবে। একজন দা‘ঈর জন্য তার দা‘ওয়াতী ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা এবং সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে সমুন্নত রাখার কোনো বিকল্প নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দা‘ওয়াত দিতে গিয়ে যখন যেভাবে যে হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করেন একজন দা‘ঈর জন্য তার দা‘ওয়াতের ময়দানে তাই হলো গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হিকমত, কৌশল ও বুদ্ধি গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করেন, যে উন্নত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, তা যদি একজন দা‘ঈ তার কর্মক্ষেত্রে ও দা‘ওয়াতী ময়দানে অবলম্বন করে, তাহলে সে অবশ্যই সফল হবে। এছাড়া যদি সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে তার সফলতা অর্জন নিশ্চিত। হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দা‘ওয়াতী কাজকে সম্পন্ন করতে তার থেকে আর কোনো ত্রুটি হবে না। দা‘ওয়াতী ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী

থেকে সংগৃহীত হিকমত, বুদ্ধি ও কৌশলগুলো সে কাজে লাগাতে পারবে।

সুতরাং একটি কথা মনে রাখতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন একজন মুসলিমের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁর আদর্শের অনুকরণই হলো একজন প্রকৃত দা'ঈর মৌলিক কাজ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾ [الأحزاب: 21]

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে"। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

আমি আমার এ পুস্তিকাটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে যেসব হিকমত, বুদ্ধি ও কৌশল অবলম্বন করেন, তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করব। একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে অসংখ্য ও অগণিত হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করেছেন, যাতে মানুষ ঈমানের ওপর উঠে আসে। এগুলো একত্র করা কারো দ্বারাই সম্ভব না, তবে আমি এ পুস্তিকাটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু আলোচনা করার প্রয়াস চালাব যাতে একজন দা'ঈ কিছুটা হলে অনুমান করতে পারে । আমি আমার এ রিসালাটিকে দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করছি।

প্রথম অধ্যায়: হিজরতের পূর্বে দা'ওয়াতী ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হিজরতের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান।

প্রথম অধ্যায়:

হিজরতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা'ওয়াতী কার্যক্রম

প্রথম অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: গোপনে দা'ওয়াত দেওয়ার সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতী কার্যক্রম

এ কথা অজানা নয় যে, মক্কা ছিল, আরবদের ধর্ম পালনের প্রাণ কেন্দ্র ও উপযোগী ভূমি। এখানে ছিল আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বার অবস্থান। আরবের সমগ্র মূর্তিপূজক ও পৌত্তলিকদের আবাসভূমি ও যাবতীয় কর্মের ঘাটিও ছিল, এ মক্কা নগরী। এ কথা আমাদের সবারই মনে রাখতে হবে, পাহাড় আর মরুভূমিতে ঘেরা পবিত্র এ মক্কা নগরীতে আল্লাহর দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেওয়ার মিশনটিকে তার মনজিলে মাকসুদে পৌঁছানো ততটা সহজ ছিল না। বরং বলতে গেলে এটা ছিল অনেকটাই দুর্বোধ্য ও দুঃসাধ্য। একজন সাধারণ মানবের দ্বারা এ অসাধ্য কাজকে সাধ্য করা এবং সফলতায় পৌঁছানো কোনো ক্রমেই সম্ভব ছিল না। যদি দা'ওয়াতের জন্য নির্বাচিত ভূমি মক্কা না হয়ে অন্য কোনো ভূমি হত বা তা মক্কা থেকে অনেক দূরে হত, তাহলে এতটা কষ্টকর হয়তো হত না। এ কারণেই বলা বাহুল্য, এ অনুপযোগী ও অনুর্বর ভূমিতে দা'ওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল, এমন একজন মহা মানবের, যার দৃঢ়ত, আত্মপ্রত্যয় ও অবিচলতা হবে বিশ্বসেরা, যাতে কোনো ধরনের বিপদাপদ ও মুসীবত তাকে ও তার দা'ওয়াতের মিশনটিকে কোনো রকম দুর্বল করতে না পারে। আরও প্রয়োজন ছিল, এমন সব হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করা যেসব বুদ্ধিমত্তা, হিকমত ও কৌশল দিয়ে সে তার বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয়

ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে পারে এবং সব ধরনের বাধা বিঘ্ন দূর করে দা‘ওয়াতের মিশনটিকে সফলতার ধার প্রান্তে পৌঁছাতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, অনুগ্রহ ও দয়া মহান আল্লাহরই যিনি হলেন, আহাকামুল হাকেমীন। তিনি যাকে চান হিকমত দান করেন, যাকে চান না তাকে হিকমত দান করেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [البقرة: 269]

“তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়। আর বিবেক সম্পন্নগণই উপদেশ গ্রহণ করে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৯] আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়ার মাধ্যমে হিকমত ও জ্ঞান দান করেছেন, ভালো কাজের তাওফীক দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে তার যাবতীয় কর্মে সাহায্য করেছেন।

এ কারণে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন তার স্বজাতিদের ইসলামের দা‘ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি তাদের দা‘ওয়াত দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও হিকমত অবলম্বন করেন। তিন প্রথমেই সবাইকে ডেকে একত্র করে ইসলামের দা‘ওয়াত দেওয়া শুরু করেন নি। প্রথমে দু একজনকে গোপনে গোপনে ইসলামের দা‘ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তারা যেসব শির্ক, কুফুর ও ফিতনা-ফ্যাসাদে নিমগ্ন, তার পরিণতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেন। শুরুতেই তাদের যাবতীয় অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আরম্ভ করেন নি, বরং প্রথমে তিনি তাদের তাওহীদের দা‘ওয়াত দেওয়া আরম্ভ করেন। তাওহীদের দিকে দা‘ওয়াত দেওয়ার মাধ্যমেই তিনি তার মিশনটি আরম্ভ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ۝٥ وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ ۝٧﴾ [المدثر: 1-7]

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠ অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্যধারণ কর"। [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ১-৭]

এখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের পক্ষ থেকে যে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তার সমাধানের লক্ষে হিকমত ও কৌশলের পথ চলা আরম্ভ করেন। তিনি এমন এক বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দেন, যা এ যাবত-কাল পর্যন্ত দুনিয়াতে যত বড় বড় জ্ঞানীদের আবির্ভাব হয়েছে, তাদের সকলের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে হার মানিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, বরং সমগ্র মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এ যায়গায় এসে অক্ষম হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তার সব চেয়ে কাছের লোক ও আত্মীয় স্বজনদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং যাদের তিনি ভালো বলে জানতেন এবং তারাও তাকে ভালো জানত, তাদের দিয়েই তিনি তার দা'ওয়াতের কাজ শুরু করেন। এছাড়াও যাদের মধ্যে সততা, ন্যায়-পরায়ণতা, কল্যাণ ও সংশোধন হওয়ার মতো যোগ্যতা ও গুণাগুণ লক্ষ্য করতেন, তাদের তিনি তার দা'ওয়াতের আওতায় নিয়ে আসতেন এবং তাদের ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। এভাবে অত্যন্ত সংগোপনে ও অত্যধিক বুদ্ধিমত্তা ও সাবধানতার সাথে তিনি দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তার প্রাণপণ চেষ্টার ফসল হিসেবে দেখা গেল, অতি অল্প সময়ে তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জামা'আত ইসলামের ডাকে সাড়া

দিল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করল। ইসলামের ইতিহাসে এদের **সাবেকীনে আওয়ালীন** বলা হয়ে থাকে। নারীদের মধ্যে সর্ব প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়াইলদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করেন। আর পুরুষদের মধ্যে আলী ইবন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর তার গোলাম যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তারপর আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে ইসলাম গ্রহণ করার পর, নিজ উদ্যোগে আরও কতককে ইসলামের দা'ওয়াত দেন, তার দা'ওয়াতের ফলে এমন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে, যাদের অবদান ও ভূমিকা ইসলামের ইতিহাসে কিয়ামত অবধি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আর এসব মহা মনীষীরা হলো, উসমান ইবন আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবন আওফ, সায়াদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ও তালহা ইবন ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁরা সবাই আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, যায়েদ ইবন হারেসা ও আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ মোট আটজন সাহাবী, যারা হলেন ইসলামের অগ্রপথিক ও প্রথম অতন্দ্র প্রহরী। এরা তারাই যারা সমস্ত মানুষের পূর্বে ইসলামের সুশীতল পতাকা তলে সমবেত হয়। সারা দুনিয়ার সমগ্র মানুষের বিরোধিতা স্বত্বেও তার কোনো প্রকার পরোয়া না করে আল্লাহর নবীর আনিত দীনের দা'ওয়াতে সাড়া দেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর আরব জাহানে ঈমানের আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এক এক করে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এবং ঈমানের পতাকা তলে তারা সমবেত হতে থাকে। রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও

বিরামহীন দা'ওয়াতের ফলে ধীরে ধীরে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং মক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেওয়া ও আল্লাহর তাওহীদের বিষয়টি তাদের আলোচনার প্রথম শিরোনামে পরিণত হলো। একমাত্র দা'ওয়াতের আলোচনা ছাড়া আর কোনো আলোচনা তাদের মধ্যে স্থান পেল না। এভাবেই দা'ওয়াতের প্রসার ঘটে এবং মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন আরও বাড়তে থাকে। যারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিয়ে গোপনে বৈঠক করতেন, গোপনে তাদের তা'লীম-তরবিয়ত ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিতেন, যাতে তারা আল্লাহর দীনের মহান গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম একটি জামা'আতে পরিণত হয় এবং কোনো প্রকার যুলুম নির্যাতন তাদের মনোবলকে দুর্বল করতে না পারে।

মোটকথা, দা'ওয়াতের কাজটি ছিল তখনো ব্যক্তি পর্যায়ে ও গোপনে। প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেওয়ার পরিবেশ তখনো তৈরি হয় নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের মাঝে এখনো প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন নি। তিনি তার দা'ওয়াতের কাজটি গোপনে চালিয়ে যেতেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের ইবাদত-বন্দেগী ও ইসলামের বিধানাবলি গোপনে পালন করত। ইসলামের প্রথম যুগে কুরাইশদের ভয়ে মুসলিমরা ইসলামকে প্রকাশ করা ও প্রকাশ্যে ইবাদত-বন্দেগী করার সাহস পেত না। ফলে তারা গোপনে ইবাদত-বন্দেগী করত।[1]

---

[1] সীরাতে ইবন হিশাম: ২৬৪/১; ইমাম শামছুদ্দিন আয-যাহবী রহ.-এর তারিখুল ইসলাম, সীরাত অধ্যায়: পৃ. ১২৭, বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২৪-৩৭, যাদুল মা'আদ:

এভাবে দা'ওয়াতের কাজ চলতে থাকলে ধীরে ধীরে মুসলিমদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ক্রমপর্যায়ে মুসলিমদের সংখ্যা চল্লিশে উন্নীত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের মাঝে প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন নি। তিনি গোপনেই তাদের দা'ওয়াত দিতে থাকেন। কারণ, বিজ্ঞ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা ভালো ভাবেই জানতেন, মুসলিমদের এ ক্ষুদ্র জামা'আত কুরাইশদের তুলনায় এখনো নগণ্য। এ ক্ষুদ্র জামা'আতকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে যেসব বাধা-বিপত্তি, যুলুম নির্যাতন ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে, তা প্রতিহত করা সম্ভব হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দা'ওয়াতে সাড়া দেওয়া মুসলিমদের নিয়ে তাদের দিক-নির্দেশনা ও তা'লীম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। এ জন্য তিনি তাদের নিয়ে একত্রে এক জায়গায় বসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যাতে তাওহীদের ডাকে সাড়া দানকারী ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তাদের মাধ্যমে আরও যারা তাওহীদের বাহিরে আছে, তাদের নিকট তাওহীদের দা'ওয়াত পৌঁছে যায়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নিরাপদ স্থান খুঁজতে থাকেন। সর্বশেষ তিনি এর জন্য সৌভাগ্যবান সাহাবী আবী আরকাম আল মাখযুমীর ঘরকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে মুসলিমদের একই পরিবারের

১৯/৩, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহাব রহ.-এর মুখতাছার সীরাত: পৃ. ৫৯, মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী: ৫৭/২,এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: পৃ. ৯১

সদস্যদের মতো করে একত্র করেন এবং এ ঘরের মধ্যে বসেই তিনি তাদের দীন শেখান, তা'লীম-তরবিয়ত দেন এবং জীবন যাপনের যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আপাতত এ ঘরকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রধান কার্যালয় হিসেবে নির্ধারণ করেন। তবে এর পাশাপাশি আরও কিছু শাখা কার্যালয় ছিল, যেগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে গিয়ে সমবেত লোকদের তা'লীম দিতেন অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ঘরকে পছন্দ করতেন, সেখানে গিয়ে লোকজনদের একত্র করে তাদের তা'লীম দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও যাদের ঘরকে পছন্দ করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, সাঈদ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তবে দা'ওয়াতের শুরু লগ্নে যখন মুসলিমরা দুর্বল ও সংখ্যালঘু ছিল। তারা তাদের ঈমান প্রকাশ করার কোনো ক্ষমতা রাখত না এবং গোপনে গোপনে তারা ইবাদত বন্দেগী করত এবং মানুষদের ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। তখন দারে আরকামই ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের প্রথম প্রাণকেন্দ্র ও সুদৃঢ় দুর্গ। এখান থেকে ইসলামের দা'ওয়াত পরিচালিত হত। একটি কথা মনে রাখতে হবে, তখন ইসলামের দা'ওয়াত ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছিল।[2]

এভাবে তিন বছর পর্যন্ত ইসলামের দা'ওয়াত অত্যন্ত সংগোপন ও ব্যক্তি পর্যায়ে একেবারেই সীমিত আকারে চলছিল। ইসলামের দা'ওয়াতকে

---

[2] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৩১/৩; মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী ৬২/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: পৃ. ৯৭।

প্রকাশ করার কোনো সুযোগ মুসলিমদের ছিল না। লোক চক্ষুর অন্তরালে ও অতি সংগোপনে পরিচালিত দা‘ওয়াতের কাজ ধীরে ধীরে গতি-লাভ করে এবং মুসলিমরা একটা জামা‘আতে পরিণত হয়। ইসলামের মতো নি‘আমতের ফলে মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই পরিণত হয়, তারা একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং তারা একে অপরকে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে সমবেত হওয়ার দা‘ওয়াত দেয়। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিবা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আরও কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিম জামা‘আত অনেকটা শক্তিশালী হয় এবং তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়। তারপর আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

﴿فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ إِنَّا كَفَيۡنَٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِينَ ٩٥ ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ٩٦﴾ [الحجر: 94- 96]

“যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় আমরা তোমার জন্য উপহাসকারীদেরে বিপক্ষে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। অতএব, তারা অচিরেই জানতে পারবে”। [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯৪-৯৬]

এতে এ কথা স্পষ্ট হয়, আল্লাহ তা‘আলা তার নবীকে প্রজ্ঞা ও হিকমতে পরিপূর্ণতা দান করেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে যে উন্নত পদ্ধতি, হিকমত ও অভিজ্ঞতার সাক্ষর রাখেন, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী একজন দা‘ঈর জন্য তা কিয়ামত পর্যন্ত অনুকরণীয় আদর্শ

হয়ে থাকবে। আর যে আহ্বানকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও হিকমত অবলম্বন করবে প্রকৃত পক্ষে সেই আল্লাহর রাসূলের অনুসৃত পথের অনুকরণকারী বলে গণ্য হবে। বিশেষ করে পৌত্তলিক কাফিরদের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বাইরে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত আদর্শ ও হিকমতের অনুকরণ করতে হবে। তবে বর্তমানে কোনো মুসলিম দেশে ইসলামের দা'ওয়াতকে গোপনে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, এখন ইসলামের দা'ওয়াত সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছে গেছে। ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে নি এমন দুর্গম এলাকা বর্তমান দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রথম যুগে গোপনে দা'ওয়াত দেন। কারণ, তখন ইসলামের দা'ওয়াত ছিল অংকুর সমতুল্য। যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা তাদের ইসলাম প্রকাশ করার মতো কোনো পরিবেশ ছিল না। অবস্থা এমন ছিল যে, ইসলামের প্রথম যুগে রাসূল ও তার সাথী-সঙ্গীরা প্রকাশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) কথাটি বলতে পারত না, প্রকাশ্যে আযান দিতে ও সালাত আদায় করতে পারত না। তারপর যখন মুসলিমদের শক্তি, সামর্থ্য ও সাহস বৃদ্ধি পেল, আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়ার আদেশ দেন। আল্লাহর আদেশ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মুসলিমদের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু মুসলিমদের বৃদ্ধি পাওয়া কাফিরদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কাফিররা মুসলিমদের কোনোক্রমেই সহ্য করতে পারল না। তাই কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের এমন নির্মম ও অমানবিক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হলো, যার ইতিহাস আমাদের কারো অজানা নয়।[3]

[3] রাহীকুল মাখতুম: পৃ. ৭৫, মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী: ৬২/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: পৃ. ৯৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ: মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের দা‘ওয়াত

প্রথমে আল্লাহ তা‘আলা তার নবীকে নিকটাত্মীয়দের ইসলামের দা‘ওয়াত দিতে নির্দেশ দেন। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে প্রকাশ্যে ইসলামের দা‘ওয়াত দেওয়া আরম্ভ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢١٥ فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ [الشعراء: 214-216]

“আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর। তারপর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তাহলে বল, তোমরা যা কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ২১৬]

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে প্রকাশ্যে দা‘ওয়াত দেওয়ার সূচনা করেন। প্রথমে তিনি তার স-গোত্রের লোকদের দা‘ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, যার ফলে আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মধ্যে দ্রুত ইসলামের দা‘ওয়াত ছড়িয়ে দেন এবং প্রসার ঘটান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবর, ইখলাস ও সাহসের ফলে তার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা শির্কের মূলোৎপাটন ঘটায়। কিয়ামত পর্যন্ত মুশরিকদের অপমানিত ও অপদস্থ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রকাশ্যে ইসলামের দা‘ওয়াত দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হিকমত অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল নিম্ন রূপ:

এক:

সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে সমগ্র লোকদের একত্র করে আল্লাহর একত্ববাদের দা‘ওয়াত দেওয়া। এ বিষয়ে হাদীসে আব্দুল্লাহ

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لما نزلت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر، يا بني عدي» لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب، وقريش، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي»؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبًّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ﴾»

“আল্লাহ তা‘আলা যখন এ আয়াত নাযিল করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে, প্রতিটি গোত্রের নাম উচ্চারণ করে, তাদেরকে পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। কুরাইশদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিল এবং কুরাইশের সমগ্র মানুষ পাহাড়ের পাশে একত্র হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানের পর তাদের মধ্যে মক্কায় তার ডাকে সাড়া দেওয়ার একটি হিড়িক পড়ে যায়। এমনকি যদি কোনো লোক কোনো কারণে উপস্থিত হতে পারে নি, সে তার একজন প্রতিনিধি পাঠাত, যাতে মুহাম্মাদ কী বলে, তা তার মাধ্যমে জানতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবূ জাহেলসহ বড় বড় কুরাইশ নেতা ও বিভিন্ন বংশের লোকেরা উপস্থিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, আমি যদি তোমাদের খবর দেই যে, এ উপত্যকার অপর প্রান্তে একটি সশস্ত্র সৈন্যদল তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি

নিচ্ছে, তাহলে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সবাই এক বাক্যে উত্তর দিল হ্যাঁ! আমরা অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করব। কারণ, তোমাকে আমরা কখনোই মিথ্যা বলতে দেখি নি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলল, তোমরা মনে রাখ! আমি তোমাদের ভয়াবহ আযাবের পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছি। এ কথা শোনে কমবখত আবূ লাহাব সাথে সাথে বলল, তোমার জন্য ধ্বংস! তুমি আমাদের পুরো দিনটি নষ্ট করলে। এ জন্যই তুমি আমাদের ডেকে একত্র করছ! তার কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন"।[4]

অপর একটি বর্ণনায় আব হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের লোকদের একটি একটি করে প্রতিটি গোত্রের লোকদের ডাকেন এবং প্রতিটি গোত্রের লোকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন ,

«(أنقذوا أنفسكم من النار...)، ثم قال: (يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أن لكم رحماً سأبلها ببلاها)»

"(তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাও..) তারপর তিনি তার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র কন্যা ফাতেমাকে সম্বোধন করে বলেন, (হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাও! কারণ, আমি আল্লাহর থেকে তোমাদের কল্যাণে কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। তবে তোমাদের সাথে আমার রয়েছে আত্মীয়তা।

---

[4] সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর: পরিচ্ছেদ: ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ ৫০১/৮ হাদীস নং ৪৭৭০; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ ১৯৪/১, হাদীস নং ২০৮, আয়াত: ১-২ সূরা মাসাদ থেকে।

আমি তার দ্বারা তোমাদের সাথে কেবল আমার সম্পর্কেই সিক্ত করব)।[5] এ আহ্বান ছিল, দা'ওয়াতের সর্বচ্চো সোপান। তিনি সমবেত লোকদের সবোর্চ্চ ভয় দেখান এবং সর্বচ্চো সতর্ক করেন। কারণ, তিনি প্রথমে তার একদম কাছের লোকদের এ কথা স্পষ্ট করেন যে, তাদের সাথে সম্পর্কের মানদণ্ড হলো, এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনা ও রিসালাতের ওপর বিশ্বাস করা। যারা এ দু'টি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস করবে তারাই হলো, তার নিকট সবচেয়ে আপন লোক। তিনি আরবদের আরও জানিয়ে দেন যে, জাতিগত, বর্ণগত ও বংশগত যেসব বিবাধ ও বৈষম্য আরবরা দীর্ঘকাল ধরে লালন করে আসছে, আজকের এ আহ্বানের মাধ্যমে তার একটি পরিসমাপ্তি ও ইতি ঘটল। এসব বিষয় নিয়ে কোনো প্রকার বিবাধ বৈষম্য অর্থহীন। এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে সমবেত লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন এবং মূর্তিপূজা থেকে তাদের বারণ করেন। যারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেন, আরা যারা তার এ দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে তাদের তিনি জাহান্নামের ভয় দেখান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ দা'ওয়াতের পর মক্কাবাসী তা সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শক্ত হাতে মোকাবেলা ও প্রতিহত করার অঙ্গিকার করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াত ছিল, তাদের পুরনো

---

[5] সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, পরিচ্ছেদ: ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ পৃ: ৫০১/৮, হাদীস নং ৪৭৭০; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান। পরিচ্ছেদ: ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ ১৯৪/১, হাদীস নং ২০৮, আয়াত: ১-২ সূরা মাসাদ থেকে।

অভ্যাস, অন্ধানুকরণ ও জাহেলিয়্যাতের রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে তারা এ দা'ওয়াতকে অংকুরে গুটিয়ে দেওয়ার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরোধিতা, গর্জন ও হুংকারে কোনো প্রকার কর্ণপাত করেন নি, বিচলিত কিংবা দুর্বল হন নি। তিনি তার ওপর অর্পিত রিসালাতের গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত সাহসিকতা ও প্রত্যয়ের সাথে চালিয়ে যেতে থাকেন। কারণ, তিনি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল; যদি সারা পৃথিবীও তার বিরোধিতা করে এবং তাকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়, তাহলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা পালন করাই হলো তার একমাত্র কাজ। তিনি তো কোনো ক্রমেই তা থেকে পিছপা হতে পারেন না। তার ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সারা দুনিয়ার সমগ্র মানুষও যদি একত্র হয়ে তার বিরোধিতা করে, তারপরও তিনি তা থেকে এক চুল পরিমাণও পিছু হটবে না।[6]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে রাত-দিন (চব্বিশ ঘণ্টা), তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতে থাকেন। প্রকাশ্যে ও গোপনে, ব্যক্তি ও সামগ্রিক পর্যায়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে বিরামহীনভাবে আহ্বান করতে থাকেন। কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি তাঁকে তার দা'ওয়াত থেকে ধময়ে কিংবা ফিরিয়ে রাখতে পারে নি। কোনো বিরোধিতাকারীর বিরোধিতা তার দা'ওয়াতের চলন্ত মিশনের গতিরোধ কিংবা বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি।

---

[6] দেখুন: আর-রাহীকুল মাখতুম: পৃ. ৭৮; ইমাম গাযালী রহ.-এর সীরাত গ্রন্থ পৃ. ১০১, মুস্তাফা আস-সাবায়ী রহ.-এর সীরাতুন নববী ও শিক্ষনীয় বিষয়, পৃ. ৪৭।

তাঁকে দা'ওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য কাফিরদের হাজারো চেষ্টা ও কৌশল কোনো কাজে আসে নি। তারা তাঁকে তাঁর মিশন থেকে বিরত রাখতে পারে নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় মানুষকে দা'ওয়াত (আল্লাহর দিকে আহ্বান) দেওয়ার কাজে লেগেই থাকতেন। তিনি তাদেরকে তাদের কোনো মজলিশ হোক বা মাহফিল, সব জায়গায় তাদের দা'ওয়াত দিতে থাকতেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন মৌসুমে তিনি তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেই থাকেন। বিশেষ করে হজের মৌসুমে যখন লোকেরা বাইতুল্লাহ'র উদ্দেশ্যে একত্র হত, তখন তিনি এ সময়টাকে দা'ওয়াতের জন্য গণীমত মনে করতেন। এ সময়ে যার সাথে দেখা হত তাকেই তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন; চাই সে গোলাম হোক বা স্বাধীন, ধনী হোক বা গরীব তার নিকট সবাই সমান; কারো প্রতি তিনি কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করতেন না। কে দুর্বল আর কে সবল তা তার নিকট বিবেচ্য নয়। তিনি সবাইকে তার দা'ওয়াতের আওতায় নিয়ে আসতেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। একজন দা'ঈর জন্য এসব গুণাগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনোভাবে ক্ষান্ত করতে না পেরে, মক্কার মুশরিকরা ক্ষোভে বিক্ষোভে অগ্নি-শর্মা হয়ে পড়ল। তারা তাদের করনীয় হিসেবে যুলুম নির্যাতনের পথকেই বেচে নিলো। ফলে তারা রাসূল ও তার অনুসারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের যুলুম নির্যাতন করতে আরম্ভ করল এবং তাদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অপপ্রচার চালানো শুরু করল। কারণ, তারা কোনো ক্রমেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস করা ও মূর্তি পূজাকে ছাড়তে রাজি হলো না।[7]

---

[7] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪০/৩।

কাফিরদের বিরোধিতা, অপপ্রচার ও যুলুম-নির্যাতনের পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দা'ওয়াতী কাজে একটুও দুর্বল হন নি। তার দা'ওয়াতের মাধ্যমে যারা ইসলামে প্রবেশ করছে, তাদের তা'লীম-তরবিয়ত দেওয়া ও দীনের সুযোগ্য সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রকার কার্পণ্য ও নমনীয়তা প্রদর্শন করেন নি। কুরাইশদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের নিয়ে পরিবারের বিভিন্ন ঘরে একত্র হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীম ও তরবিয়তের ফলে ধীরে ধীরে তার অনুসারীরা এমন একটি সাহসী ও ত্যাগী জাতিতে পরিণত হলো, পৃথিবীর ইতিহাসে তাদের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। তারা ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাবতীয় সব ধরনের (দৈহিক ও মানসিক) নির্যাতন সইতে প্রস্তুত ছিল। যত প্রকার যুলুম নির্যাতনই আসুক না কেন, তারা তাদের আদর্শ থেকে একটুও পিছপা হবে না বলে ছিল প্রত্যয়ী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীম-তরবিয়ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিশেষ একটি জামা'আত তৈরি হলো, যারা তাদের ঈমানে ছিল দৃঢ়, বিশ্বাসে ছিল অটুট, দায়িত্ব সম্পর্কে ছিল সচেতন, তাদের প্রভূর নির্দেশ পালনে তারা ছিল একনিষ্ঠ, রাসূলের নেতৃত্বর ওপর ছিল তারা আস্থাভাজান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো নির্দেশ দিতেন, তা পালনে তারা ছিল অতীব আন্তরিক ও উৎসাহী। তার মুখের থেকে কোনো কথা বের হতে দেরী হত, কিন্তু তারা তা লোপয়ে নিতে একটুও সময় ক্ষেপণ করত না। তারা তার নেতৃত্বের প্রতি এতই অনুগত ছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা তাঁকে এত বেশি মুহাব্বত

করত ও ভালোবাসতো যার কোনো তুলনা আজ পর্যন্ত কোনো জাতি উপস্থাপন করতে পারে নি।

এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সঠিক দিক নির্দেশনা ও অটুট-অবিচল নীতি আদর্শের কারণে রিসালাতের গুরু দায়িত্ব আদায়, আমানতের সংরক্ষণ ও উম্মতের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। তিনি আজীবন আল্লাহর রাহে সত্যিকার সংগ্রাম চালিয়ে যান। তিনি মানবজাতির জন্য এমন এক পথ ও পদ্ধতি বাতিয়ে দেন, যা আমাদের দা'ওয়াত, কর্ম ও চলার পথের জন্য চিরন্তন আদর্শ।

মোটকথা, তিনিই আমাদের আদর্শ, আমাদের ইমাম; আমরা তার আদর্শের অনুসারী ও তার হিকমত ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত।

তিনি অতীব পছন্দনীয়, সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি ও উন্নত মূলনীতি দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দীনের প্রতি দা'ওয়াত দেওয়া আরম্ভ করেন, যার ফলে মানুষ তার দা'ওয়াতে সাড়া দিয়ে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তার রিসালাতের ওপর বিশ্বাস করে। একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তার দা'ওয়াত কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর জন্য খাস ছিল না, তার দা'ওয়াত ছিল ব্যাপক, সমগ্র মানুষের জন্য আর তিনি ছিলেন সমগ্র মাখলুকের জন্য রহমত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার দা'ওয়াতী ময়দানে কাজ করছিলেন, তখন তিনি এমন কতক লোকদের চিহ্নিত করেন, যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভা ছিল বিদ্যমান। এছাড়াও যাদের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, তারা তার দা'ওয়াত কবুল করবে এবং তার রিসালাতে বিশ্বাস করবে, তাদেরকেই তার দা'ওয়াতের জন্য প্রাথমিকভাবে চয়ন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কৌশল ও হিকমতের কারণে এমন একটি ভিত রচনা করতে সক্ষম

হন, যার ওপর স্থাপিত হয় দা‘ওয়াতের ভিত্তি। এমন কতক খুঁটি তৈরি করেন, যাদের ওপর নির্ভর করে দা‘ওয়াতের রোকনসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪]

আল্লাহর দীনের দা‘ওয়াতের জন্য রাসূলের প্রচেষ্টায় কোনো প্রকার ঘাটতি ছিল না। তিনি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যান এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন কৌশল ও হিকমত আবিষ্কার করেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও একটি কথা স্পষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কাউকে হত্যা বা গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দেন নি। ইসলামের বিরোধিতাকারী হিসেবে সে যত বড় শত্রুই হোক না কেন, তাকে তিনি নিজে বা তার সাহাবীগণের কেউ গোপনে হত্যা করে নি। অথচ তখন গোপনে হত্যা করা সহজ ও সম্ভব ছিল; ইচ্ছা করলে তা করতে পারতেন। তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাফির বা ইসলামের শত্রুকে গোপনে হত্যা করে, তার ওপর পরিচালিত যুলুম নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে চান নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইশারা করতেন, তাহলে এ কাজটি করার জন্য প্রস্তুত সাহাবীর অভাব ছিল না। তিনি সাহাবীগণকে বড় বড় কাফির নেতা ও ইসলামের শত্রুদের গোপনে হত্যা করার নির্দেশ দিলে, তারা তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিত। যেমন, ওলীদ ইবন মুগীরা আল মাখযুমী, আস ইবন ওয়ায়েল আস-সাহমী, আবূ জাহেল আমর ইবন হিশাম, আবূ লাহাব, আব্দুল উজ্জা ইবন আব্দুল মুত্তালিব, নজর ইবন হারেস, উকবা ইবন আবূ মু‘ঈত, উবাই ইবন খালফ ও উমাইয়া ইবন খালফ প্রমুখ। এরা সবাই ইসলামের ঘোর বিরোধী ও বড় বড় শত্রু

[৪] মাহমুদ সাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী: ৬৫/২।

ছিল। এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবর্ণনীয় ও সীমাহীন কষ্ট দিত। তারপরও রাসূল এদের কাউকে বা এরা ছাড়াও ইসলামের অন্য কোনো শত্রু গোপনে হত্যা করেন নি এবং হত্যার নির্দেশ দেন নি। কারণ, এ ধরনের কাণ্ড-জ্ঞানহীন কাজ ইসলামের অগ্রযাত্রার জন্য ক্ষতিকর। যারা এ ধরনের কাজ করে ইসলামের শত্রুরা তাদের একেবারে নিঃশেষ করে দেয় অথবা তাদের অগ্রসর হওয়ার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। যেমনটি আজ আমরা সমগ্র দুনিয়াব্যাপী বিষয় ভালোভাবেই প্রত্যক্ষ করি। ইসলামের শত্রু যারা ইসলামকে নির্মূল করতে চায়, তাদের দ্বারা আজ আমরা আক্রান্ত ও ভুক্তভোগী। আল্লাহর পক্ষ থেকেও তার নবীকে এ ধরনের গোপনীয় কোনো কিছু করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কারণ, তিনি তো (আহকামুল হাকেমীন) মহা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, তিনি যাবতীয় কর্মের বিদারক ও পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, যমীনের উপর ও আসমানের নিচে যত দা‘ঈ আছে, তাদের সবাইকে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ পথেরই অনুসরণ করতে হবে, যে পথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য তার হিজরতের পূর্বে ও পরে দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং মনে রাখতে হবে, বিশুদ্ধ দা‘ওয়াতের পদ্ধতি হলো, রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শকে আঁকড়িয়ে ধরা, তার আখলাক ও চরিত্রের অনুসরণ করা। তিনি যেভাবে দা‘ওয়াতের কাজ করেছেন, সেভাবে দা‘ওয়াতী কাজকে আঞ্জাম দেওয়া।[9]

দুই.

---

[9] মাহমুদ সাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী: ৬৫/২।

কুরাইশ প্রতিনিধিদের প্রস্তাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসম্মতি এবং আল্লাহর দীনের দা‘ওয়াতের ওপর তার অটুট ও অবিচল নীতি কুরাইশদের হতাশা বৃদ্ধি করে।

কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার দা‘ওয়াতী কার্যক্রম থেকে কোনোভাবেই বিরত রাখতে পারছিল না। তাদের যুলুম, নির্যাতন ও নির্মম অত্যাচার কোনোটাই কাজে আসতে ছিল না। নিরুপায় হয়ে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে থামানো ও ধময়ে রাখার আরেকটি নতুন কৌশল অবলম্বন করল, যে কৌশলের মূল থিম হলো, তারা রাসূলকে একদিকে প্রলোভন দিবে অপরদিকে তারা তাকে ভয় দেখাবে। তাদের কৌশল হলো, তারা উভয়টিকে একত্র করে তাঁকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে। একদিকে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পার্থিব জগতের যত চাহিদা আছে সব কিছুই তারা তাঁকে দিতে প্রস্তুত আর অপরদিকে তাঁর চাচা (আবূ তালিব) যিনি তাঁকে দেখা-শোনা ও সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাঁকে সতর্ক করবে, যাতে তিনি মুহাম্মাদকে তার দীনের প্রচার হতে বিরত রাখে।[10]

কুরাইশদের কৌশল ছিল নিম্নরূপ:

এক.

কুরাইশ নেতারা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবূ তালিব! তুমি বয়সে আমাদের জ্যৈষ্ঠ, আমাদের মধ্যে তোমার যথেষ্ট ইজ্জত ও সম্মান রয়েছে। তুমি জান! আমরা তোমার ভাতিজাকে আল্লাহর দীন ও তাওহীদের দা‘ওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বার বার বলছি, কিন্তু সে আমাদের কথায় কোনো প্রকার কর্ণপাত করে নি

---

[10] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৪১/৩; মুহাম্মাদ আল গাযালী রহ.-এর সীরাত গ্রন্থ পৃ. ১১২।

এবং তাওহীদের দা'ওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকে নি। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তার এ অবস্থার ওপর আর বেশি দিন ধৈর্যধারণ করতে পারছি না। সে আমাদের বাপ-দাদার সমালোচনা করে, আমাদের উপাস্যদের বদনাম করে এবং আমাদের চিন্তা চেতনার ওপর কুঠার আঘাত করে। তুমি হয়তো তাকে বিরত রাখবে অন্যথায় তার সাথে ও তোমার সাথে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হব; হয় তোমরা ধ্বংস হবে অথবা আমরা ধ্বংস হব।

আবূ তালিবের নিকট কুরাইশদের এ ধরনের কঠিন হুমকি, সগোত্রীয় লোকদের বিরোধিতা ও তাদের সাথে সম্পর্কের টানা-পোড়ন, একটি দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কুরাইশ নেতাদের এ ধরনের কথার কারণে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি যে দা'ওয়াত দিচ্ছে, তাতে তিনি খুশি হতে পারলেন না, আবার অন্যদিকে তারা মুহাম্মাদকে অপমান করবে তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নয়। তাই নিরুপায় হয়ে আবূ তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে ভাতিজা! তোমার গোত্রের লোকেরা আমার নিকট এসেছিল, তারা আমাকে এসব কথা বলেছে, আমি আমার ও তোমার উভয়ের বিষয়ে আশংকা করছি। তুমি আমার ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপাবে না, যা বহন করতে আমি বা তুমি অক্ষম। সুতরাং তোমার যে কথা তারা অপছন্দ করে তা বলা হতে তুমি নিজেকে বিরত রাখ!

আবূ তালিবের এ প্রস্তাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে, তিনি তার দা'ওয়াতের ওপর অটল ও অবিচল রইলেন। তিনি আল্লাহর দীনের দা'ওয়াত দেওয়া থেকে বিন্দু পরিমাণও পিছপা হলেন না। যারা তার সমালোচনা এ বিরোধিতা করল তাদের

বিরোধিতা ও সমালোচনাকে তিনি কোনো প্রকার ভয় করলেন না। কারণ, তিনি জানেন, তিনি সত্যের ওপর আছেন, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার দীনকে বিজয় করবে এবং তার বাণীকে সমুন্নত রাখবে। আবূ তালিব যখন রাসূলের দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখতে পেল এবং তার কথায় তার ভাতিজা তাওহীদের দিকে দা'ওয়াত দেওয়া ছেড়ে দিবে- এ ধরনের আশা ছেড়ে দিল, সে তাকে বলল,

والله لن يصلوا إليك بجمعهم

حتى أُوسَّد في التراب دفينا

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة

وأبشر وقر بذاك منك عيونا

"আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা সবাই একত্র হয়েও তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমার কোনো ক্ষতি করে, আমি তাদেরকে মাটিতে দাফন করে ফেলব। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও! তোমার কোনো ভয় নেই। আর তুমি আমার পক্ষ থেকে সু-সংবাদ গ্রহণ কর এবং তুমি তোমার চক্ষুকে শীতল কর"[11]।

দুই.

উমার ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম ও হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের কালো আকাশ থেকে মেঘ সরে যেতে আরম্ভ করল। ইসলাম ও মুসলিমদের যে অবস্থান তৈরি হলো, তা দেখে মক্কার কাফির মুশরিকদের ঘুম হারাম হয়ে গেল। মুসলিমদের সংখ্যা

---

[11] দেখুন! সীরাতে ইবন হিশাম ২৭৮/২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪২/৩,৩; মুহাম্মাদ আল-গাযালী রহ.-এর সীরাত: পৃ. ১১৪; আর-রাহীকুল মাখতুম: পৃ. ৯৪।

দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া, তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেওয়া ও মুশরিকদের বিরোধিতার কোনো প্রকার তোয়াক্কা না করা, তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করল ও রীতিমত তারা আতংকিত হয়ে পড়ল। কোনো প্রকার উপায় না দেখে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরাইশরা তাদের নেতাদের আবারো পাঠালেন, যাতে তারা তাকে এমন কিছু পার্থিব বিষয়ে লোভ দেখায়, যেগুলোর প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে, সে আল্লাহর দীনের দা'ওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেয়। তারা ঠিক করল, যদি মুহাম্মাদ তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়, তাহলে তাকে দুনিয়াবী ও পার্থিব জগতের অসংখ্য অগণিত সুযোগ-সুবিধা দিবে। তার যত প্রকার চাহিদা আছে তা সবই তারা পূরণ করবে।

তাদের চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী কুরাইশ নেতা উতবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁর নিকট বসল এবং বলল, হে আমার ভাতিজা! তুমি আমাদের মধ্যে কতটুকু আদর ও সম্মানের তা তোমার অজানা নয়, তোমার বংশ মর্যাদার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু তুমি গোত্রের লোকদের নিকট এমন একটি বিষয় উপস্থাপন করছ, যা তাদের ঐক্যে পাটল ধরিয়েছ, চিন্তা চেতনায় আঘাত হানছে, দীর্ঘদিন থেকে লালিত স্বপ্নকে তুমি ভঙ্গুর করে দিয়েছ। এ ছাড়াও তুমি তাদের ইলাহ ও ধর্মকে তুমি কটাক্ষ করছ এবং তাদের বাপ-দাদাদের রীতিনীতিকে অস্বীকার করছ। আমি তোমার নিকট কিছু প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, তুমি মনোযোগ দিয়ে শোন এবং গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, হয়তো, বিষয়গুলো তোমার নিকট ভালো লাগবে এবং তুমি তার কিছু হলেও গ্রহণ করবে। তার কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, قل أبا الوليد أسمع হে আবুল ওয়ালিদ! তুমি তোমার কথা বল, আমি তোমার কথা শুনবো! তখন সে বলল, হে ভাতিজা! যদি

তোমার এ দা‘ওয়াতের দ্বারা ধন-সম্পদ উপার্জন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি বল, আমরা তোমার চাহিদা অনুযায়ী ধন-সম্পদ তোমার জন্য একত্র করব। ফলে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সম্পদের অধিকারী হবে। আর যদি তুমি আমাদের নেতৃত্ব দিতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করব এবং আমরা তোমাদের নেতৃত্বকে মেনে নিব। আমরা তোমার সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। তুমি আমাদের যখন যা করতে বল, আমরা তাই করব এবং তোমার অনুগত হয়ে চলব। আর যদি তুমি আমাদের রাজত্ব চাও, তাতেও আমরা রাজি। আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দিব।

আর তুমি যা করছ ও বলছ, তা যদি কোনো রোগের কারণে হয়, তবে আমরা তোমার জন্য কবিরাজ বা ডাক্তারের সন্ধান করব এবং তোমার যত ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন তার সবই আমরা করব। তোমার চিকিৎসার জন্য যত টাকা প্রয়োজন আমরা খরচ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উতবার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তারপর যখন উতবা তার কথা শেষ করল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أفرغت أبا الوليد؟ قال نعم، قال: فاستمع مني قال: افعل، فقال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * حم * تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ... ﴾

“হে আবুল ওয়ালিদ! তুমি তোমার কথা শেষ করছ? বলল, হ্যাঁ। তাহলে এবার তুমি আমার থেকে কিছু কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তখন সে বলল, আচ্ছা এবার তুমি বল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলল, তুমি আমার থেকে কুরআনের আয়াত শোন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করছিল। উতবা চুপ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াত শুনছিল। উতবা দুই হাত পিছনের দিক দিয়ে হেলান দিয়ে বসে কুরআনের তিলাওয়াত শুনছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করতে করতে যখন সাজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছল, তখন সে সাজদায় পড়ে গেল"। [সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত: ১৩] তারপর রাসূল তাকে বলল, হে আবুল ওলিদ! তুমি আমার কাছ থেকে যা শুনলে, এটাই হলো আমার মিশন। এখন তুমি চিন্তা করে দেখ কি করবে?

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছল,

﴿فَإِنۡ أَعۡرَضُواْ فَقُلۡ أَنذَرۡتُكُمۡ صَٰعِقَةٗ مِّثۡلَ صَٰعِقَةِ عَادٖ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: 13]

"অতঃপর যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তুমি তাদের বল, আমি তোমাদের আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের লোকদের বিকট শব্দের মতো শব্দের ভয় দেখাচ্ছি! উতবা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ চেপে ধরল এবং বলল, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ ও আত্মীয়তার শপথ করে বলছি, আর তিলাওয়াত করো না! তুমি তোমার তিলাওয়াত বন্ধ কর। তারপর সে তার বংশের লোকদের নিকট এমনভাবে দৌড়ে আসল যেন বজ্র বা বিদ্যুৎ তাকে তাড়া করছে। আর কুরাইশদের সে বলল, তোমরা মুহাম্মাদকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে

দাও, তার সাথে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। সে তাদের বিষয়টি বুঝাতে আরম্ভ করেন[12]।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মেহেরবানী, স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও হিকমতের মাধ্যমে এমন একটি আয়াত নির্বাচন করেন, যে আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল ও রিসালাতের মর্মবাণী উপস্থাপিত ছিল এবং তাতে এ কথা স্পষ্ট করা হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মাখলুকের নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছেন, যে কিতাব তাদের গোমরাহি থেকে হেদায়েতের দিকে ডাকে এবং তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো, এ কিতাবের ওপর বিশ্বাস করা, তদনুযায়ী আমল করা ও তার আহকাম সম্পর্কে অবগত হওয়া বিষয়ে সর্বাগ্রে দায়িত্বশীল। যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অবিচল থাকার নির্দেশ দেন, সে বিষয়ে মুহাম্মাদই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলো সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি কোনো রাজত্ব চান না, ধন-সম্পদ চান না এবং ইজ্জত সম্মান লাভের প্রতি তার কোনো অভিলাষ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাকে এগুলো সবই দিয়েছেন, যার ফলে তিনি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পচা-গন্ধ জিনিসের প্রতি হাত বাড়ানো থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। কারণ, তিনি তার দা'ওয়াতে

---

[12] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬২/৩; তাফসীরে ইবন কাসীর: ৬২/৪; ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবী রহ. সীরাত গ্রন্থ: পৃ. ১৫৮; মুহাম্মাদ আল গাযালী রহ.-এর সীরাত: পৃ. ১১৪ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: পৃ. ১০২।

একজন সত্যবাদী আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ।[13]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত যে হিকমত অবলম্বন করেন, তা যে কত মহান ছিল তার বর্ণনা কখনো শেষ করা যাবে না। তিনি তার দা'ওয়াতে ছিল সবচেয়ে সত্যবাদী। তার মধ্যে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, ইজ্জত-সম্মান, নারী-বাড়ী, গাড়ী কোনো কিছুর প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলিদকে সময় উপযোগী কথা শোনান যার ওপর সে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তার নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। এটাই হলো, প্রকৃত হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা।

তিন:

মুশরিকরা সিদ্ধান্ত নিলো যে, ইসলাম ও মুসলিম বিরুদ্ধে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে যা যা করা দরকার আমরা তাই করব। যে দিন থেকে রাসূল প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়া ও জাহেলিয়্যাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, সেদিন থেকে মক্কাবাসীদের ক্রোধের আর অন্ত রইল না। তারা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। মুসলিমগণ তাদের নিকট একটি নিকৃষ্ট ও অপরাধী জাতিতে পরিণত হলো। তারা বুঝতে পারল যে, তাদের পায়ের নিচ থেকে ধীরে ধীরে মাটি সরে যাচ্ছে। নিরাপত্তা বেষ্টিত হেরম এলাকায় তাদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত সম্মান ও জীবনের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। ফলে তারা মুসলিমদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ, তাদের ওপর মিথ্যা-রোপ, ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ইসলামের বিষয়ে

---

[13] মুহাম্মাদ আল গাযালী রহ.-এর সীরাত: পৃ. ১১৩

সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি, মিথ্যা অপবাদ দেওয়াসহ হাজারো ষড়যন্ত্র শুরু করে। কুরআনের অবমাননা, কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি (কুরআন হলো পূর্বেকার লোকদের বানানো ও বানোয়াট কাহিনী) করে। এ ছাড়া তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ইলাহগুলোর ইবাদত ও আল্লাহর ইবাদত এক সাথে চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল, যাদুকর, মিথ্যুক গণক ইত্যাদি বলে, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালায়। কিন্তু এত কিছুর পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন্দু পরিমাণ ও পিছপা হন নি। তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দীনের বিষয়ে তাকে সাহায্য করা হবে এ আশায় কাজ চালিয়ে যান।[14]

মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এমন এমন অমানবিক নির্যাতন চালাতে আরম্ভ করে, যা অনেক সময় একজন সাধারণ মুসলিমের ওপরও চালাত না। এমনকি আবূ জাহেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধুলায় মিটিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাকে আবূ জাহেলের হাত থেকে হিফাযত করে এবং তার ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেয়। যেমন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ জাহেল বলল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মাথা ঝুঁকায়? তাকে উত্তর দেওয়া হলো, হ্যাঁ!

---

[14] দেখুন: ইমাম গাযালী রহ.-এর ফিকহুস সীরাহ: পৃ. ১০৬; আর-রাহীকুল মাখতুম পৃ. ৮০, ৮২; মাহমুদ শাকেরের তারিখে ইসলামী: ৮৫/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: ১১০।

তখন সে বলল, লাত ও উজ্জার নামে কসম করে বলছি, আমি যদি তাকে মাটিতে মাথা ঝুঁকাতে দেখি, আমি তার ঘাড়ে পারাবো অথবা তার চেহারাকে মাটিতে মিশিয়ে দিব! তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করতে ছিল, ঠিক তখন সে উপস্থিত হলো, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাজদায় যায়, তখন সে তার ঘাড়ে পা রাখার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল; কিন্তু সে পারলো না। যখন সে সামনের দিকে যাচ্ছিল তখন সে সামনের দিকে যেতে পারল না বরং সে আরও পিছিয়ে যাচ্ছিল এবং দু হাত দিয়ে নিজেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছিল। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কী ব্যাপার তোমার কী হয়েছে? তখন সে বলল, আমি দেখতে পেলাম আমার ও তার মাঝে আগুনের একটি পরিখা, মহা প্রলয় ও শক্তিশালী বাহু! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে আমার কাছে আসত, তাহলে ফিরিশতারা তাকে টুকরা টুকরা করে চিনিয়ে নিত। তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।[15] আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে এত বড় যালেমের হাত থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের হাজারো যুলুম নির্যাতন সহ্য করেন এবং তিনি তার জান-মাল ও সময় তার রাহে ব্যয় করেন।

চার:

[15] ইমাম মুসলিম মুনাফিক অধ্যায়; পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাফসীরে ﴿كَلَّا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى، أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾ হাদীস নং ২১৪৫/৪, ২৭৯৭। আরো দেখুন: শরহে নববী ১৪০/১৭।

ইসলামের শত্রু আবূ জাহেলের লেলিয়ে দেওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্যাতনের স্বীকার হন তার বিবরণ:

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب لـه جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان، فيأخذه فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة،

فجاءت وهي جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، رفع صوته، ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً، ثم قال: «اللَّهم عليك بقريش» ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، ثم قال: «اللَّهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط»، وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذي بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر».

“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার পাশে সালাত আদায় করছিল। আবূ জাহেল তার সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে একটি মজলিশে বসা ছিল। বিগত দিনের যবেহকৃত একটি উটের ভূরি পড়ে আছে দেখে, আবূ জাহেল বলল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে অমুক গোত্রের ভুঁড়িটি নিয়ে মুহাম্মাদ যখন সাজদাহ করে তখন তার মাথার উপর রেখে দিবে? তার একথা শোনে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ (উকবা ইবন আবি মু‘ঈত)

উঠে দাঁড়ালো এবং সে দৌড়ে গিয়ে ভুঁড়িটি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় গেলে তার দুই কাঁধের ওপর রেখে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তারা হাসাহাসি করতে আরম্ভ করে। হাসতে হাসতে তারা একে অপরের ওপর ঢলে পড়ল। আমি নীরবে এ দৃশ্য দেখতে ছিলাম, আমার কিছুই করার ছিল না। সেদিন আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড় থেকে তা সরিয়ে দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় পড়ে আছেন, কোনো ক্রমেই মাথা উঠাতে পারছিল না। একজন পথিক এ দৃশ্য দেখে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে খবর দিলেন, খবর পেয়ে সে দৌড়ে আসলেন এবং তার ঘাড়ের উপর থেকে ভুঁড়িটি সরালেন। অসহ্য হয়ে তিনি কাফিরদের সামনে এসে তাদের কিছুক্ষণ গালি-গালাজ করলেন। তারপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় সম্পন্ন করেন, তিনি উচ্চস্বরে তাদের জন্য বদ-দো'আ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো দো'আ করতেন তিনবার দো'আ করতেন আবার যখন কোনো কিছু চাইতেন তখনও তিন বার চাইতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তুলে তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও কর! কাফিররা তার বদ-দোয়ার আওয়াজ শোনে, আতংকিত হয় এবং তাদের মুখের হাসি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আবূ জাহেল ইবন হিশাম, উতবা ইবন রাবিয়াহ, ওয়ালিদ ইবন উতবা, উমাইয়া ইবন খলফ ও উকবা ইবন আবি মুইত প্রমুখ ধ্বংস কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতজন ব্যক্তির নাম নেন, কিন্তু সপ্তম ব্যক্তির নামটি আমি ভুলে যাই। বর্ণনাকারী বলেন, যে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যের বাণী নিয়ে

দুনিয়াতে পাঠান, তার শপথ করে বলছি, রাসূল যাদের নাম নিয়েছে তাদেরকে বদরের দিন বদর প্রান্তে চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। তারপর গলায় রশি লাগিয়ে তাদের বদর প্রান্তের কুপের দিকে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হয়।[16]

পাঁচ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুশরিকদের সবচেয়ে জঘন্য ও খারাপ দুর্ব্যবহারের বর্ণনা:

উরওয়া ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলি,

«أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر، فأخذ بمنكبه، ودفعه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ﴾».

“মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবচেয়ে খারাপ যে ব্যবহার করে তুমি আমাকে তার বিবরণ দাও! তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বা গৃহের পাশে সালাত

---

[16] সহীহ বুখারী, অযু অধ্যায়: পরিচ্ছেদ, কোনো মুসল্লীর ওপর সালাতরত অবস্থায় কোনো মরা বস্তু বা নাপাকি নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হবে না। হাদীস নং ২৪০, ৩৪৯/১ এবং সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ। পরিচ্ছেদ: মুশরিক ও মুনাফিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নির্যাতন করে তার বিবরণ। হাদীস নং ১৭৯৪, ১৪১৮/২।

আদায় করছিল ঠিক ঐ মুহূর্তে উকবা ইবন আবি মু'ঈত এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলা চেপে ধরল এবং কাপড় দিয়ে তার গলা পেঁচালো। তারপর খুব জোরে তার গল চেপে টানাটানি করে তাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে। এ অবস্থা দেখে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে এসে তার দিকে অগ্রসর হলো এবং তার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দূরে সরাল। তারপর বলল,

﴿أَتَقۡتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدۡ جَآءَكُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمۡۖ﴾ [غافر:28]

"তোমরা এমন একজন লোককে হত্যা করবে যে বলে আমার রব আল্লাহ! অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছে"। [সূরা গাফির, আয়াত: ২৮]

এভাবে মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, সেসব মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাত। তার সাথীরা তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। তার নিকট দো'আ চাইল এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার জন্য আবেদন জানাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য লাভ ও তাদের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বললেন, শেষ পরিণতি কেবলই মুত্তাকীদের জন্য।

খাব্বাব ইবন আরত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের ছায়াতলে একটি চাদরকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ছিল। আমরা তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য

প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য দো‘আ করবেন না? তখন রাসূল আমাদের বললেন,

«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لـه في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد [ما دون عظامه من لحم وعصب]، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليُتَمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون».

“তোমাদের পূর্বের উম্মতদের অবস্থা ছিল, তাদের একজন লোককে ধরে আনা হত, তারপর যমীনে তার জন্য গর্ত খনন করা হত এবং তাতে তাকে নিক্ষেপ করত। তারপর তার জন্য করাত আনা হত, আর সে করাত দ্বারা তার মাথাকে দ্বিখণ্ড করে তাকে হত্যা করা হত। আবার কোনো কোনো সময় কাউকে কাউকে লোহার চিরুনি দিয়ে আচড় দিয়ে তার হাড় থেকে মাংস ও চামড়া তুলে নিয়ে আলাদা করা হত। এত বড় নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও তাদেরকে দীন থেকে এক চুল পরিমাণও এদিক সেদিক করতে পারত না। (রাসূল বলেন) আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই এ দীনকে পরিপূর্ণ করবে। এমনকি একজন সফরকারী সুনায়া থেকে হাজরা-মাওত পর্যন্ত নিরাপদে ভ্রমণ করবে, সে তার নিরাপত্তার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। তবে তোমরা হলে এমন জাতি, যারা তাড়াহুড়াকে পছন্দ কর”।[17]

[17] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব পরিচ্ছেদ: ইসলামে নবুওয়াতের আলামত ৬১৯/৬, ৩৬১২। আনসারীদের মানাকেব অধ্যায়: পরিচ্ছেদ, মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু

নিরপরাধ মুসলিমদের ওপর মুশরিকদের নির্যাতন দিন দিন আরও মারাত্মক আকার ধারণ করছিল। আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, হক গ্রহণ করা, আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকা এবং নিরেট তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াত ও মূর্তিপূজাকে প্রত্যাখ্যান করাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ।

ছয়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারী মুসলিমদের ওপর শুধু নির্যাতন করেই ক্ষান্ত নন, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার আনিত দীনের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও ক্ষোভ এতই তীব্র ছিল, শেষ পর্যন্ত তারা কোনো প্রকার উপায় অন্তর না দেখে তার নামকেও সহ্য করতে পারত না। ফলে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামটিকে বিকৃত ও পরিবর্তন করে দেয়। প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ বশত যে নামটি দ্বারা তার প্রশংসা বোঝাতো অর্থাৎ মুহাম্মাদ তা পরিবর্তন করে, যে নাম দ্বারা তার বদনাম বুঝায় অর্থাৎ মুযাম্মাম, সে নাম বলে ডাকতে আরম্ভ করে। আর যখন তারা তার নাম উল্লেখ করত, তখন তারা বলত, আল্লাহ তা'আলা মুযাম্মাম এর সাথে এ আচরণ করেন। অথচ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ মক্কায় মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতনের সম্মুখীন হন, তার বর্ণনা। কিতাবুল ইকরাহ।

মুযাম্মাম তার নাম নয় এবং এ নামে তিনি পরিচিতিও নয়।[18] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، ولعنهم؟! يشتمون مذمماً، ويلعنون مذمماً، وأنا محمد»

"তোমরা কি আশ্চর্যবোধ কর না! আল্লাহ তা'আলা কীভাবে কুরাইশদের অভিশাপ ও গাল-মন্দকে আমার থেকে প্রতিহত করেন। তারা মুযাম্মামকে গালি দেয় ও অভিশাপ করে, আমি মুযাম্মাম নই আমি হলাম মুহাম্মাদ।[19] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচটি নাম আছে। তার মধ্যে তার একটি নামও মুযাম্মাম নেই"।[20]

সুরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ লাহাবের স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসে। তখন তার হাতে এক মুষ্টি পাথর ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সাথে নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। সে তাদের উভয়ের কাছে আসলে, আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টি থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আড়াল করে ফেলে। ফলে সে এক মাত্র আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পারছিল না। সে বলল, হে আবু বকর! তোমার সাথি কোথায়? আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, সে নাকি আমার দুর্নাম করে! আমি শপথ করে বলছি! আজ যদি আমি তাকে পেতাম, তাহলে আমি এ পাথর গুলো তার মাথায়

---

[18] দেখুন: ফতহুল বারী: ৫৫৮/৬।

[19] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, হাদীস নং ৫৫৪/৬, ৩৫৩৩।

[20] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, হাদীস নং ৫৫৪/৬, ৩৫৩৩।

নিক্ষেপ করতাম। একটি কথা মনে রাখবে, আমি একজন কবি এ বলে সে একটি কাব্য বলে,

مُذَمـــــــــــاً عصينا

وأمره أبينا ودينه قلينا

"আমরা মুযাম্মামকে প্রত্যাখ্যান করলাম, তার নির্দেশকে অস্বীকার করলাম এবং তার দীনকে ঘৃণা করলাম।"

মুশরিকরা মুসলিমদের ওপর সব ধরনের যুলুম নির্যাতন অবিরাম চালিয়ে যেতে লাগল। মুসলিমদের জন্য তাদের যুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু তাদের যুলুম নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। মুসলিমদের সংখ্যা যত বাড়তে ছিল, তাদের নির্যাতন করার মাত্রাও দিন দিন বাড়তে ছিল। তারা মুসলিমদের ওপর যুলুম নির্যাতনের সাথে সাথে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাস চালাত। আল্লাহর হিফাযত ছাড়া তাদের বাঁচার আর কোনো উপায় ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আল্লাহর হিফাযতে ছিলেন। তারপর তার চাচা আবূ তালিব মক্কায় তাকে নিরাপত্তা দেন; যার কারণে তার নিরাপত্তা নিয়ে তেমন কোনো আতংক ছিল না। কিন্তু রাসূলের সাথে যারা ঈমান আনছিল সেসব মুসলিমদের ওপর কাফিরদের নির্যাতন কোনো ক্রমেই বাধা দিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। মুশরিকদের নির্যাতনের ফলে অসহ্য হয়ে অনেকেই মারা যান, আবার কেউ কেউ এমন আছেন, যারা তাদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করে কোনো রকম বেঁচে আছেন। মুসলিমদের এহেন নাজুক পরিস্থিতি দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি পেয়ে সর্বপ্রথম বারোজন

সাহাবী চারজন নারী উসমান ইবন আফ্‌ফানের নেতৃত্বে আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত আরম্ভ করেন। তারা যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য দু’টি নৌকার ব্যবস্থা করে দেন। এ দু’টি নৌকা যোগে তারা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবিসিনিয়ার মাটিতে পৌঁছেন। এ ঘটনাটি ছিল নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে। কুরাইশরা মুসলিমদের হিজরতের খবর জানতে পেরে, কোনো প্রকার কাল বিলম্ব না করে তাদেরকে ধরার জন্য পিছু নেয় এবং অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ে। তালাশ করতে করতে তারা একেবারে নদীর সন্নিকটে পৌঁছে। কিন্তু তথায় তারা কাউকে পায় নি এবং মুসলিমদের ধরার যে চেষ্টা তারা চালিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়। এ দিকে মুসলিমগণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে যায় এবং সেখানে তারা নিরাপদে বসবাস করতে থাকে। কয়েকদিন পর তাদের নিকট খবর পৌঁছল, কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখন আর কষ্ট দেয় না এবং তারা ইসলামের আনুগত্য মেনে নেয়। এ খবর শুনে তারা আবিসিনিয়া থেকে পুনরায় মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। তারা যখন মক্কার নিকট এসে পৌঁছল, তখন জানতে পারল, তাদের নিকট যে খবরটি পৌঁছল, তা ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তারা কেউ কেউ আবার আবিসিনিয়ায় ফিরে গেল আর কেউ কেউ আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। যারা মক্কায় প্রবেশ করল, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন মাসূদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিল অন্যতম। আবার কেউ কেউ কারো কোনো আশ্রয় না নিয়ে গোপনে মক্কায় প্রবেশ করে। এ ঘটনার পর মুসলিমদের ওপর কাফিরদের নির্যাতন আরও বৃদ্ধি পেল। যারা মক্কায় প্রবেশ করছে, তাদের প্রতি মুশরিকদের নির্যাতনের মাত্র আরও বাড়িয়ে দিল। অবস্থার অবনতি দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার

মুসলিমদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি পেয়ে তিরাশি জন মুসলিম যাদের মধ্যে আম্মার ইবন ইয়াসের ও নয়জন নারী ছিল, তারা সবাই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এরা আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশী বাদশাহ'র অধীনে নিরাপদে বসবাস করছিল। মক্কার মুশরিকরা যখন জানতে পারল, এরা আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছে, তখন তারা নাজ্জাশী বাদশাহ'র নিকট উপঢৌকন দিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে কতক লোক পাঠালেন, তারা তাকে প্রস্তাব দিল, সে যেন মুসলিমদেরকে তার দেশ থেকে বের করে দিয়ে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। নাজ্জাশী বাদশাহ তাদের থেকে বিস্তারিত জানার পর তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং মুসলিমদের তাদের হাতে তুলে দিতে নারাজি প্রকাশ প্রকাশ করেন। বাদশাহ তাদের হাদিয়া গ্রহণ না করে, হাদীয়া তাদের হাতে ফেরত দেন। তারপর মুসলিমগণ আবিসিনিয়ায় নিরাপদে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু খাইবরের তারা বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবার ফিরে আসেন।[21]

আট:

কুরাইশরা ইসলামের অগ্রযাত্রা, মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া এবং আবিসিনিয়ায় যারা হিজরত করছে, তাদের প্রতি বাদশাহ নাজাসীর

---

[21] দেখুন: যাদুল মা'আদ ২৩/৩, ৩৬, ৩৮; সীরাতে ইবন হিশাম ৩৪৩/১; ইমাম যাহবী রহ.-এর তারিখুল ইসলাম সীরাত অধ্যায় পৃ. ১৮৩; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৬/৩, মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী ১০৯, ৯৮/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: পৃ. ১২০, আর-রাহীকুল মাখতুম ৮৯।

ইতিবাচক মনোভাব, ইজ্জত, সম্মান ও মেহমানদারি দেখে ইসলামের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা আরও বহুগুণে বেড়ে গেল। তারা নতুন করে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। বনী হাসেম, বনী আব্দুল মুত্তালিব ও বনী আবদে মুনাফের বিরুদ্ধে তারা বয়কট করার বিষয়ে একমত হয়। তারা ঘোষণা দিল, যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মাদকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো বেচা-কেনা করবে না, বিবাহ-সাদী দিবে না, কোনো প্রকার কথা-বার্তা, উঠা-বসা ও লেন-দেন করবে না। তারা এ বিষয়ে একটি চুক্তিনামা তৈরি করে, কাবা ঘরের গিলাফের সাথ ঝুলিয়ে দেয়। একমাত্র আবূ লাহাব ছাড়া বনী হাশেম, বনী মুত্তালিবের মুমিন কাফির সবাই এ চুক্তির কারণে নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে যায়। আবূ লাহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগী ছিলেন বলে, তাকে কাফিররা তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের সপ্তম বছর মুহাররমের চাঁদে কাফিররা তাকে শুয়াবে আবী তালেবে গৃহবন্দী করে রাখে এবং তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে তারা অতি কষ্টে বন্দীদশায় জীবন যাপন করতে থাকে। প্রায় তিন বছর পর্যন্ত তাদের খাদ্য ও পানীয় সাপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখে এবং তাদের সাথে যাবতীয় লেন-দেন করা থেকে বিরত থাকে। ফলে তাদের কষ্টের আর কোনো অন্ত রইল না। সীমাহীন দূর্ভোগের মধ্যে তাদের জীবন যাপন করতে হয়। এমনকি ক্ষুধার জ্বালায় শুয়াবে আবি তালিবের অভ্যন্তর থেকে বাচ্চাদের কান্নাকাটির আওয়াজ ও চিৎকার বাহির থেকে শোনা যেত। এভাবে তিন বছর অতিবাহিত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

চুক্তিনামা সম্পর্কে জানিয়ে দেন যে, একটি উই পোকা পাঠানো হয়েছে, সে একমাত্র আল্লাহর নাম ছাড়া আর যেসব শর্তাবলী তাতে লেখা ছিল, তা সবই খেয়ে ফেলছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা আবূ তালিবকে বিষয়টি জানালে, তিনি কুরাইশদের নিকট গিয়ে বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, তোমাদের চুক্তি নামায় একমাত্র আল্লাহর নামের অংশ ছাড়া বাকী সবটুকু অংশ পোকা খেয়ে ফেলছে। যদি সে তার কথায় মিথ্যুক হয়, আমি তাকে তোমাদের সোপর্দ করে দিব। আর যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তোমরা আমাদের সাথে যে চুক্তি করছ, তা থেকে ফিরে আসবে এবং আমাদের ওপর যুলুম অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকবে। তারা সবাই সমস্বরে বলল, তুমি একটি ইনসাফ-পূর্ণ কথা বলেছে! তারপর তারা চুক্তিনামাটি নামাল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সংবাদ দিলেন, ঠিক সেভাবেই দেখতে পেল। এ ঘটনার পর তারা চুক্তি থেকে ফিরে আসা-তো দূরের কথা, বরং তাদের কুফরি আরো বৃদ্ধি পেল। নবুওয়াত লাভের দশ বছর পর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীরা শুয়াবে আবূ তালিবের বন্দীশালা থেকে বের হন। এ ঘটনার মাত্র ছয় মাস পর আবূ তালিব দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়। আবূ তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মীনী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারা যান।[22]

---

[22] সীরাতে ইবন হিশাম ৩৭১/১; ইমাম যাহাবী রহ.-এর তারিখুল ইসলাম, সীরাত অধ্যায় পৃ. ১২৬, ১৩৭; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৪/৩; যাদুল মা'আদ ৩০/৩; মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী ১০৯/২ এবং আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১১২।

চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার পর, সামান্য সময়ের ব্যবধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই সহযোগী আবূ তালিব ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়। তাদের উভয়ের মৃত্যুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। মুশরিকরা তাদের মৃত্যুকে তাদের জন্য সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। মুশরিকদের পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং তাদের দুঃসাহস সীমা ছড়িয়ে যায়। তাদের মৃত্যুর পর সগোত্রের কাফিরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের অধিবাসীরা তার দা'ওয়াতে সাড়া দিবে, তার কাওমের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে অথবা তাকে আশ্রয় দিবে এ আশা নিয়ে তায়েফ গমনের সংকল্প করেন। কিন্তু আশা আশাই থাকল, বাস্তবায়ন হলো না। সেখানে তিনি কোনো সাহায্যকারী কিংবা আশ্রয়দাতা ও ইসলাম গ্রহণকারী না পেয়ে সেখান থেকেও হতাশ হয়ে আবারো মক্কায় ফিরে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে তায়েফের অধিবাসীদের থেকে এমন যুলুম নির্যাতনের সম্মুখীন হন, যা মক্কার কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনকেও হার মানিয়ে দেয়।[23]

---

[23] যাদুল মা'আদ: ৩১/৩, রাহীকুল মাখতুম পৃ. ১১৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

তায়েফ গমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা‘ওয়াতী কার্যক্রমের অবস্থা

নবুওয়াতের দশম বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাশ আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তিনি আশা করছিলেন, সাকীফের লোকেরা হয়ত তার দা‘ওয়াত কবুল করবে এবং তাকে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। তাই স্বীয় গোলাম যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে তিনি যত লোকের সাথে অতিক্রম করেন, প্রত্যেককে ইসলামের দা‘ওয়াত দেন এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনার আহ্বান করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, একজন লোকও তার ডাকে সাড়া দেয় নি এবং ইসলাম কবুল করে নি।

এক. তায়েফ বাসীদের দা‘ওয়াত দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমাহ ও বুদ্ধিমত্তা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে পৌঁছে, প্রথমে তায়েফের সরদারদের ইসলামের দা‘ওয়াত দেন। তিনি প্রথমে তাদের নিকট গিয়ে তাদের সাথে বসেন এবং তাদের সাথে কথা-বার্তা ও বিভিন্নি ধরনের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের নিকট ইসলামের দা‘ওয়াত পেশ করেন। তারপর তাদের তিনি ইসলাম কবুল করার দা‘ওয়াত দেন। তারা তার দা‘ওয়াতে কোনো প্রকার সাড়া না দিয়ে ইসলামের দা‘ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিষয়ে কোনো প্রকার হতাশ না হয়ে, তার দা‘ওয়াত চালিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে টানা দশদিন

অবস্থান করেন। তায়েফে তিনি তার সব চেষ্টা ও কৌশল ব্যয় করেন। কিন্তু একজন লোকও ইসলাম কবুল করল না, তারা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, আর তার সাথে কথা বলে চলে গেল এবং তারা আল্লাহর নবীকে তাড়াতাড়ি এ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলল। তারা তায়েফের ছোট ছোট বাচ্চা ও খারাব লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তার পিছনে লেলিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বুঝতে পারল, তায়েফের লোকেরা আর ঈমান আনবে না, তখন সে তায়েফ থেকে বের হয়ে চলে আসতে ছিল। কিন্তু কাফির বেঈমানরা তখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালানো বন্ধ করে নি। তারা তাদের গোত্রের লোকদের দু'টি কাতারে বিভক্ত করে রাস্তার দু' পাশে দাড় করিয়ে দেয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার সময় সারিবদ্ধ হয়ে তাকে গালি দিতে থাকে এবং তার উপর বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। পাথরের আঘাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে, তা পা পর্যন্ত গড়ায়। ফলে তার জুতাদ্বয় রক্তে রঞ্জিত হয়ে লাল হয়ে যায় এবং তার জুতার মধ্যে রক্তের জমাট বেধে যায়। যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী ছিলেন, জীবন বাজি দিয়ে সে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাথরের আঘাতকে প্রতিহত করছিল। আল্লাহর নবীকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজেকে ডাল হিসেবে ব্যবহার করল। যার কারণে তাদের নিক্ষিপ্ত পাথর তার মাথায় চরম আঘাত হানে এবং সেও রক্তাক্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পুনরায়

মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কার পথে আল্লাহ তা‘আলা জিবরীল আলাইহিস সালামকে পাহাড়ের ফিরিশতাসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠান, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়ে বলল, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আপনাকে যে রক্তাক্ত করছে, তার বদলা নেই। আপনি বললে, দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত মক্কাবাসীদের পাহাড়দ্বয় দ্বারা নিষ্পেষিত করে দিই। কিন্তু দয়ার নবী তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দেন নি এবং তাদের ধ্বংস করার অনুমতি দেন নি।[24]

দুই. পাহাড়ের ফিরিশতাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমতপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উত্তর

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন,

«يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك [ما لقيت]، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أَسْتَفِق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني: فقال: إن اللَّه قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليّ، ثم قال: يا محمد! إن اللَّه قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أُطْبِق عليهم الأخشبين» فقال لـه رسول اللَّه

---

[24] যাদুল মা‘আদ: ৩১/৩; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২২; বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৩৫/৩; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: পৃ. ১৩২; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২২।

صلى الله عليه وسلم: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً».

“হে আল্লাহর রাসূল! উহুদের যুদ্ধের দিন আপনার ওপর যে বিপর্যয় নেমে আসে, তার চেয়ে কঠিন আর কোনো বিপদ বা বিপর্যয় আপনার ওপর নেমে আসছিল কি? তিনি বলেন, আমার ওপর এর চেয়ে আরও অধিক কঠিন বিপদ ও বিপর্যয় নেমে আসে আকাবার দিন। সে দিন আমি একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই। যখন আমি আমাকে ইসলামের দা‘ওয়াতের জন্য আবদে ইয়ালিল ইবন আবদে কালাল[25] এর সম্মুখে পেশ করি, তখন তারা আমার ডাকে সাড়াতো দেয় নি, বরং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে এবং আমাকে অপমান করে। আর যখন আমি তাদের থেকে হতাশ হয়ে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় মক্কার দিকে ফিরে আসি, তখন আমার কোনো হুশ ছিল না, যখন কারনুস সায়ালেব[26] এসে পৌঁছি, তখন আমার হুশ হয়। তখন আমি আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দেখি একটি কালো মেঘ এসে আমাকে ছায়া দেয়। তাতে তাকিয়ে দেখি তাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম অবস্থান করছে। সে আমাকে ডেকে বলে, আল্লাহ তা‘আলা আপনার কাওমের কথা এবং আপনার সাথে তারা যে ব্যবহার করছে তা শুনেছেন। আল্লাহ তা‘আলা পাহাড়ের ফিরিশতাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি তাদের

---

[25] আবদে ইয়ালাল ইবন কালাল হল, সাকীফ গোত্রের বড় বড় সরদারগণ।

[26] এটি একটি স্থানের নাম। আহলে নাজদের লোকদের হজের মিকাতের স্থান। এ জায়গাটিকে কারনুল মানাযেল ও বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে তাকে সাইলুল কবীর নামে আখ্যায়িত করা হয়। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ফতহুল কাদির: ১১৫/৬।

বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত দেন, তারা তাই করবে। তারপর পাহাড়ের ফিরিশতা আমাকে সালাম দেয় এবং বলে, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনার ও আপনার কাওমের কথা খুব ভালোভাবেই শোনেন। আমি হলাম পাহাড় নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশতা! আমাকে আমার রব আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, আপনি আমাকে যা আদেশ করেন তাই আমি বাস্তবায়ন করব। আপনি যদি চান আমি তাদেরকে উভয় পাহাড় দ্বারা চাপা দিয়ে তাদের নিষ্পেষিত করে দিই। এ প্রস্তাবের উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তুমি তাদরে ধ্বংস করো না! কারণ, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশধর থেকে এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।"[27]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে উত্তর দেন, তাতে তিনি যে কত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তা স্পষ্ট হয়, তার মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় ফুটে উঠে এবং আল্লাহ তা'আলা যে তাকে মহা চরিত্রের অধিকারী করেন, এ উত্তর ছিল তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এছাড়া এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বজাতিদের

---

[27] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: মাখলুকের সৃষ্টির সূচনা, পরিচ্ছেদ: তোমাদের কেউ যখন বলে আমীন, আসমানের ফিরিশতাও আমীন বলে। যখন তোমাদের আমীন ফিরিশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তখন তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়: ৩১২/৬। সহীহ মুসলিম, একই শব্দে কিতাবুল জিহাদে। পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিক ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতনের স্বীকার হন তার বর্ণনা প্রসংঙ্গে: ৩২১/৬, হাদীস নং ৩২৩১।

প্রতি কতটা আন্তরিক, ধৈর্যশীল ও সহমর্মী তার বাস্তবতা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা তার সমর্থনে বলেন,

﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ﴾ [آل عمران:159]

"আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তুমি তাদের সাথে নমনীয়তা প্রদর্শন কর"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الأنباء:107]

"আমি তোমাকে জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

আল্লাহ তা'আলার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর। [28]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নখলাতে কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। তারপর তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করেন। মক্কায় তিনি নতুনভাবে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত রিসালাতের গুরু দায়িত্ব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নতুন আঙ্গিকে কাজ করা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তার এ সংকল্পেরে কথা ব্যক্ত করার পর যায়েদ ইবন হারেসা তাকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আবার কীভাবে মক্কায় প্রবেশ করবেন? অথচ তারা আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন[29] ,

«يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً، وإن الله ناصر دينه، ومظهر نبيه».

---

[28] দেখুন: ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর যাদুল মা'আদ ৩৩/৩।

[29] দেখুন: ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর যাদুল মা'আদ ৩৩/৩।

“হে যায়েদ! আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তুমি যে অবস্থা দেখছ, তার একটি সমাধান এবং উপায় বের করবে। আল্লাহ তা‘আলা তার দীনকে অবশ্যই সাহায্য করবে এবং তার নবীকে বিজয়ী করবে।”

তিন. মক্কায় প্রবেশে হিকমত অবলম্বন

তায়েফ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার দিকে রওয়ানা দেন এবং মক্কার নিকটে এসে তিনি মুত‘ঈম ইবন ‘আদির নিকট তাকে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে একজন লোক পাঠান। মুত‘ঈম প্রস্তাব পেয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি তাকে আশ্রয় দিব। সে তার ছেলে-সন্তান ও কাওমের লোকদের ডেকে বলল, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বায়তুল্লাহর নিকট অবস্থান নাও; আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবন হারেসাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, মসজিদে হারামের নিকট পৌছলে মুত‘ঈম ইবন ‘আদি তার আরোহণের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছি। সুতরাং তোমরা কেউ তাকে অপমান করতে পারবে না কোনো প্রকার মারধর করতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করার পর রোকনে ইয়ামনিকে স্পর্শ করেন এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। তারপর মুত‘ঈম ইবন ‘আদি ও তার ছেলেদের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে তার ঘরে ফিরে যান।[30]

---

[30] যাদুল মা‘আদ: ৩৩/৩; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২৫; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩৭/৩; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফিরে এসে মক্কায় দ্বিতীয়বার প্রবেশ, তাদের ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেওয়ার বিষয়ে তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা এবং মানুষ তার ডাকে সাড়া না দেওয়াতে তার নৈরাশ না হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ করে, তিনি যে কত বড় প্রত্যয়ী, মহান ও সাহসী ছিলেন। তায়েফের অধিবাসীদের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে তার সব কৌশল ফেল হওয়ার পরও, তিনি দা'ওয়াতের জন্য আবারো নতুন কৌশলের সন্ধান করতে থাকে। কীভাবে মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় এ চিন্তায় তিনি ছিলে সব সময় বিভোর।

এতে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যত রকম কৌশল অবলম্বন করেন, একজন দা'ঈর জন্য এগুলোই হলো, অনুকরণীয় আদর্শ। কারণ, তিনি হলেন, সব কিছুর উস্তাদ; তার চেয়ে বড় দা'ঈ আর কেউ কোনো দিন হতে পারবে না। তিনি যখন তায়েফে গমন করেন, প্রথমে তিনি তায়েফের বড় বড় নেতাদের ইসলামের দা'ওয়াত দেন। কারণ, তিনি জানতেন বড় বড় নেতারা যখন ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন অবশিষ্ট গোত্রের লোকেরা তাদের দেখে দেখে অতি সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তাক্ত হওয়া প্রমাণ করে যারাই মানুষকে আল্লাহর পথের দা'ওয়াত দিবে, তাদের অবশ্যই বিপদের সম্মুখীন এবং নির্যাতনের স্বীকার হতে হবে। যত বড় হিকমতই অবলম্বন করুক না কেন, তাদেরকে অবশ্যই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে জগত বাসীর জন্য রহমত হিসেবেই পাঠান। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর

কাফিরদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের অমানবিক ও অমানুষিক নির্যাতন সত্বেও তার কাওমের লোকের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকার বদ-দো‘আ করে নি ও তাদের অভিশাপ করেন নি। পাহাড়ের নিয়ন্ত্রক ফিরিশতা যখন তাদের নিষ্পেষিত বা ধ্বংস করে দিতে চাইল, তাতেও তিনি রাজি হন নি। একজন দা‘ঈর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে। দেখুন! যারা তার দা‘ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে তিনি কখনোই হতাশ হন নি, বরং তিনি আশা করেন, তারা যদিও আমার দা‘ওয়াত গ্রহণ করে নি; কিন্তু হতে পারে তাদের বংশের মধ্যে এমন এক প্রজন্মের আভির্ভাব হবে, যারা আমার এ দা‘ওয়াতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ হতে মক্কায় ফিরে আসার ঘটনায় আমরা আরও অনেক বুদ্ধিমত্তা ও হিকমত দেখতে পাই, তা হলো, তিনি মুত‘ঈম ইবন ‘আদির নিরাপত্তা নিয়েই মক্কায় প্রবেশ করেন; একা একা প্রবেশ করেন নি। তিনি ইচ্ছা করলে হঠকারিতা অবলম্বন করতে পারত। দুঃসাহস দেখিয়ে হুট করে প্রবেশ করতে পারত; কিন্তু তিনি তা করেন নি, বরং তিনি একটি নিয়মের আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং একজন দা‘ঈর জন্য জরুরী হলো, সে তার দা‘ওয়াতী ময়দানে এমন লোককে খুঁজবে, যে তাকে তার দুশমনদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করবে এবং কোনো প্রকার হঠকারিতা দেখাবে না। কারণ, হৎকারী সিদ্ধান্তের কারণে একজন দা‘ঈ তার অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে পারে না।

অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে হলে, তাকে অবশ্যই নিয়মের আওতায় আসতে হবে।[31]

চার. বাজার-ঘাট ও লোকসমাগম স্থান ও বিভিন্ন মৌসুমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াত

নবুওয়াতের দশম বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফিরে এসে মক্কায় আবারো ইসলামের দা'ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। তিনি সব সময় এবং সব জায়গায় মানুষকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেওয়ার কাজে লিপ্ত থাকেন। হাট, বাজার, রাস্তা, ঘাট সব জায়গায় তিনি ইসলামের দা'ওয়াত চালিয়ে যেতেন। যেখানে যেখানে বাজার বসত সেখানে গিয়ে তিনি লোকদের দা'ওয়াত দিতেন। জাহিলিয়্যাতের যুগে উকাজ, মাজনা ও জি-মাজায নামে বিভিন্ন বাজার ছিল। লোকেরা এখানে সপ্তাহে একবার বা দুইবার একত্র হত। এ ছাড়া ও আরবরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য, গান-বাজনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করার জন্য এ সব বাজারগুলোতে একত্র হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়ে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন এবং তাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করতেন। বিশেষ করে হজের মৌসুম আসলে, আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মক্কায় একত্র হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুযোগটাকে কাজে লাগাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি গোত্রের নিকট আলাদা আলাদা করে যেতেন এবং তাদের তিনি ইসলামের দা'ওয়াত

---

[31] দেখুন: মুস্তফা আস সাবায়ীর সীরাতে নববী দুরূস ও উপদেশ, পৃ. ৫৮; যাদুল মা'আদ ৩১/৩; আর-রাহীকুলা মাখতুম, পৃ. ১২২; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩৫/৩; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব, পৃ. ১৩২; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২২।

দিতেন। শুধু গোত্রের লোকদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষান্ত হন নি, তিনি একজন একজন করে প্রতিটি লোককে তার দা'ওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করেন এবং ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। আব্দুর রহমান ইবন আবিয যানাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনী দাইল গোত্রের রাবীয়া ইবন উব্বাদ নামে একজন মূর্খ লোক আমাকে জানান যে, আমি জাহেলিয়্যাতের যুগে যিল-মাযাজ বাজারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি, সে সমবেত লোকদের বলছে, হে মানুষ সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا তোমারা অবশ্যই সফল হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পিছনে বিবর্ণ চেহারার একজন লোক লেগে ছিল, সে লোকদের বলছে, লোকটি ধর্মত্যাগী, মিথ্যুক। তোমরা তার কথা শোনো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই যেত, লোকটি তার সাথে সাথে থাকত এবং এ কথা বলে বেড়াত। আমি উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম লোকটি কে? লোকেরা বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবূ লাহাব।[32]

আওস ও খাযরাজের লোকেরাও আরবদের মতো হজ পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসত। আনসারীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ও তার গুণাগুণ দেখে বুঝতে পারল, এ হলো, সে

---

[32] মুসনাদে আহমদ: ৪৯২/৩, ৩৪১/৪, হাদীসটির সনদ হাসান। একই সনদের পক্ষে শাহেদ আছে।

নবী যার প্রতিশ্রুতি ইয়াহূদীরা আমাদেরকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত দিয়ে আসছিল। যার কারণে তারা চাইত তার নিকট গিয়ে তারাই আগে আগে ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা অজ্ঞাত কারণে এ বছর ইসলাম গ্রহণ করল না এবং মদিনায় ফিরে গেল।[33]

নবুওয়াতের এগারতম বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের লোকদের সাথে আলাদা আলাদা বসে তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আকাবায়ে মিনা দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন তার সাথে ইয়াসরবের ছয়জন যুবকের সাথে দেখা হয়, তাদের দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল বিলম্ব না করে তাদের মধ্যে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াত পেয়ে তারা ইসলামের দা'ওয়াতে সাড়া দেয় এবং তার রিসালাতের ওপর ঈমান আনে। তারা নিজেরা ইসলাম কবুল করার পর, তারা ইসলামের দা'ওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে তাদের নিজেদের কওমের নিকট ফিরে যায়। তাদের দা'ওয়াতের বদৌলতে আনসারদের প্রতিটি ঘরে ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার দা'ওয়াতের আলোচনা পৌঁছে যায়।[34]

পরবর্তী বছর ছিল (নবুওয়াতের বারোতম বছর) বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

---

[33] যাদুল মা'আদ ৪৩/৩, ৪৪; তারীখে ইসলামী ১৩৬/২; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২৯; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪৯/৩, ইবন হিশাম ৩১/২।

[34] যাদুল মা'আদ: ৪৫/৩; সীরাতে ইবন হিশাম: ৩৮/২; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪৯/৩; মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী ১৩৭/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব, পৃ. ১৪৫/২; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৩২।

মানুষ আবারো হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করে। ঐ বছর যারা হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করে, তাদের মধ্যে বারোজন আনসারী যুবক ছিল। তাদের পাঁচজন হলো বিগত বছর যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ করেছিল তারা, আর বাকীরা হলো নতুন। তারা সবাই তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মিনায় আকাবার নিকট মিলিত হয় এবং সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে বাই'আত গ্রহণ করে।[35]

উবাদা ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروفٍ، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو لـه كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه» فبايعناه على ذلك»

"একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ পাশে এক জামা'আত সাহাবী বসা ছিল, তখন তিনি সবাইকে বললেন, আসো তোমরা আমার হাতে এ কথার ওপর বাইয়াত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না ব্যভিচার করবে না, তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কাউকে সরাসরি অপবাদ দিবে না। কোনো ভালো কাজের নির্দেশ দিলে তাতে

[35] যাদুল মা'আদ ৪৬, ৪৪/৩; সীরাতে ইবন হিশাম ৩৮/২; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪৯/৩; মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী ১৩৯/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব পৃ. ১৪৫; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৩৯।

তোমরা আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যে আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পালন করবে, তার বিনিময় আল্লাহর নিকট অবধারিত। আর যে আমার নির্দেশ অমান্য করবে এবং তার জন্য তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে তা তার জন্য কাফফারাস্বরূপ। আর যদি কেউ কোনো অপরাধ করে এবং আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখে, তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ। আল্লাহ যদি চায়, তাকে শাস্তি দিবে আর যদি চান, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমরা সমবেত সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এর ওপর বাইয়াত গ্রহণ করি।[36]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত শেষ হওয়ার পর যখন আমরা হজ পালন করে মক্কা থেকে মদিনার দিকে রওয়ানা দিই, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আব ইবন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমাদের সাথে পাঠান, যাতে সে আমাদেরকে ইসলামের আহকাম শিখান এবং আমাদের মধ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। মুসআব ইবন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন। যার ফলে পরবর্তী বছর অর্থাৎ নুবওয়াতের তেরতম বছরে ইয়াসরেব থেকে ৭৩ জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা হজ পালন করতে মক্কায় আসে এবং তাদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এরা মক্কায় গমনের পূর্বেই মক্কায় এসে আকাবায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারা তাদের

---

[36] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: মানাকেবুল আনসার, পরিচ্ছেদ মক্কায় আনসারীদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন: ২১৯/৭, ৩৮৯২। কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: আমাদের হাদীস বর্ণনা করেন আবুল আইমান ১৮।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মক্কায় উপস্থিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে এবং তার সাথে কথা-বার্তা বলে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার হাতে কিসের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন,

«تبايعوني على: السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة، فقاموا إليه فبايعوه»

"তোমরা সচ্ছল ও অসচ্ছল, ব্যস্ত ও অবসর সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে এ কথার ওপর আমার হাতে বাইয়াত কর। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে মানুষকে বারণ করবে এ বিষয়ের ওপর বাইয়াত গ্রহণ কর। আর তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তোমরা আল্লাহর বিষয়ে কোনো সত্য কথা বলতে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। আর আমি যখন তোমাদের নিকট পৌঁছব, তখন তোমরা আমার সাহায্য করবে। আমার থেকে যে কোনো নির্যাতন ও যুলুম তোমরা প্রতিহত করবে। যেমনটি তোমরা তোমাদের নিজেদের স্ত্রী সন্তান ও তোমাদের মাতা-পিতা হতে প্রতিহত করে থাক। আর এ সবের বিনিময়ে তোমরা লাভ করবে জান্নাত।[37] তারপর তারা সবাই তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে।

এ বাইয়াত শেষ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[37] মুসনাদে আহমাদ: ৩২২/৩; বাইহাকী ৯/৯; হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

তাদের মধ্য থেকে বারো জনকে তাদের নেতা বানিয়ে দেন। তারা প্রত্যেকেই তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের ইসলামের দা‘ওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এদের মধ্যে নয়জন ছিল খাযরাজ গোত্রের আর তিনজন ছিলেন আওস গোত্রের। তারপর তারা ইয়াসরবে ফিরে এসে, তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। আল্লাহ তা‘আলা তাদের মাধ্যমেই ইসলামের দা‘ওয়াতকে আরও সু-সংঘটিত করেন।[38]

আকাবার দ্বিতীয় বাই‘আত সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে গেলেন। ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য একটি দারুল ইসলাম বা ইসলামের আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। এ খবরটি মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে মক্কার কাফিরদের ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল এবং তারা মুসলিমদের ওপর তাদের নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে অনেক মুসলিমগণ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছর সফর মাসের ২৬ তারিখে কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার বিষয়ে একমত হলে, আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। রাসূল

---

[38] যাদুল মা‘আদ, ৪৫/৩; সীরাতে ইবন হিশাম ৪৯/২; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৫৮/৩; মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী ১৪২/2 এবং আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৪৩।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুকৌশলে কাফিরদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বীয় বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে বলেন। তারপর তিনি তাকে তার বিছানায় ঘুমিয়ে রেখে, কৌশলে ঘর থেকে বের হয়ে যান। কাফিররা সারা রাত জানালা দিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিছানার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারা মনে করছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শুয়ে আছে। এ ফাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় ঘর থেকে বের হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।[39]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কত বড় হিকমতের অধিকারী, ধৈর্যশীল ও সাহসী ছিলেন, তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো তার হিজরত করা। কারণ, তিনি যখন বুঝতে পারলেন, কুরাইশরা তার দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে, তখন তিনি অপর একটি জায়গার সন্ধান করলেন, যেখানে গিয়ে ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়া যায়। মক্কার কাফিররা তার বিরোধিতা করাতে তিনি কোনো প্রকার হতাশ হন নি। তিনি মদিনার লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেন, যাতে তারা ইসলাম ও মুসলিমের সহযোগিতা করে এবং বহিঃশত্রুর বিরোধিতা ও তাদের নির্যাতন থেকে তাদের হিফাযত করে।

---

[39] যাদুল মা'আদ: ৫৪/৩; সীরাতে ইবন হিশাম ৯৫/২; বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৭৫/৩; মাহমুদ শাকের রহ.-এর তারিখে ইসলামী ১৪৮/২ এবং হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব, পৃ. ১৫৬; আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৩২।

তিনি দু’টি মজলিশে তাদের সাথে এ চুক্তি সম্পন্ন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ দু’টি চুক্তিকে আকাবায়ে উলা ও আকাবায়ে ছানিয়া বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিশ্চিতভাবে দা‘ওয়াতের একটি ক্ষেত্র পেলেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সহযোগিতা করার মতো যোগ্য লোক পেলেন, তখন তিনি তার সাহাবীদের হিজরতের অনুমতি দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে উন্নত কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ফলায়ন করেন নি, তার মধ্যে কোনো প্রকার দুর্বলতা দেখা যায় নি এবং মৃত্যু ভয়েও তিনি আতংকিত হন নি বা পলায়ন করেন নি, বরং উন্নত উপায়ই তিনি অবলম্বন করেন। তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন এটিই হলো দা‘ওয়াতী কাজের সফলতার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি ও হিকমত। যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঘটনা ও জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেত হবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন দা‘ঈদের জন্য আদর্শ ও তাদের ইমাম। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ: উম্মতের সংশোধন করা ও তাদের মানুষরূপে গড়ে তোলার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিকমত ও বুদ্ধি ভিত্তিক অবস্থান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছে দেখেন যে, মদিনার অধিবাসীরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত এবং তারা নানাবিধ বিপরীতমুখী বিশ্বাসে জর্জরিত। তারা তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, তাদের চিন্তা চেতনায় একে অপরের সাথে কোনো প্রকার মিল নেই। তাদের মধ্যে নতুন ও পুরাতন বিভিন্ন ধরনের মতানৈক্য ও মতপার্থক্যের কোনো অভাব ছিল না। কিছু পার্থক্য ছিল এমন যেগুলো তারা নিজেরা আবিষ্কার করে, আর কিছু ছিল যে গুলো তারা তাদের পূর্বসূরিদের থেকে মিরাসি সূত্রে পায়। মদিনার এ দ্বিধাবিভক্ত লোকগুলোকে ইতিহাসের আলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

এক. আওস, খাযরাজ ও মুহাজির মুসলিম।

দুই. আওস ও খাযরাজের মুশরিকরা; যারা ইসলামে প্রবেশ করে নি।

তিন. ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারাও আবার একাধিক গোত্রে বিভক্ত ছিল। যেমন, বনী কাইনুকা; যারা ছিল খাজরায গোত্রের সহযোগী। বনী নাজির ও বনী কুরাইযা; এ দু'টি গোত্র আওস গোত্রের লোকদের সহযোগী ছিল।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল প্রাচীন ও ঐতিহাসিক। জাহেলিয়্যাতের যুগে তারা উভয় গোত্র সব সময় যুদ্ধ বিদ্রোহে লিপ্ত থাকত। যুগ যুগ ধরে তারা সামান্য বিষয়কে

কেন্দ্র করে যুদ্ধ চালাতো। তারা এতই খারাপ ছিল, তাদের অন্তরে সব সময় যুদ্ধের দাবানল জ্বলতে থাকত এবং যুদ্ধ করা ছিল তাদের নেশা।[40] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি তার স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও কৌশল দিয়ে এ সব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সে গুলোকে সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এসব সমস্যা সমাধান, বাস্তব প্রেক্ষাপটকে নিয়ন্ত্রণ করা ও তাদের সবাইকে একটি ফ্লাট ফর্মে দাঁড় করানোর জন্য তিনি নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন।

এক. মসজিদ নির্মাণ করার কাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটি আরম্ভ করেন, তা হলো, মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ। তিনি সবাইকে এ কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেন, যার ফলে সমস্ত মুসলিমগণ এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। তাদের নেতৃত্বে থাকেন তাদের ইমাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এটি ছিল পরস্পর সহযোগিতামূলক ও সম্মিলিতভাবে সম্পাদিত ইসলামের সর্ব প্রথম কাজ। এ কাজের মাধ্যমে সবার মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয় এবং মুসলিমদের কাজের জন্য সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমনের পূর্বে মদিনার প্রতিটি গোত্রের জন্য একটি নির্ধারিত স্থান ছিল, তাতে তারা একত্র হয়ে গান-বাজনা, কিচ্ছ-কাহিনী, কবিতা পাঠ ইত্যাদির

---

[40] বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২১৪/৩; সীরাতে ইবন হিশাম: ১১৪/২; যাদুল মা'আদ ১৫৩/২; আর-রাহীকুল মাখতুম, ১৭১; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: ১৭৪; তারিখে ইসলামী মাহমুদ শাকের ৬২/৩; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, পরিচ্ছেদ: মসিজদ নির্মাণ প্রসঙ্গ, হাদীস নং ৫২৪।

অনুষ্ঠান করত। তাদের এক গোত্র অপর গোত্রের লোকদের নিকট গিয়ে বসত না এবং তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিত না। এতে স্পষ্ট হয় যে, তাদের মধ্যে মত পার্থক্য ও দ্বন্ধ কতই না তীব্র ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদ বানালেন, তা সমগ্র মুসলিমদের জন্য একটি মিলন কেন্দ্রে পরিণত হলো। তারা সবাই সব ধরনের মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একই সময়ে এক সাথে মসজিদে একত্র হত। এ মসজিদেই তারা কোনো কিছু জানার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করত, তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এখান থেকেই সমাধান করতে চেষ্টা করত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবাইকে মসজিদে একত্র করে ইসলাম ও ঈমানের তা'লীম দিতেন, সঠিক পথ দেখাতেন এবং সময় উপযোগী দিক নির্দেশনা দিয়ে তাদের ধন্য করতেন।[41]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে মদিনাবাসী একটি ফ্লাট ফর্মে আসতে আরম্ভ করে, তাদের মধ্যে মিল, মহব্বত ও ভালোবাসার সু-বাতাস বইতে শুরু করে এবং তারা ঐক্যের বন্ধনে একত্র হতে থাকে। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের মধ্যে সুদীর্ঘ কালের জট বাধা ভেদাভেদ ও শত্রুতা ভুলতে থাকে, তৈরি হয় তাদের মধ্যে মিল-মুহব্বত ও মৈত্রী। আর তারা অতীতকে ভুলে চলে আসে একে অপরের কাছাকাছি। তাদের শত্রুতা পরিণত হয় বন্ধুত্বে, তাদের অনৈক্য ও বিবাদ রূপ নেয় ঐক্য ও মমতায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[41] দেখুন: সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের হিজরত, হাদীস নং ৩৯০৬, ২৪০, ২৩৯/৭।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মদিনায় কোনো প্রকার বিভক্তি ও দলাদলি আর অবশিষ্ট থাকল না। জাহেলিয়্যাতের সব অন্ধকার আলোর সন্ধান পেতে আরম্ভ করল। বরং তারা সবাই অতীতকে পিছনে রেখে এখন ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। তারা আর কোনো উপদলে বিভক্ত না থেকে একজনের নেতৃত্বে একত্রিত হলো। আর তিনি হলেন, মানবতার অগ্রদূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি তার প্রভুর পক্ষ থেকে আদেশ নিষেধ গ্রহণ করে উম্মতদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব লাভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা মুসলিমগণ এখন একই কাতারে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে এখন আর কোনো দলাদলি ও রেশারেশি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'লীমের বদৌলতে তাদের অন্তরে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয়। তাদের মধ্যে কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষে ও পরশ্রিকাতরতা অবশিষ্ট রইল না, তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হলো, ঐক্য মজবুত হলো এবং তারা একে অপরের সহযোগী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরিণত হলো।[42]

মসজিদ শুধু মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের স্থান ছিল না, বরং মসজিদ হলো, মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় সমস্যা সমাধানের মূল কেন্দ্র। শিক্ষা, দীক্ষাসহ সবকিছুই এখান থেকেই পরিচালিত হত। সবাই এখানে এসে একত্র হত যাতে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুরনো যত ধরনের বিভেদ ছিল তা আর না থাকে, এখানে এসে তারা তাদের অতীতের সব কিছু ভুলে যায় এবং দীর্ঘকাল থেকে লালিত জাহিলি যুগে তাদের সব

[42] দেখুন: মাহমুদ শাকেরের তারিখুল ইসলাম ১৬২/২; আর-রাহীকুল মাখতুম, ১৭৯।

ধরনের বিরোধ এখানে আসলে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মসজিদই হলো, সমস্ত কার্যক্রম চালানোর প্রশাসনিক ভবন এবং সব ধরনের ফরমান জারির একমাত্র প্রাণ কেন্দ্র। এখানেই সব ধরনের বুদ্ধি পরামর্শ করা হত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত এবং এখান থেকেই তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হত।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই অবস্থান করতেন, তার প্রথম কাজ ছিল মসজিদ নির্মাণ করা, যাতে মুমিনগণ এক জায়গায় একত্র হতে পারে। হিজরতের প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে প্রথম অবস্থান করেন, সেখানেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যে মসজিদটি বর্তমানে মসজিদে কুবা নামে পরিচিত। তারপর কুবা ও মদিনার মাঝামাঝি বনী সালেম ইবন আওফে তিনি অবস্থান করেন। সেখানে তিনি জুমু‘আর সালাত আদায় করে মসজিদের সূচনা করেন। মদিনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার কালক্ষেপন না করে অতি তাড়াতাড়ি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দেন।[43০]

দুই. ইয়াহূদীদের জ্ঞানগর্ভ কথা ও হিকমতের মাধ্যমে ইসলামের দিকে দা‘ওয়াত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় প্রবেশের পর একটি উন্নত জাতি গঠন ও তাদের সংশোধনের লক্ষে আব্দুল্লাহ ইবন সালামের মাধ্যমে ইয়াহূদীদের সাথে যোগাযোগ কায়েম করেন এবং তাদের ইসলামের দিকে দা‘ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। এ কারণে ইসলামের

---

[43] দেখুন: সীরাতে নববীয়াহ শিক্ষা ও উপদেশ, পৃ. ৭৪; ফিকহুস সীরাহ ১৮৯; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: ১৮০।

ইতিহাসে আব্দুল্লাহ ইবন সালামের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের অগ্রযাত্রা ও মুসলিমদের উন্নতির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। তার ইসলামের মাধ্যমে ইয়াহূদীদের মধ্যে ইসলামের প্রতি দূর্বলতা তৈরি হয় এবং মদীনার অন্যান্য লোকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হয়। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ছিল ইয়াহূদীদের মধ্যে বড় আলেম। আগেকার আসমানী কিতাবসমুহে আখেরী নবী সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যৎ বাণী ছিল তা সবই তার জানা ছিল। তাই তার মত এমন একজন লোকের ইসলাম গ্রহণ নিঃসন্দেহে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। আব্দুল্লাহ ইবন সালামের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بلغ عبد اللَّه بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتاه، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [خبرني بهن آنفاً جبريل] قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها[قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأنك رسول اللَّه]، قال: يا رسول اللَّه، إن اليهود قوم بُهْتٌ، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهَتُوني عندك، [فأرسل نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [يا معشر اليهود، ويلكم اتقوا اللَّه فواللَّه الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول اللَّه حقاً، وأني جئتكم بحق، فأسلموا]، قالوا: ما نعلمه، قالوا

للنبي صلى الله عليه وسلم -قالها ثلاث مرات - فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [فأي رجل فيكم عبد اللَّه بن سلام؟] قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، قال: [أفرأيتم إن أسلم؟] قالوا: حاشا للَّه ما كان ليسلم، قال: [أفرأيتم إن أسلم؟] قالوا: حاشا للَّه ما كان ليسلم، قال: [أفرأيتم إن أسلم؟] قالوا: حاشا للَّه ما كان ليسلم، قال: [يا ابن سلام اخرج عليهم]، فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا اللَّه فواللَّه الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول اللَّه، وأنه جاء بحق، فقالوا: كذبت، [شرنا، وابن شرنا]، ووقعوا فيه»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় আগমনের খবর আব্দুল্লাহ ইবন সালামের নিকট পৌঁছলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলে আমি তোমাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব যে তিনটি বিষয়ের উত্তর একমাত্র নবী ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। এক- কিয়ামতের প্রথম আলামত কী? দুই- জান্নাতীদের প্রথম খাবার কী হবে, যা তারা জান্নাতে খাবে? তিন- সন্তান কখনো মায়ের মতো আবার কখনো পিতার মতো হয় -এর কারণ কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, জিবরিল ‘আলাইহিস সালাম একটু আগে আমাকে তোমারা প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে জানালেন, এ কথা শোনে আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বলল, জিবরিল হলো, ফিরিশতাদের মধ্য হতে ইয়াহূদীদের বড় শত্রু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, প্রথম কিয়ামতের আলামত আগুন যা পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মানুষকে এক জায়গায় একত্র করবে। আর জান্নাতীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা। আর বাচ্চাদের মাতা-পিতার সাদৃশ্য হওয়ার বিষয়টি নারী পরুষের মিলনের সময় যদি পুরুষের বীর্য নারীদের বীর্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন বাচ্চা পুরুষের মতো হয়, অন্যথায়

নারীদের মত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর শোনার পর আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ইয়াহূদীরা হলো অকৃতজ্ঞ জাতি। আপনি তাদের আমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম বিষয়ে জানে, তবে তারা আমাকে হেয় করবে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সংবাদ দিয়ে একত্র করলেন এবং তাদের বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! সাবধান তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তোমরা অবশ্যই জান আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আমি তোমাদের নিকট সত্যের পয়গাম নিয়ে এসেছি। তোমরা আমার আনুগত্য কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। তারা সবাই বলল, আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তিনবার জিজ্ঞাসা করেন এবং তারাও তিনবার একই উত্তর দেন। তারপর রাসূল তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা সবাই এক বাক্যে বলল, তিনি আমাদের সরদার এবং সরদারের ছেলে সরদার। আর তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী লোক এবং সর্বাধিক জ্ঞানী লোকের ছেলে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তোমরা তাকে কীভাবে দেখবে? তারা বলল, আল্লাহ তাকে হেফাযত করুক! সে কখনই ইসলাম গ্রহণ করার নয়! তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবন সালাম তুমি ইয়াহূদীদের নিকট বের হয়ে আস! তারপর তিনি বের হয়ে বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, আমি তার শপথ করে বলছি, তোমরা

ভালো করেই জান অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাদের নিকট সত্যের পয়গাম নিয়ে আসছেন। তার কথা শোনে তারা সবাই বলল, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তির ছেলে। তারা তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ দেওয়া আরম্ভ করে।[(44)]

মদীনায় প্রবেশের পর এ ঘটনা ছিল ইয়াহূদীদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম অভিজ্ঞতা।[45]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল হলো, তিনি প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবন সালামকে লুকিয়ে থাকতে বলেন, যাতে তার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার পূর্বেই তাদের থেকে তার মান মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি আদায় করেন। তারপর যখন তারা প্রশংসা করল, তার মান-মর্যাদা তুলে ধরল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বের হয়ে আসতে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সে ভিতর থেকে বের হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের সাক্ষ্য দিল এবং ইয়াহূদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের আগমনের সত্যতা সম্পর্কে যা গোপন করত, তা প্রকাশ করে দেন।

---

[44] সহীহ বুখারী, কিতাব নবীদের বর্ণনা হাদীস নং ৩৯১১ এবং মানাকিবুল আনসার, হাদীস নং ৩৯১১; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২১০/৩।

[45] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২১৪/৩; সীরাতে ইবন হিশাম: ১১৪/২; যাদুল মা‘আদ ১৫৩/2; আর-রাহীকুল মাখতুম, ১৭৫; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: ১৭৫; মাহমুদ শাকেরের তারিখে ইসলামী ১৭৩/২; ইমাম গাযালীর ফিকহুস-সীরাহ, পৃ. ১৯৮।

তিন. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব

মদিনায় হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মসজিদ নির্মাণ ও ইয়াহূদীদের ইসলামের দিকে ডাকতে আরম্ভ করেন, অনুরূপভাবে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছিল সঠিক সমাধান, নবুওয়াতের পরিপূর্ণতা, সুক্ষ্ম কৌশল এবং মুহাম্মাদী হিকমত।[46]

মদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবন মালিকের গৃহে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন। নব্বই জন সাহাবী তার ঘরে একত্রিত হয়; অর্ধেক আনসার আর বাকী অর্ধেক মুহাজির। তাদের সম্পর্ক বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এতই নিবিড় ছিল, একজন মারা গেল তার সম্পত্তিতে অপরজন অংশ পেত। অথচ তার সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, তখন উত্তরাধিকার শুধুমাত্র রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ﴾ [الأنفال:75]

"আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবঙ তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য, আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী"। [সুরা আল-আনফাল, আয়াত: ৭৫]

---

[46] দেখুন: আবূ বকর আল-জাযায়েরির হাযাল হাবীব ইয়া মুহিব্ব, পৃ. ১৭৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন, তা শুধু কাগজের লেখা বা মুখের কথা ছিল না, বরং তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিল তা ছিল তাদের অন্তরের গাঁথা একটি চিরন্তণ বন্ধন, তা ছিল তাদের জান মালের সাথে একাকার ও অভিন্ন। তাদের কথা ও কাজে ছিল একটি চিরন্তন ও স্থায়ী সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। বিপদে-আপদে তারা ছিলেন একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগী। সহীহ বুখারীতে এ বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়:

«آخى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً، فأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدوة ثم جاء يوماً وبه أثر صُفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [مَهْيَم؟، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال: أولِم ولو بشاة»

“আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সা‘দ ইবন রবি রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসম্পর্ক কায়েম ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। তখন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথীকে বলল, আনসারীরা জানে আমি সম্পদের দিক দিয়ে তাদের চেয়ে অধিক সম্পদের অধিকারি। সুতরাং তুমি আমার যাবতীয় সম্পদকে তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে দুই ভাগ করে নাও; অর্ধেক তোমার আর বাকী অর্ধেক আমার। আর আমার দু’টি স্ত্রী আছে তাদের মধ্যে তোমার নিকট যাকে পছন্দ হয়, তার নাম নিয়ে বল, আমি তাকে

তালাক দিয়ে দিব তারপর যখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি তাকে বিবাহ করবে। এসব কথা শোনে আব্দুর রহমান তার সাথীকে বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমার পরিবার ও জান-মালের মধ্যে বরকত দান করুন। তোমাদের বাজার কোথায়? তারা বনী কায়নুকা নামক বাজারের সন্ধান দিলে, সেখান থেকে সে সামান্য পনীর ও ঘি নিয়ে ফিরে আসে। তারপর তারা দুপুরের খাওয়া খায়। এরপর সে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে তার দেহে লাল রং এর আলামত পরিলক্ষিত দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলল, তোমার কী অবস্থা? উত্তরে সে বলল, আমি একজন আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। তখন রাসূল তাকে বলল, এ বিষয়ে তুমি কী খরচ করেছ? সে বলল, একটি খেজুরের আটি পরিমাণ স্বর্ণ। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ওলিমা খাওয়াও! যদি না পার তাহলে কমপক্ষে একটি ছাগল হলেও খাওয়াও"।[47]

চার. হিকমতপূর্ণ তা'লীম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় মুসলিমদের তা'লীম, তরবিয়ত, আত্মার পরিশুদ্ধি ও উত্তম আখলাক শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মুহব্বত ও ভালোবাসার সাথে তাদের ইসলামী শিষ্টাচার ও ইবাদত বন্দেগীর তা'লীম দিতেন।[48]

---

[47] সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার পরিচ্ছেদ: মুহাজির ও আনসারীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন বিষয়, হাদীস নং ৩৭৮০, ৩৭৮১।

[48] আর-রাহীকুল মাখতুম, ১৭৯, ২০৮, ১৮১; মাহমুদ শাকের-এর তারিখে ইসলামী ১৬৫/২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

«يا أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»

“হে মানুষ! তোমরা সালামের প্রসার কর, মেহমানের মেহমানদারী কর, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা সালাত আদায় কর, আর নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর”।[49]

তিনি আরও বলেন,

«لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»

“যার অত্যাচার থেকে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজন নিরাপদ থাকতে পারে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না”।[50]

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»

“সত্যিকার মুসলিম সে ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদে থাকে”।[51] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»

“যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার অপর ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করা পর্যন্ত সে প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না”।[52]

---

[49] তিরমিযী, কিতাব কিয়ামতের বর্ণনা, হাদীস নং ২৪৮৫। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। আর ইবন মাজাহ, কিতাবুল আত'ইমাহ পরিচ্ছেদ: হাদীস নং ১০৮৩/২, ৩২৫১; দারামী ১৫৬/১ এবং আহমদ ১৬৫/১।

[50] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া বিষয়ে, হাদীস নং ৪৬।

[51] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: কোন ইসলাম উত্তম? ৫৪/১; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: بيان تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل হাদীস নং ৪১।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه»

“একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, তার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তি যোগায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলে আঙ্গুল গুলোকে জড়ো করে দেখান।[53] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله وعرضه»

“তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ করো না ধোঁকা দিবে না, হিংসা করবে না এবং দুর্নাম করবে না। আর কারো বেচা-কেনার ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা ও ভাইয়ে পরিণত হও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে কাউকে অপমান করে না। কাউকে ঠকায় না এবং কারো ওপর অত্যাচার করে না। আর তাকওয়া এখানে। এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বক্ষের দিকে তিনবার ইশারা করে। একজন মানুষ নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে

---

[52] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: নিজের জন্য যা ভালোবাসে অপরের জন্য তা ভালোবাসা বিষয়ে, হাদীস নং ১৩, ৫৬/১; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ৬৭/১।

[53] সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত: পরিচ্ছেদ মসজিদে আঙ্গুল ফুটানো বিষয়ে, হাদীস নং ৪৮১; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ: মুমিনদের পরস্পর ভালোবাসা, সহযোগিতা করা ও দয়া করা, হাদীস নং ২৫৮৫।

তার একজন ভাইকে অপমান করা। প্রতিটি মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের রক্তপাত, ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও ইজ্জত সম্মানহানী করা হারাম করা হয়েছে।[54]

«وقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, একজন মুসলিম তার অপর ভাইকে তিন রাতের বেশি ছেড়ে রাখতে পারে না। তারা একে অপরের সাথে মিলিত হলে একজন এদিক আরেকজন অন্যদিক ফিরে থাকে। তাদের উভয়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে আগে সালাম দেয়।[55] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظِروا هذين حتى يصطلحا، انظِروا هذين حتى يصطلحا، انظِروا هذين حتى يصطلحا»

"সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা যেসব বান্দাগণ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে না তাদের ক্ষমা করে দেন। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এমন

---

[54] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ পরিচ্ছেদ: কোনো মুসলিমের ওপর যুলুম করা, তাকে অপমান করা, তাকে ছোট করে দেখা এবং কোনো মুসলিমের জানমাল ও ইজ্জত সম্মান হনন করা হারাম হওয়া বিষয়ে, হাদীস নং ২৫৬৪।

[55] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, পরিচ্ছেদ: ছেড়ে দেওয়া ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث بلا عذر شرعي، অর্থাৎ শর'ঈ কোনো ওযর ব্যতীত কোনো লোকের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক না রাখা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং ২৫৬০।

হয়, তার মধ্যে ও তার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা থাকে, তবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তার ফিরিশতাদের বলেন, তোমরা এ দু’জনকে সুযোগ দাও, যাতে তারা আপোষ করে ফেলে। তোমরা এ দু’জনকে সুযোগ দাও যাতে তারা আপোষ করে ফেলে। তোমরা এ দু’জনকে সুযোগ দাও যাতে তারা আপোষ করে ফেলে”।[56]

«وقال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئٍ لا يُشرك بالله شيئاً إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন আল্লাহ তা‘আলার নিকট সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বান্দার আমলসমূহ পেশ করা হয়ে থাকে, তখন আল্লাহ তা‘আলা যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে তাদের ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয়, তার মধ্যে ও তার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা থাকে, তবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করেন না। তার বিষয়ে বলা হয়, তাকে তোমরা সুযোগ দাও! যাতে তারা আপোষ করে নেয়”।[57]

«وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوماً، فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমার যালিম অথবা মাযলুম ভাই উভয়কে সহযোগিতা কর। একজন জিজ্ঞাসা করে

---

[56] সহীহ বুখারী: ৫৬/১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৫, ১৯৮৭/৪।

[57] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ পরিচ্ছেদ: হিংসা-বিদ্বেষ ও সম্পর্কচ্ছেদ করা নিষেধ হওয়া প্রসংঙ্গে, ১৯৮৭/৪, ৩৬/২৫৬৫।

বলেন, হে আল্লাহর রাসূল মযলুমের সাহায্য করা আমরা বুঝতে পারলাম, কিন্তু যদি যালিম হয়, তাকে কীভাবে সাহায্য করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে তোমরা বিরত রাখবে অথবা তাকে যুলুম করতে বাধা দিবে"।[58]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: [إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمِّته، وإذا مرض فعُده، وإذا مات فاتبعه»

"একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের ওপর ছয়টি দায়িত্ব রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল!? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম দিবে। যখন তোমাকে দা'ওয়াত দিবে, তখন তুমি তার দা'ওয়াতে সাড়া দিবে। যখন তোমার নিকট কোনো উপদেশ চাইবে তখন তুমি তাকে উপদেশ দিবে। আর হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তুমি তার উত্তর দিবে। আর যখন অসুস্থ হবে, তুমি তাকে দেখতে যাবে। আর যখন মারা যাবে, তার জানাজায় শরীক হবে"।[59]

---

[58] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম পরিচ্ছেদ: তোমার ভাই যালিম ও মাযলুকে সাহায্য কর, হাদীস নং ২৪৪৪, ২৪৪১; কিতাবুল ইকরাহ হাদীস ৬৯৫২; সহীহ মুসলিম, তোমার ভাই যালিম ও মযলুমকে সাহায্য কর, হাদীস নং ২৫৮৫।

[59] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, পরিচ্ছে: জানাযায় অংশগ্রহণ করার নির্দেশ প্রসঙ্গে, হাদীস নং ১২৪০; সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাম, পরিচ্ছেদ: এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের হক হলো, সালামের উত্তর দেওয়া বিষয় ১৭০৫/৪।

বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ونهانا عن سبع: [أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي, وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة أو قال: في آنية الفضة وعن المياثر، والقسي، وعن لبس الحرير، والديباج، والإستبرق».

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি আদেশ দেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের রোগীদের দেখতে যাওয়া, জানাজায় শরীক হওয়া, হাঁচির উত্তর দেওয়া, সালামের প্রসার করা, মযলুমের সাহায্য করা, দা'ওয়াতে সাড়া দেওয়া এবং শপথকারীকে দায়মুক্ত করার নির্দেশ দেন। আর তিনি আমাদের স্বর্ণের আংটি পরা, রুপার পাত্রে পান করা, রেশমের পোশাক পরিধান করা, রেশমের নির্মিত বিছানা, রেশমের দ্বারা খচিত কাপড়, দিবাজ ও ইসতাবরাক পরিধান করা হতে নিষেধ করেন"।[60]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أَوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم»

"তোমারা পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না, তোমরা একে অপরকে মহব্বত করবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের সন্ধান দিব, যা পালন করলে তোমরা একে অপরকে মুহব্বত

---

[60] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, পরিচ্ছে: জানাযায় অংশগ্রহণ করার নির্দেশ প্রসঙ্গে, হাদীস নং ১২৩৯, ১১২/৩, ৯৯/৫।

করবে? তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপকতা বৃদ্ধি কর”![61]

«وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইসলামে সর্বোত্তম আমল কোনটি? তখন রাসূল উত্তর দেন, মেহমানের মেহমানদারী করা, তুমি যাকে চিন বা যাকে চিন না সবাইকে সালাম দেওয়া”।[62]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»

“মুমিনদের দৃষ্টান্ত পরস্পরের প্রতি দয়া, নম্রতা ও আন্তরিকতার দিক দিয়ে একটি দেহের মতো। তাদের দেহের একটি অংশ আক্রান্ত হলে, তার সমগ্র অঙ্গ ব্যথা, যন্ত্রণা ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়”।[63]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«من لا يرحَم لا يُرحم»

---

[61] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: জান্নাতে শুধু মুমিনরাই প্রবেশ করবে বিষয়ে, ৭৪/১, হাদীস নং ৫৪

[62] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: খানা খাওয়ানো ইসলাম হওয়া বিষয়ে ৫৫/১,১২; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৯।

[63] সহীহ বুখারী: কিতাবুল আদব পরিচ্ছেদ: মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর ওপর দয়া করা বিষয়ে, ৪৩৮/১০, ৬০১১ ৫৫/১, ১২; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ, পরিচ্ছেদ: মুমিনদের প্রতি দয়া ও নমনীয়তা বিষয়ে, ২০০০/৪, ২৫৮৬।

“যে ব্যক্তি রহম করে না তাকে রহম করা হবে না”।[64]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى»

“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি দয়া করবে না”।[65]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«سباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر»

“মুসলিমদের গালি দেওয়া ফাসেকী, আর কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হলো, কুফুরী”।[66]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লিখিত বাণীসমূহ আনসারীদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি পৌঁছুক বা তারা মুহাজিরদের মাধ্যমে পৌঁছুক, যারা হিজরতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছে, সবই হলো তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিশেষ তা‘লীম ও শিক্ষা। এ ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[64] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব পরিচ্ছেদ: মানুষের প্রতি দয়া ও নমনীয়তা বিষয়ে ৪৩৮/১০, ৬০১৩; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، হাদীস নং ২৩১৯।

[65] সহীহ মুসলিম, ১৮০৯/৪, হাদীস নং ২৩১৯।

[66] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر, হাদীস নং ৪৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী سباب المسلم فسوق وقتاله كفر হাদীস নং ৬৪।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিরন্তন বাণীসমূহ বিশেষ তা'লীম যা তারা তাদের জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে।

এ ছাড়াও আরও অনেক হাদীস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী রয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি তার সাহাবীদের তা'লীম দিতেন, তাদের দান খয়রাত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং দান করার ফযীলত বর্ণনা করতেন, যাতে তাদের অন্তর বিগলিত ও উৎসাহী হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ভিক্ষা করা হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের জন্য ধৈর্যধারণ ও কানায়াত করার গুরুত্ব আলোচনা করতেন। যেসব ইবাদতে অধিক সাওয়াব ও বিনিময় রয়েছে, তার প্রতি তাদের যত্নবান হওয়ার তা'লীম দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমান থেকে অবতীর্ণ অহীর সাথে সম্পৃক্ত করতেন। তিনি নিজে তাদের পড়ে শোনাতেন এবং তাদের থেকে তিনি শুনতেন। যাতে এ শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ওপর দা'ওয়াতের যে দায়িত্ব রয়েছে, তার অনুভূতি জাগ্রত হয়।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করেন এবং তাদের একটি মান-সম্পন্ন জাতিতে পরিণত করেন। যার ফলে তারা কিয়ামত অবধি মানবতার জন্য একটি আদর্শে পরিণত হন। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ইতিহাসে একটি আদর্শবান ও উন্নত মানের মুসলিম সমাজ বিনির্মাণ করতে তিনি সক্ষম হন। সাথে সাথে জাহেলি সমাজের যাবতীয় সমস্যার বিজ্ঞান সম্মত সমাধান তিনি জাতির সামনে পেশ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করে দেখান। ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহেলি সমাজ ব্যবস্থা মানবতার জন্য একটি উন্নত আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী পরিণত হয়। এগুলো সবই হলো, আল্লাহ তা'আলার অপার

অনুগ্রহ তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক প্রচেষ্টার সুফল। যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করবে তাদের উচিৎ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করা এবং তার অনুসৃত পথে চলা।[67]

পাঁচ. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ও ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করা

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করার পর, তিনি তাদের সাথে এমন একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন, যাদ্বারা জাহেলিয়্যাতের সব ধরনের কু-সংস্কার, জাতিগত বৈষম্য, আঞ্চলিকতা, বর্ণ বৈষম্য, ভাষাগত বৈষম্য ও পারস্পরিক বিভেদ দূর হয়ে যায়। জাহেলিয়্যাতের অন্ধানুকরণের দরুন যেসব বিশৃংখলা, অন্যায় ও অনাচার সমাজে সংঘটিত হত, এ ধরনের সব অবকাশ দূর হয়ে যায়। এ চুক্তিতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পরস্পরিক বন্ধন স্থাপন করার সাথে সাথে ইয়াহূদীদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ও মদিনায় তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। উম্মতের সংশোধন ও তাদের ভিত্তি মজবুত করার জন্য এটি ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচেষ্টার স্পষ্ট ফলাফল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে একটি লিপিবদ্ধ চুক্তি করেন, তাতে তিনি ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যে চুক্তি

---

[67] দেখুন: আর-রাহীকুল মাখতুম, ১৮৩।

করেন, তাতে তিনি তাদেরকে তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করেন এবং তাদের পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু শর্তারোপ করেন।[68]

এ চুক্তি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সু-চিন্তিত, সু-কৌশল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিশেষ একটি কৌশলিক বার্তা ও পরিপূর্ণ হিকমত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার সব মুসলিমদের এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। যার ফলে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হলো এবং একটি শক্তিতে পরিণত হলো, ইচ্ছা করলে কেউ এখন আর মদিনায় আক্রমণ চালাতে পারবে না। কেউ মদিনার ওপর আক্রমণ চালাতে চাইলে, এখন তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচটি পদক্ষেপ নেন তা দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহে মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘকালের যে মতপার্থক্য ছিল তা দূর করতে সক্ষম হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা যে পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হলো, মসজিদ নির্মাণ, ইয়াহূদীদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা, মুমিনদের মধ্যে সু-সম্পর্ক কায়েম করা ও তাদের তা'লীম তরবিয়ত দেওয়া এবং অমুসলিমদের সাতে চুক্তি সম্পাদক করা।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর ঐতিহাসিক এ পাচটি পদেক্ষপ ছিল যুগান্তকারী ও সময় উপযোগী। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এসব

---

[68] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২২৪-২২৬/২; যাদুল মা'আদ ৬৫/৩; সীরাতে ইবন হিশাম ১২৩-১১৯/২।

পদক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অতীতের সমস্ত কু-সংস্কার দূর করে দেন, মুসলিমদের অন্তরসমূহকে এক জায়গায় একত্র করে এবং মদিনার অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে অগ্রণি ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়েও বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও তাদের হাত থেকে মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এ কারণে এ সনদটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সনদে পরিণত হয়। এ সনদের কারণেই আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার বিষয়টি মদিনা থেকে সমগ্র দুনিয়াতে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ চুক্তি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সু-চিন্তিত, সু-কৌশল ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিশেষ একটি পরিপূর্ণ হিকমত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার সব মুসলিমদের এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে এ সনদের মাধ্যমে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। যার ফলে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় এবং একটি শক্তিতে পরিণত হয়। অবস্থা এখন এ পর্যায়ে পৌছে যে, ইচ্ছা করলে কেউ এখন আর মদিনায় আক্রমণ চালাতে পারবে না; মদীনায় আক্রমণ চালাতে হলে তাকে ভেবে চিন্তে এগুতে হবে। কেউ মদীনার ওপর আক্রমণ করতে চাইলে, এখন তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচটি পদক্ষেপ নেন তা দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহে মদিনার অধিবাসীদের মধ্যে ঐতিহাসিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের মধ্যে দীর্ঘকালের যে মতপার্থক্য ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ ঐতিহাসিক সনদের মাধ্যমে তা দূর করতে সক্ষম হন।[69]

---

[69] আর-রাহীকুল মাখতুম, ১৭৮, ১৭১,১৮৫; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: ১৭৪, ১৭৬; তারিখে ইসলামী ১৭৩/২; তারিখে ইসলামী ১৬৬/২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

যুদ্ধের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর প্রস্তুতি, সাহসিকতা ও বীরত্বের হিকমত সংক্রান্ত আলোচনা

মদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচেষ্টায় একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পর তা মুসলিমদের জন্য একটি শক্তিশালী ঘাটিতে পরিণত হলো। এ ছাড়াও মদিনা এখন মুসলিমদের জন্য একটি প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানীতে রূপান্তরিত হলো। আর আতঙ্ক হলো তাদের জন্য যারা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে চায় এবং ইসলামী রাজধানীর ক্ষতি চায়। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মদিনা মুসলিমদের জন্য আশ্রয়স্থল ও মিলন কেন্দ্র পরিণত হয়; এখান থেকে ইসলামের শত্রুদের প্রতিহত করার একটি সুযোগ মুসলিমদের তৈরি হয়। এ ধরনের অর্জনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাহে অন্তর দিয়ে ও মুখ দিয়ে কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। দা'ওয়াত, বয়ান, তলোয়ার ও অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে তার নিকট এখন আর কোনো বাধা রইল না। তাই তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে সব ধরনের যুদ্ধ বিদ্রোহ পরিচালনা আরম্ভ করেন। তিনি ৫৬টি সৈন্যদল শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠান এবং তিনি নিজেই সাতাশটি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দেন।[70]

যুদ্ধের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি হিকমতপূর্ণ আচরণ:

---

[70] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৩৯৪৯; সহহি মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার, হাদীস নং ১২৫৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২৪১/৩; যাদুল মা'য়াদ ৫/৩।

এক. বদর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের এ যুদ্ধের ভূমিকা অপরিসীম। এ যুদ্ধ ছিল নিরস্ত্র মুষ্টিময় মুসলিমদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জামাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এ কারণে এ যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করা তাদের মতামত নিয়ে যুদ্ধে নামার গুরুত্ব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনিবার্য বাস্তবতা। তাই এ যুদ্ধে প্রথমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীদের মতামত জানার জন্য মুসলিমদের নিকট পরামর্শ চান। কারণ, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনা অভ্যন্তরে জানমাল ও সন্তানদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন; কিন্তু মদিনার বাইরে তারা তাদের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি ইতোপূর্বে দেন নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুসলিমদের সবাইকে একত্র করে তাদের সবার মতামত জানতে চান। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতাদের সকলকে একত্র করলে, প্রথমে আবুবকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা ধৈর্য সহকারে শোনেন। কিন্তু শুধু তাদের কথার ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট থাকতে না পারায় তিনি আবারো সবার পরামর্শ চাইলেন। তারপর মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা যা করার নির্দেশ দিয়েছে, তা চালিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে আছি। আর আমরা বনী ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামকে যা বলছে, যাও তুমি ও তোমার রব যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব, এ ধরনের কথা আমরা বলব না।

আমরা বলব, যাও তুমি ও তোমার রব যুদ্ধ কর, আমরাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব। আমরা তোমার ডান, বাম, সামনে, পিছনে সবদিক দিয়ে তোমার সাথে যুদ্ধ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো পরামর্শ চাইলে সা'দ ইবন মু'আয তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মনে হয় আমাদের থেকে শুনতে চান এবং আমাদের মতামত জানতে চান। মূলতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকেই শোনতে চাইতে ছিলেন। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলল, আপনি আশংকা করছেন আমরা শুধু মদিনার ভিতরে আপনার সহযোগিতা করবো এবং মদীনার ভিতরেই আপনাদের থেকে প্রতিহত করবো। আমি আনসারীদের পক্ষ থেকে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি যেখানে চান সৈন্য পাঠান, যাকে কাটতে চান বা জোড়া লাগাতে চান আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমাদের সম্পদ থেকে আপনি যা চান নেন, আর যা চান আমাদের দেন। আপনি আমাদের থেকে যা নিলেন, তা আমাদেরকে যা দিলেন তার থেকে অধিক পছন্দনীয়। আপনি আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত দিলে আমাদের সিদ্ধান্ত আপনার সিদ্ধান্তের অনুসারী। আল্লাহর শপথ করে বলছি! যদি আপনি আমাদের নিয়ে গামদান যান আমরা আপনার সাথে থাকবো। আরও শপথ করে বলছি! আপনি যদি আমাদের এ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, আমরা আপনার সাথে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের থেকে একজন লোককেও পিছু হটতে পাবেন না। আগামী দিন আমরা শত্রুর মোকাবেলা করাকে কোনো ক্রমেই অপছন্দ করছি না। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে বিশ্বাসী। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু দেখাবে, যা আপনার চোখকে শীতল করবে। আপনি আমাদের সাথে নিয়ে আল্লাহর

নামের বরকতে আরম্ভ করেন। এ কথা শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা হাস্যজ্জল হয়ে যায়, তার অন্তর খুশি হয়ে যায় এবং কর্ম উদ্যম আরও বেড়ে যায়। তারপর তিনি বলেন,

«سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، ولكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»

"তোমরা চল, আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা আমাকে একটি জামাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে আমি কওমের বড় বড় লোকদের পড়ে থাকার স্থানগুলো দেখে নিচ্ছি"।[71]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত হলো, তিনি শুধু আসবাব বা মাধ্যমের ওপর তাওয়াক্কুল করেন নি, তিনি আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করেন, তবে আসবাব ও মাধ্যমকেও তিনি একেবারে ছেড়ে না দিয়ে তাও অবলম্বন করেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে দেখেন তখন তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আর তার সাথীদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত তেরো জন। এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেবলা মুখ হয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর নিকট কেদে কেদে বলেন,

«اللَّهم أنجز لي ما وعدتني، اللَّهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»

---

[71] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২১৪/৩; সীরাতে ইবন হিশাম: ২৫৩/২; যাদুল মা'আদ ১৭৩/২; আর-রাহীকুল মাখতুম, ২০০; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব: ১৭৫; তারিখে ইসলামী ১৯৪/২।

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছে, তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! মুসলিমদের এ ক্ষুদ্র জামা‘আতটিকে যদি তুমি ধ্বংস কর, তাহলে যমীনে তোমার নাম নেওয়ার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর দরবারে দু’হাত তুলে কান্নাকাটি করতে ছিলেন। কান্নাকাটি করতে করতে তার ঘাড় থেকে চাদর পড়ে গেলে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তাঁর ঘাড়ের উপর চাদরটি উঠিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর সাথে আপনার মোনাজাত যথেষ্ট হয়েছে! তিনি অবশ্যই আপনাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা পূরণ করবেন। তারপর আল্লাহর এ আয়াত নাযিল হয়

﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلۡفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِينَ﴾[الأنفال:9]

“আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করছি”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৯]

আল্লাহ তা‘আলা এ যুদ্ধে ফিরিশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য করেন।[72]

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা থেকে এ কথা বলতে বলতে বের হন,

---

[72] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৫২; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৬৩; আর-রাহীকুল মাখতুম, ২০৮।

﴿سَيُهۡزَمُ ٱلۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر:45]

“সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে”। [সূরা আল-কামার, আয়াত: ৪৫][73]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু দো‘আ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না তিনি বীরত্বের সাথে কাফিরদের মোকাবেলা করেন। যেভাবে তিনি দো‘আ করতে গিয়ে নাছোঁড় বান্দা ছিলেন যুদ্ধেও তার অবস্থা ছিল তাই। তার সাথে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন, তারা উভয়ে এক দিকে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটিতে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন অনুরুপভাবে তারা উভয়ে যুদ্ধের ময়দানেও ছিলেন সবার অগ্রভাগে। তারা উভয়ে যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের সাহস যোগাতে থাকেন তাদের যুদ্ধের ময়দানে উৎসাহ প্রদান করতে থাকেন। তারা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে স্ব-শরীরে যুদ্ধ করতে থাকেন।

আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

«لقد رأَيْتُنَا يوم بدر، ونحن نلوذ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً[74]».

“বদরের দিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতাম তখন আমরা তাকে দেখতে পেতাম সে আমাদের চেয়েও শত্রুর মোকাবেলায় অধিক অগ্রসর। আর তিনি সেদিন আমাদের মধ্য হতে সর্বাধিক আঘাত প্রাপ্ত ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[73] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৫৩।

[74] আহমাদ ৮৬/১; হাকিম ১৪৩/২।

«كنا إذا حمي البأس، ولقي القومُ القومَ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحدنا أدنى إلى القوم منه»

“আমরা যখন আঘাতপ্রাপ্ত হতাম এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলত, তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতাম বাঁচার জন্য, তখন আমরা দেখতাম তিনি আমাদের চাইতে আরও বেশি আক্রান্ত।[75]

দুই. উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যাগ ও বীরত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধেও অত্যন্ত সাহসিকতা ও ধৈর্যের পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে তার স্বজাতি লোকেরা তাকে যে কষ্ট দেয় তার ওপর তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে প্রথমে বিজয় মুসলিমদের হাতে ছিল, মুশরিকরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এমনকি তারা পালাতে পালাতে তাদের নারীদের নিকট পৌছে যায়। এ দিকে মুসলিম তীরান্দাজরা যখন তাদের পরাজয় দেখতে পেল তারা (মুসলিমগণ) মনে করছিল, কাফিররা আর ফেরত আসবে না। তাই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামযে স্থানের হিফাযত করার নির্দেশ দিয়েছিন তা রক্ষার করার চিন্তা বাদ দিয়ে স্থান ত্যাগ করে। তারা মনে করছিল মুশরিকরা আর ফিরে আসবে না। তাই তারা গণিমতের মালামাল একত্র করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাহাড়ের পাহারা ছেড়ে দেয়। মুশরিকরা যখন দেখতে পেল, মুসলিমদের নিরাপত্তা বেষ্টনী এখন আর নেই এবং তীরান্দাজ যোদ্ধারা পাহাড় থেকে গিয়ে গণিমতের মালামাল একত্র

---

[75] হাকিম ১৪৩/২; বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ২৭৯/২; আল্লামা ইবন কাসীর নাসাঈর দিক নিসবত করেন।

করতে ময়দানে নেমে গেছে। তাই তারা কোনো প্রকার কাল ক্ষেপন না করে, ফিরে এসে মুসলিমদের ঘেরাও করে ফেলল এবং তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। ফলে এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সত্তরজন সাহাবীকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন। মুশরিকরা আক্রমণ করতে করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তারা তার চেহারাকে আঘাত করল, তার চারটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলল, তার মাথার ওপর আঘাত হানল। কতক সাহাবী জীবন বাজি রেখে তার থেকে শত্রুর আঘাত প্রতিহত করল। [76]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে কুরাইশের দুই এবং আনসারের সাতজন লোক ছিল। যখন মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তীর মারতে ছিল এবং নিকটে পৌঁছে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة[، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضاً فقال:]من يردهم عنا وله الجنة،[فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: [ما أنصفنا أصحابنا»

“যে আমার থেকে তাদের প্রতিহত করবে তার জন্য অবশ্যই জান্নাত অথবা জান্নাতে সে আমার সাথী হয়ে থাকবে। এ কথা শোনে একজন আনসারী সাহাবী সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। তারপর তারা আবারো তীর নিক্ষেপ করতে থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার থেকে তাদের প্রতিহত

---

[76] দেখুন: যাদুল মা'আদ ১৯৬/৩; আর-রাহীকুল মাখতুম, ২৫৫।

করবে তার জন্য অবশ্যই জান্নাত অথবা জান্নাতে সে আমার সাথী হবে। এ কথা শোনে অপর একজন আনসারী সাহাবী সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে অবশেষে সেও শহীদ হয়। তারপর তারা আবারো তীর নিক্ষেপ করতে থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার থেকে তাদের প্রতিহত করবে তার জন্য অবশ্যই জান্নাত অথবা জান্নাতে সে আমার সাথী হবে।[77] এ কথা শোনে একজন আনসারী সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে সেও শহীদ হয়। তারপর তারা আবারো তীর নিক্ষেপ করতে থাকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার থেকে তাদের প্রতিহত করবে সে অবশ্যই জান্নাতী অথবা জান্নাতে সে আমার সাথী হবে। এভাবে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সাতজন সাহাবী শহীদ হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই সাথীকে বলল, আমাদের সাথীরা আমাদের সাথে যে কাজটি করেছে তা মোটেই ঠিক করে নি।

আর যখন মুসলিমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে একটি দুর্গে একত্র হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবন খালফ তার একটি ঘোড়ার আরোহণ অবস্থায় পাহাড়ের প্রান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে বলল, মুহাম্মাদ কোথায়? সে যদি নাজাত পায়, তা হলে আমার কোনো নাজাত নেই। তার কথা শোনে লোকেরা বলল, আমাদের কেউ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। তারপর যখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্রমণের জন্য সামনের দিক অগ্রসর হচ্ছিল, রাসূল

---

[77] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৮৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেস ইবন সাম্মাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি লাটি নিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারল। এতেই উবাই ইবন খালফের অবস্থা খারাব হয়ে গেল। সে যখন তার স্বজাতির নিকট ফিরে যায় তখন সে বলে আল্লাহর শপথ! আমাকে মুহাম্মাদ হত্যা করে ফেলছে। তখন তারা তাকে বলল, তুমি খামাখা ভয় পাচ্ছ! আমরা তোমার মধ্যে কোনো আঘাতই দেখতে পাচ্ছি না। তখন সে বলে, মুহাম্মাদ মক্কা থাকা অবস্থায় একদিন আমাকে হত্যা করবে বলছিল, আল্লাহর কসম করে বলছি, সে যদি আমার দিকে একটু থু থু ও নিক্ষেপ করে আমার মৃত্যুর জন্য তাই যথেষ্ট হবে। তারপর আল্লাহ এ শত্রুটি মক্কা থেকে ফেরার পথে সারাফ নামক স্থানে মারা যায়।[78]

সাহাল ইবন সা‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে,

«جُرِحَ وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكُسِرَت رباعيته، وهُشِمَت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة – عليها السلام – تغسل الدم، وعليٌّ يمسك، فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً، ثم ألزقته فاستمسك الدم.»

“উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক জখম হয়, তার রুবা‘য়ী দাঁত ভেঙে যায় এবং তার মাথায় তীর আঘাত হানে। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর মাথা থেকে প্রবহমান রক্ত ধুইছিল, আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করছিল; তিনি যখন দেখতে পেলেন কোনোভাবেই রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না তখন

---

[78] বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩২/৪; যাদুল মা‘আদ ১৯৯/৩; আর-রাহীকুল মাখতুম, ২৬৩; তাবারী ৬৭/২ ফিকহুস সীরাহ ২২৬।

সে একটি চাটাই নিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে ছাই বানায় এবং সেগুলোকে ক্ষত স্থানে মালিশ করার পর তার রক্ত বন্ধ হয়”।[79]

এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনের জন্য কাফির মুশরিকদের পক্ষ থেকে কষ্ট, নির্যাতন ও যুলুম সইতে হয়। তারপরও তিনি তার স্বজাতির বিরুদ্ধে কোনো দিন বদ-দোয়া করেন নি বরং তাদের জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কারণ, তারাতো জানে না।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসূদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول:]اللَّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

“আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে থাকলে তাকে দেখি তিনি আগেকার আমলের একজন নবীর বর্ণনা দেন যে, তার গোত্রের লোকেরা তাকে মেরে রক্তাক্ত করছে, আর সে তার চেহারা হতে রক্ত মুছছে। (এত নির্যাতন সত্বেও সে তার জাতির বিপক্ষে কোনো বদ-দো‘আ করে নি।) সে বলছে, হে আল্লাহ আপনি আমার কাওমের লোকদের ক্ষমা করে দেন! কারণ, তারা বুঝে না”।[80]

নবীরা তাদের উম্মতদের দা‘ওয়াত দিতে গিয়ে তাদের থেকে যেসব যুলুম নির্যাতনের স্বীকার হন তার ওপর ধৈর্যধারণ করা এবং সহনশীলতার পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনো দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া

---

[79] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ২৯১১; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৯০।

[80] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩৪৭৭; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৯২।

যাবে না। বিশেষ করে সমগ্র নবীদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তারা শুধু ধৈর্যধারণই করেন নি, বরং তারা তাদের ক্ষমা করে দিতেন তাদের জন্য হিদায়েত ও মাগফিরাতের দো‘আ করতেন। তাদের অপরাধকে এ বলে ক্ষমা করে দিতেন যে তারা জানে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন,

«اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রুবা‘য়ী দাঁতের দিকে ইশারা করে বলেন, যে জাতি তাদের নবীর সাথে এ ধরনের আচরণ করে, তাদের ওপর আল্লাহর ‘আযাব অবধারিত। আর যাকে আল্লাহর রাহে কোনো নবী বা রাসূল হত্যা করে তার ওপর আল্লাহর আযাব অবধারিত”।[81]

উহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আঘাত পেয়েছেন এবং যুলুম নির্যাতনের ওপর যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন, আল্লাহর পথের দা‘ঈদের জন্য তা আজীবন আদর্শ হয়ে থাকবে। যারা আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দিতে গিয়ে জেল-যুলুম, দৈহিক নির্যাতন, দেশান্তর হওয়া এবং সর্বশেষ তাদের জীবন কেড়ে নেওয়া ইত্যাদির স্বীকার হয়ে থাকে তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো উত্তম আদর্শ।

---

[81] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪০৭৩; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৩৯।

কারণ, তাকে অনুরূপ অনেক কষ্টই দেওয়া হয়েছে। আর তিনি তাতে ধৈর্য ধরেছেন।

তিন. হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত ও সাহসিকতা

হুনাইনের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব ও সাহসিকতার বদৌলতে এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় নিশ্চিত হয়। অন্যথায় মুসলিমগণ এ যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে আসতে হত। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুসলিমগণ প্রথম অবস্থায় পিছু হটে পড়ে এবং দুর্বল ও কতক নতুন ইসলাম গ্রহণকারী কিছু নও মুসলিম পলায়ন করতে শুরু করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মুহূর্তে কোনো প্রকার ভয় না করে তিনি তার গাধাটিকে নিয়ে কাফিরদের মোকাবেলায় সামনের দিক অগ্রসর হতে থাকে। তারপর তিনি তার চাচা আব্বাসকে বলেন,

«أي عباس، ناد أصحاب السمرة فقال عباس: - وكان رجلاً صيتاً - فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فواللَّه لكأن عَطْفَتهم حين سمعوا صوتي عَطْفَة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك، يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار... فنظر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس» (82).

“হে আব্বাস! তুমি সামুরাবাসীদের উচ্চস্বরে ডাক দাও! আব্বাস

82 সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৭৫।

রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ যুগে সবচেয়ে অধিক কণ্ঠস্বরী ছিলেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক উচ্চ আওয়াজে বললাম, হে আসহাবে সামুরা! তোমরা কোথায়? আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার আওয়াজ শোনার পর গরুর বাছুর যেমন দড়ি ছেড়ে দিলে তার মায়ের নিকট দৌড়ে আসে ঠিক অনুরূপ يا لبيك، يا لبيك বলে সমগ্র সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে দৌড়ে আসে। তারপর তারা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বীয় গাধায় আরোহণ অবস্থায় একজন বীর পুরুষের মতো তাদের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, الآن حمي الوطيس। হুনাইনের যুদ্ধের নাজুক পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। আজ পর্যন্ত এ ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতা কোনো সেনাপতি, নেতা ও বীর বাহাদুর দেখাতে পারে নি।[83]

বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক লোক জিজ্ঞাসা করে বলল, হে আবূ উমারা তুমি হুনাইনের যুদ্ধের দিন পলায়ন করেছিলে? উত্তরে তিনি বলেন, না, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন পিছু হটেন নি এবং কোনো মুসলিম সেদিন পলায়ন করেন নি। তবে যুবক ও তাড়াহুড়াকারী কিছু মুসলিম তাদের নিকট কোনো অস্ত্র না থাকাতে বা অস্ত্রের পরিমাণ কম

---

[83] দেখুন: আর-রাহীকুল মাখতুম, ৪০১; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব, ৪০৮।

হওয়াতে তারা কিছুটা পিছু হটে। তারপর তারা একটি তীরন্দাজ সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে মোকাবেলা করে, তারা তাদের তীর নিক্ষেপ করতে থাকলে অবস্থা এমন দাঁড়ালো তাদের তীর যেন নিশানা ভুল করছিল না। পরে তাদের নিকট অবস্থা প্রকাশ পেলে সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জড়ো হয়ে থাকে। তখন আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারেস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাধার রশি টেনে ধরে থাকে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন,

أنا النبي لا كذب

أنا ابن عبد المطلب

اللَّهم نزِّل نصرك

"আমি সত্যিকার নবী তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরী। হে আল্লাহ! তুমি তোমার সাহায্য নাযিল কর"।[84]

সহীহ মুসলিমে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

«مررت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهزماً، وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعاً. فلما غشوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: شاهت الوجوه، فما خلق اللَّه منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم اللَّه، وقسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين»

---

[84] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৭৬; সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৯৩০।

“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরাভূত অবস্থায় অতিক্রম করি। তখন তিনি তার ‘শাহবাহ‘ গাধাটির উপর ছিল। আমাকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল, আজ ইবনুল আকওয়া ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে। তারপর যখন সাহাবীগণ তাকে ঘেরাও করে ফেলল, তখন তিনি তার গাধা থেকে নেমে যমীন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিলো। তারপর তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করে বলে, তোমাদের চেহারা আক্রান্ত হোক। তারপর আল্লাহ এমন কোনো চেহারা সৃষ্টি করেন নি যার চেহারা মাটির কারণে আক্রান্ত হয় নি। তারপর কাফিররা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে গণিমতের মালামাল বণ্টন করেন”।[85]

উলামাগণ বলেন, যুদ্ধের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের গাধার উপর আরোহণ করা ছিল তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এ ছাড়াও তিনি ঐ সময় মানুষের জন্য আশ্রয়স্থল ছিলেন। যার কারণে সবাই দৌড়ে তার দিকেই ছুটে আসে। তার সাহসিকতা ও বীরত্বের আরও প্রমাণ হলো, তিনি এ নাজুক পরিস্থিতিতে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অথচ তখন লোকেরা তাকে ছেড়ে পলায়ন করতেছিল। আর যখন তারা তাকে বেষ্টন করে ফেলল, তখন তিনি তার আরোহণ থেকে নেমে আসা তার অধিক সাহসিকতারই দৃষ্টান্ত। কেউ কেউ বলেন, তিনি তখন যমীনে নেমে আসে যে মুসলিম যমীনে ছিল তাদের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করার জন্য ছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সাহসিকতা ও বীরত্বের

---

[85] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৭৭।

প্রমাণ রেখেছেন; ইতিহাসে এর আর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তার বীরত্বের বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরেন।[86]

চার. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত ও সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশের আরেকটি নমুনা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قِبَلَ الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول: [لم تراعوا، لم تراعوا]، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحراً، أو إنه لبحر»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সুন্দর, দানশীল ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। একবার রাতে মদিনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে লোকেরা ঘুম থেকে উঠে যেখানে চিৎকার শোনা যাচ্ছে সেদিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সবার আগে সেখানে আবূ তালহার একটি ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে গলায় একটি তলোয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত। ঘোড়াটির কোনো চাদর বা জ্বীনপোশ ছিল না। তিনি সেখানে লোকদের ডেকে ডেকে বলছিল لم تراعوا، لم تراعوا। তোমরা ঘাবড়াবে না, তোমরা

---

[86] দেখুন: নববীর শরহে মুসলিম ১১৪/১২।

ঘাবড়াবে না।[87] অতঃপর সে বলল, আমি তাকে পেলাম সমুদ্র অথবা তিনি একটি সমুদ্র।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে এ ধরনের ঘটনা আরও অনেক আছে, যা এখানে আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে এ ধরনের ঘটনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দুনিয়ার সব মানুষের তুলনায় একজন সাহসী বীর পুরুষ। তাঁর মতো সাহসী ও বাহাদূর ব্যক্তি ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। এটি শুধু মুখের কথা নয়, বরং দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যত বীর বাহাদুর ও সাহসী লোক অতিবাহিত হয়েছে, তারা এ বিষয়ে সাক্ষী দিয়ে গেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।[88]

বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم»

“যখন কোনো বিপদ আমাদের ঘিরে ফেলত, তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মধ্যে সাহসী ব্যক্তি সেই হত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমপর্যায়ের হত”।[89]

পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন.

«كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس..».

---

[87] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল।

[88] মুসনাদে আহমাদ ৮৬/১; হাকিম ১৪৩/২।

[89] সহীহ মুসলিম ১৪০১/৩।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সুন্দর, দানশীল ও সাহসী পুরুষ ছিলেন...”।

উপরে যেসব দৃষ্টান্ত আলোচনা করা হয়েছে, তা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের মনোবল-সাহসিকতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা বিষয়ে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আমরা এখানে তার জীবনী থেকে একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করব। এ একটি ঘটনাই হাজারের বেশি ঘটনা আলোচনার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সুহাইল ইবন আমরের হঠকারীতা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন بسم الله الرحمن الرحيم লিখতে চাইলেন, তখন সে বাধা দিলে তা পরিবর্তন করে بسمك اللَّهم লিখেন। অনুরূপভাবে محمد رسول الله এর পরিবর্তে محمد بن عبد الله লিখেন। এ ছাড়াও সুহাইল ইবন আমর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যত ধরনের শর্তারোপ করেছিল। যেমন, মক্কা থেকে কোনো একজন লোকও যদি মদীনায় পালিয়ে আসে যদিও সে ইসলাম গ্রহণ করে তাকে অবশ্যই মক্কায় কাফিরদের নিকট ফেরৎ পাঠাতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের বিপক্ষে দেওয়া সব শর্তই কোনো প্রকার আপত্তি না তুলে মেনে নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবস্থা দেখে মুসলিমগণ ক্রোধে ও ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের বাইরে তাদের কিছু করার ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবে সয়ে গেলেন এবং ধৈর্যধারণ করলেন। আল্লাহর কি কুদরত! অতি নিকটেই কিছুদিন যেতে না যেতে মুসলিমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যের ফলাফল দেখতে পেল। এ চুক্তি মেনে নেওয়াতে মুসলিমদের বিজয়

নিশ্চিত হলো। আল্লাহ তা'আলা এ সন্ধিকে মুসলিমদের জন্য প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করলেন।[90]

উপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহসিকতা বাহাদূরী অটল অবিচলতার ও ধৈর্যের যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হলো, এগুলো সবই হলো তার ঘটনা সম্বলিত জীবন সমুদ্রের কয়েকটি ফোটা মাত্র। অন্যথায় তার জীবনের সব ঘটনা উল্লেখ করতে হলে বড় বড় বই লিখে তার কোনো কিনারায় পৌঁছা যাবে না। আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারই অনুকরণ করি এবং তার আদর্শকে সমুন্নত রাখি। তাহলে আমাদের জন্য দুনিয়াও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। বিশেষ করে আমরা যারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করি তারা যেন তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও তার অনুসৃত পথ থেকে বিন্দু পরিমাণও এদিক সেদিক না হাটি। অন্যথায় আমাদের শত চেষ্টা ও আন্দোলন কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾ [الأحزاب:21]

"তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহর ও আখিরাতের আশা করে এবং বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করে"। [সুরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

---

[90] দেখুন: সহীহ বুখারী, মায়াল ফাতহ ৩২৯/৫, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২; মুসনাদে আহমদ ৩৩১-৩২৮/৪; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব ৫৩২।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে তার রাসূলের অনুকরণ করা ও তার সুন্নাতের বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়ার তাওফীক দান করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যক্তি-পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা‘ওয়াত দেওয়ার হিকমত ও কৌশল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির সর্বাধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তিনি মানুষের সাথে কখনোই কোনো খারাপ ব্যবহার করেন নি। তিনি সব সময় বিনম্র আচরণ ও ভালো ব্যবহার করতেন, যাতে তারা ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। ক্ষমা করা ছিল তার অন্যতম গুণ। মানুষের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট দেওয়া হলে, তার ওপর তিনি ধৈর্যধারণ করতেন এবং উত্তম ব্যবহার দ্বারা তা মোকাবেলা করতেন। তিনি কখনোই কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা, দানশীলতা, নম্রতা, ভদ্রতা, ইনসাফ, ধৈর্য ও সহনশীলতা কেমন ছিল, নিম্নের কয়েকটি আলোচনা দ্বারা কিছুটা হলেও ফুটে উঠবে।

এক. ইয়ামামার অধিবাসীদের সরদার ছুমামা ইবন আছাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيلاً قِبَلَ نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال لـه ثمامة بن أُثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: [ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: [ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول اللَّه

صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: [ماذا عندك يا ثمامة؟] فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [أطلقوا ثمامة], فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: <أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا محمد! واللَّه ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه كلها إليَّ، واللَّه ما كان من دين أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينك أحبَّ الدين كله إليَّ، واللَّه ما كان من بلد أبغض إليَّ من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليَّ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال لـه قائل: أصبوت؟ فقال: [لا واللَّه]، ولكني أسلمت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا واللَّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم».

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদের দিকে একটি জামা‘আত পাঠালে তারা ইয়ামামার অধিবাসীদের সরদার ছুমামা ইবন আছাল নামে এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসে এবং মসজিদের খুঁটির সাথে বেধে রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে ছুমামা তোমার কী বলার আছে? তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট কল্যাণ রয়েছে। যদি তুমি হত্যা কর তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে হত্যাযোগ্য। আর যদি পুরস্কৃত কর তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবে, যে তোমার পুরস্কারের প্রতিদান দিবে। আর যদি তুমি সম্পদ চাও তাহলে বল, তোমাকে তা দেওয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোনো প্রতি উত্তর না করে আগামী দিন পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেন। পরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে ছুমামা তোমার কী বলার আছে?

তখন সে বলল, আমি তোমাকে যা বলছি! যদি তুমি হত্যা কর, তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যে হত্যাযোগ্য। আর যদি পুরস্কৃত কর তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবে, যে তোমার পুরস্কারের প্রতিদান দিবে। আর যদি তুমি সম্পদ চাও তাহলে বল, তোমাকে তা দেওয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোনো প্রতি উত্তর না করে আবারো তাকে পরের দিন পর্যন্ত সুযোগ দেন। পরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে ছুমামা তোমার কী বলার আছে? সে বলল, আমি যা বলছি! যদি তুমি হত্যা কর, তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যে হত্যাযোগ্য। আর যদি পুরস্কৃত কর, তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবে, যে তোমার পুরস্কারের প্রতিদান দিবে। আর যদি তুমি সম্পদ চাও তাহলে বল, তোমাকে তা দেওয়া হবে।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ছুমামাকে ছেড়ে দাও। ছুমামাকে ছেড়ে দিলে সে মসজিদের নিকটে একটি বাগানে গিয়ে গোসল করে, তারপর মসজিদে প্রবেশ করে এবং বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, আর আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট তোমার চেহারার চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো চেহারা যমীনে ছিল না, আর এখন আমার নিকট তোমার চেহারা সমগ্র চেহারার চেয়ে প্রিয় চেহারায় পরিণত হয়েছে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার দীনের চেয়ে ঘৃণিত আর কোনো দীন ছিল না। আর এখন আমার নিকট তোমার দীন সবচেয়ে বেশি প্রিয় দীনে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমার নিকট তোমার শহর ছিল সবচেয়ে ঘৃণিত, আর এখন আমার

তোমার এ শহর সবচেয়ে প্রিয় শহরে পরিণত হয়েছে। আর তোমার জামা'আত আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে, আমি ওমরা করতে চাই তুমি আমাকে কি পরামর্শ দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সু-সংবাদ দেন এবং উমরা করার আদেশ দেন। সে যখন মক্কায় গমন করে, একজন তাকে বলল, তুমি দীনছুট হলে? সে বলল, না আল্লাহর শপথ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইয়ামামার একটি গমের বীজও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া এদিক সেদিক করা হবে না"।[91]

তারপর সে ইয়ামামার দিকে চলে যায় এবং সেখান থেকে তিনি মক্কার দিকে কোনো কিছু বহন করতে নিষেধ করেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চিঠি লিখেন তুমি আমাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক ঠিক রাখার নির্দেশ দাও, অথচ তুমি নিজে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছেদ কর। তুমি আমাদের বাপ-দাদাদের তলোয়ার দ্বারা হত্যা করছ! আর আমাদের ছেলে সন্তানদের ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছ! এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামার নিকট লিখেন যে, সে যেন তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়।[92] আল্লামা ইবন হাজার রহ. উল্লেখ করেন যে, ইবন মান্দাহ স্বীয় সনদে ছুমামা ইবনুল আসালের ইসলাম গ্রহণ, তারপর ইয়ামামার দিকে ফিরে যাওয়া, কুরাইশদের প্রতিহত করা ইত্যাদি দীর্ঘ ঘটনা ও আল্লাহ তা'আলার বাণী

---

[91] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪৩৭২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৬৪।

[92] সীরাতে ইবন হিশাম ৩১৭/৪; ফাতহুল বারী ৮৮/৮।

﴿وَلَقَدۡ أَخَذۡنَٰهُم بِٱلۡعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ [المؤمنون:76]

"আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তবুও তারা তাদের রবের কাছে নত হয় নি এবং বিনীত প্রার্থনাও করে না"। [সুরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৭৬] নাযিল হওয়ার ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, আহলে ইয়ামামা যখন মুরতাদ হয়ে যায় তখন ছুমামা মুরতাদ হয় নি। সে ইসলামের ওপর অটল অবিচল থাকে। তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে 'আলা ইবন হাযরামীর দলভুক্ত হন এবং তাদের সাথে একত্র হয়ে বাহরাইনের অধিবাসীদের যারা মুরতাদ হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের হত্যা করেন।[93]

আল্লাহু আকবর! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমত কতই না মহান ছিল! এবং তিনি কতই না মহত্বের অধিকারী ছিলেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার ও আখলাক দ্বারা মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করত। যাদের থেকে ইসলামের আশা করত, তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করত। বিশেষ করে যারা কোনো গোত্রের সরদার, যাদের আওতায় অনেক লোক রয়েছে, তাদের ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা আরও অনেক লোক ইসলাম কবুল করবে, তাদের সাথে তিনি অত্যন্ত সর্তকতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতেন।

একজন দা'ঈর জন্য উচিৎ হলো, সে অপরাধীর ক্ষমা করার বিষয়টি প্রতিশোধ নেওয়া হতে বড় করে দেখবে। কারণ, এখানে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার দিকে দয়া ও ক্ষমার হাত প্রসার করল, মুহূর্তের মধ্যে ছুমামা যে জিনিসটিকে ঘৃণা

[93] দেখুন: আল-ইসাবাহ ২০৩/১।

করত, তা তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তুতে পরিণত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা ছুমামার জীবনে অসাধারণ পরিবর্তন আনল। তিনি শুধু ইসলামই গ্রহণ করেন নি, তবে তিনি নিজে ইসলামের ওপর আমরণ অটল অবিচল থাকলেন এবং ইসলামের একজন দা'ঈতে পরিণত হলেন।[94]

দুই. যে বেদুঈন লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

জাবের ইবন আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন,

«غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نجد، فأدركنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، فنزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [إن رجلاً أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتاً في يده، فقال لي، من يمنعك مني؟ قال: قلت: اللَّه، ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: اللَّه، قال: فشام السيف، فهاهو ذا جالس]، ثم لم يعرض لـه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم»

“আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে যুদ্ধ করতে গেলে, রাসূল আমাদের বাগান বিশিষ্ট একটি উপত্যকার সন্ধান করে দেন। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে অবতরণ করেন এবং তার তলোয়ারটি গাছের একটি ডালের সাথে

---

[94] ফাতহুল বারী ৮৮/৮; শরহে নববী লিল মুসলিম, ৮৯/১২।

ঝুলিয়ে রাখেন। সবাই বিভিন্ন গাছের তলে ছায়া নিতে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল বর্ণনা দেন যে, এক লোক আমাকে ঘুমের মধ্যে আমার নিকট এসে আমার তলোয়ারটি হাতে নেয়। আমি সাথে সাথে ঘুম থেকে জেগে দেখি লোকটি আমার মাথার উপর দাঁড়ানো। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না! শুধু দেখতে পেলাম যে, আমার তলোয়ারটি তার হাতে ঝুলছে। তারপর সে আমাকে বলে, তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে আল্লাহ বাঁচাবে। লোকটি দ্বিতীয়বার বলল, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম আল্লাহ!। তারপর তলোয়ারটি তার হাত থেকে পড়ে গেল। আর লোকটি বসা অবস্থায় রয়ে গেল। (লোকটির হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে তলোয়ারটি তুলে নিয়ে তাকে হত্যা করতে পারত। কিন্তু তিনি করেন নি) তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই বললেন না"।[95]

আল্লাহু আকবর! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক কতই না মহান ও উন্নত। তার অন্তর কত বড় ও প্রশস্থ। একজন লোক তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার হাত থেকে রক্ষা করার পর যখন উল্টো আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে ক্ষমতা দেন; ইচ্ছা করলে তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। কিন্তু না, তিনি তাকে হত্যা না করে তাকে

---

[95] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হদীস নং ২৯১০; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হদীস নং ৮৪৩; আহমদ ৩১১/৩; আহমদ ৩৬৪/৩, ৩১১/৩।

ক্ষমা করে দেন! একেই বলা হয়, খুলুকে আযীম বা মহান চরিত্র। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে কুরআনে করীমে বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾ [القلم:4]

"আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী"। [সূরা আল-ক্বালম, আয়াত: ৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ চরিত্রের প্রভাব লোকটির জীবনে বিপ্লবী পরিবর্তন আনে। লোকটি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের একজন দা'ঈ হয়ে যায় এবং তার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় নেয়।[96]

তিন. ইয়াহূদীদের একজন বড় জ্ঞানী যায়েদ ইবন সায়ানার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব হলো, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিতেন, ক্রোধের সময় তিনি ধৈর্যশীল ও সহনশীল থাকতেন। কেউ অপরাধ করলে তার প্রতি ভালো ব্যবহার করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতে সাড়া দেওয়া, তার রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা এবং তার নেতৃত্বে একত্র হওয়ার অন্যতম কারণ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ও উন্নত চরিত্র। ইয়াহূদীদের বড় আলেম এবং একজন বিশিষ্ট পাদ্রী যায়েদ ইবন সায়ানার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[96] দেখুন: ফাতহুল বারী ৪২৮/৭ শরহে নববী ৪৪/১৫ এখানে ইমাম নববী ও আল্লামা ইবন হাজার রহ. উল্লেখ করেন যে, লোকটির না গাওরাস ইবনুল হারেস। এমনকি ইমাম বুখারী তার সহীহ'তে লোকটির একই নাম উল্লেখ করেন। হাদীস নং ৪১৩৬।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের একটি ঘটনা:[97]

«جاء زيد بن سعنة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطلبه ديناً لــه، فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه، وأغلظ لــه القول، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غليظ وقال: يا محمد، ألا تقضيني حقي، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مُطْلٌ، وشدّد لــه في القول، فنظر إليه عمر وعنياه تدوران في رأسه كالفلك المستدير، ثم قال: يا عدو اللَّه، أتقول لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما أسمع، وتفعل ما أرى، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتُؤَدَةٍ وتَبَسُّمٍ، ثم قال: [أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التقاضي، اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده عشرين صاعاً من تمرٍ]، فكان هذا سبباً لإسلامه، فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»

“যায়েদ ইবন সায়ানা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঋণ বাবদ তার পাওনা চাইতে আসে। সে এসেই তার জামার কলার ও চাদরের একত্রস্থান টেনে ধরে এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে। তারপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে বলে, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমার পাওনা আদায় করবে না? তোমরা বনী মুত্তালিবরা অবশ্যই টাল-বাহানাকারী সম্প্রদায়! সে এ ছাড়াও আরও কঠিন কথা বলে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দিক তাকিয়ে দেখল, তার দুই চোখ মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর সে বলল, হে আল্লাহর শত্রু! তুমি আমার চোখের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব কথা বলছ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

[97] দেখুন: হায়াল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব ৫২৮; হিদায়াতুল মুরশিদীন ৩৮৪।

সাথে এ ধরনের ব্যবহার করছ! আমি ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি তাকে সত্যের পয়গাম নিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যদি আমি তার ভর্ৎসনাকে ভয় না করতাম, তবে আমি আমার তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথাকে উড়িয়ে দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবে ও মুচকি হেসে উমারের কথার দিকে লক্ষ্য করেন। তারপর তিনি বলেন, হে উমার বিষয়টি আমার ও তার ব্যাপার। আমরা তোমার চেয়ে অন্য কিছু আশা করছিলাম। (এ ধরনের আচরণ তোমার থেকে আমরা আশা করি নি) তুমি আমাকে আদেশ করতে পারতে তার পাওনা পরিশোধ করতে, আর তাকে নির্দেশ দিতে পারতে নম্রভাবে তার পাওনা আমার নিকট চাইতে। হে উমার! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তার পাওনা তাকে দিয়ে দাও। আর (যেহেতু তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার কর নি তার বিনিময়ে) তাকে তুমি বিশ সা‘ বেশি দাও। এ ঘটনাটিই ছিল লোকটির ইসলাম গ্রহণের কারণ। তারপর সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

এ ঘটনার পূর্বে যায়েদ বলত, আমি শেষ নবীর সব আলামতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় দেখতে পাই। কিন্তু দু’টি বিষয় আমার অজানা ছিল, যেগুলো আমাকে জানানো হয় নি। এক- তার ধৈর্য তার জাহালাতের ওপর প্রাধান্য পায়। দুই- অজ্ঞতা যত বাড়তে থাকে তার ধৈর্যও তত বেশি বাড়তে থাকে।

তিনি এ ঘটনার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরীক্ষা করেন, তারপর সে যেভাবে বর্ণনা করেন সেভাবেই তাকে পান। ফলে ঈমান আনেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং

তাবুকের যুদ্ধে শত্রুর মোকাবেলা করতে করতে যখন সামনের দিকে অগ্রসর হন, তখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[98]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে এ ধরনের আরও অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে তার নবুওয়াতের সত্যতা ও যথার্থতা ওপর। আর তিনি আল্লাহর দীনের যে দা'ওয়াত নিয়ে এসেছেন তা হলো, পরম সত্য তার মধ্যে মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই।

চার. গ্রাম্য লোক যে মসজিদে পেশাব করছিল, তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بينما نحن في المسجد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَه مَهْ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [لا تزرموه، دعوه]، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دعاه فقال لـه: [إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر اللَّه، والصلاة وقراءة القرآن]، أو كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم»

“একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এ অবস্থায় একজন অপরিচিত লোক এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে আরম্ভ করে। তখন রাসূলের সাহাবীগণ তাকে বলল, থাম, থাম। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না। তাকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। তারপর তারা তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে

[98] আল-ইসাবাহ ফি তামীযিয সাহাবাহ ৫৬৬/১।

দিলে সে পেশাব সম্পন্ন করে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং বললেন, এটা মসজিদ, এখানে পেশাব পায়খানা করা চলে না। এতো শুধু আল্লাহর যিকির, সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য বানানো হয়েছে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন-

বর্ণনাকারী বলেন,

«فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه»

“তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে আদেশ দিলে সে একটি বালতি করে পানি নিয়ে আসে এবং তা পেশাবের উপর ডেলে দেয়”।[99]

«وقد ثبت في البخاري وغيره أن هذا الرجل هو الذي قال: اللَّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً»

সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত, এ লোকটিই বলে,

«اللَّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً»

“হে আল্লাহ তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদকে দয়া কর আমাদের সাথে কাউকে দয়া করবে না”।

অপর এক বর্ণনায় আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللَّهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: [لقد حجرت واسعاً] يريد رحمة اللَّه».

---

[99] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাহ, হাদীস নং ২৮৫; সহীহ বুখারী, কিতাবুল অযু, হাদীস নং ২১৯।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালে তার সাথে আমরাও দাঁড়াই। তখন একজন লোক সালাতে বলে, হে আল্লাহ আমাকে এ মুহাম্মাদকে দয়া কর, আমাদের সাথে আর কাউকে দয়া করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরান তখন তিনি গ্রাম্য লোকটিকে বলেন, তুমি আল্লাহর ব্যাপক রহমতকে সংকীর্ণ করে দিলে, অর্থাৎ আল্লাহর রহমত”।[100]

সহীহ বুখারী ছাড়া অন্যান্য হাদীসের কিতাবসমূহে এ ধরনের বর্ণনার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

যেমন, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«دخل رجل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال: اللَّهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً! فالتفت إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: [لقد تحجّرت واسعاً]، ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلواً من ماء، أو سجلاً من ما»

একজন গ্রাম্য লোক মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করে তারপর বলে, হে আল্লাহ তুমি আমাকে এবং মুহাম্মাদকে দয়া কর, আমাদের সাথে আর কাউকে দয়া করো না। এ কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকান এবং বলেন, তুমি ব্যাপককে সংকীর্ণ করে দিলে। এ কথা বলতে না বলতে লোকটি মসজিদে পেশাব করে দিল। লোকেরা তার দিকে দৌড়ে আসলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তোমাদের প্রেরণ করা

[100] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৬০১০; তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ১৪৭; আহমদ ২৪৪/২; আবূ দাঊদ ৩৯/২।

হয়েছে, সহজ করার জন্য কঠিন করার জন্য নয়। তোমরা তার উপর এক বালতি অথবা এক মশক পানি ঢেলে দাও"।[101]

তিনি বলেন, লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেন,

«فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليّ بأبي وأمي فلم يسب، ولم يؤنب، ولم يضرب».

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে অগ্রসর হলো, তার ওপর আমার মাতা পিতা কুরবান হোক, সে আমাকে একটু ঘালি দেয় নি, কোনো প্রকার ধমক দেয় নি এবং আমাকে একটুও মারে নি"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক জ্ঞানী মাখলুক। তার যাবতীয় কার্যক্রম আচার ব্যবহার হিকমতপূর্ণ ও উন্নত। যে ব্যক্তি তার আখলাক, চরিত্র, দয়া, অনুগ্রহ, ধৈর্য, সহনশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে, তার প্রতি তার ঈমান এ বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাবে। গ্রাম্য লোকটি এমন কাজই করল, যা শাস্তিযোগ্য ও উপস্থিত লোকদের তোপের মুখে পড়ার মতো অপরাধ। কাজটি যে কোনো মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এ কারণেই রাসূলের সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে গেলেন, কাজটিকে অপছন্দ করলেন এবং তাকে ধমক দিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পেশাবে বাধা দিতে না করলেন। এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নম্রতা, সহনশীলতা ও দয়াদ্রতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত হিকমতের সাথে গ্রাম্য লোকটির কাজকে পরিবর্তন করে দেন। যখন সে বলে اللّهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً হে আল্লাহ আমাকে ও মুহাম্মাদকে দয়া কর আমাদের সাথে আর কাউকে দয়া করো না,

---

[101] তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৭; আহমদ, হাদীস নং ১০৫৪০।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, لقد تحجرت واسعاً তুমি ব্যাপক রহমতকে সংকীর্ণ করে দিলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এ কথা দ্বারা আল্লাহর রহমত। কারণ, আল্লাহর রহমত সব কিছুকে সামিল করে নেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ﴾ "আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে"। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৬]

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহর রহমত ব্যাপক তা সবকিছুকেই সামিল করে নেয়। অথচ লোকটি আল্লাহ তা‘আলার মাখলুকের ওপর তার রহমতকে সংকীর্ণ করে দেন। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা যে ব্যক্তি এর বিপরীত অর্থাৎ ব্যাপক রহমত কামনা করছে, কুরআনে কারীমে তার প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾ [الأعراف:156]

"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু"। [সুরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

আয়াতে যে ব্যাপক রহমত কামনা করছে তার প্রসংশা করছে। অপর দিকে এ গ্রাম্য লোকটি আয়াতের খেলাপ দো‘আ করে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিকমতের সাথে তাকে বুঝিয়ে দেন।[102]

---

[102] ফাতহুল বারী ৪৩৯/১০।

আর যখন লোকটি মসজিদে পেশাব করা আরম্ভ করে দেয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন। যারা তাকে পেশাব করতে বাধা দিতে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল তাদের তিনি বারণ করেন। কারণ, সে তো একটি ফ্যাসাদ আরম্ভ করে দিয়েছে, এখন যদি তাকে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে তার ক্ষতি আরও বেড়ে যাবে। মসজিদের কিছু অংশ নাপাক তো হলোই, এখন যদি তাকে আরও বাধা দেওয়া হয়, আরও দু'টি ক্ষতি হতে পারে।

এক. পেশাব আরম্ভ করার পর তার পেশাব করা বন্ধ করে দেওয়া হলে, তার ক্ষতি হতে পারে। কারণ, পেশাব বের হওয়ার পর বন্ধ করা স্বাস্থ্য সম্মত নয়।

দুই. অথবা যদি তাকে বাধা দেওয়া হয়, তাতে তার শরীরের অন্যান্য অংশ, পরিধেয় কাপড় ও মসজিদ ইত্যাদিতে নাপাক ছড়িয়ে যেতে পারে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কল্যাণের দিক বিবেচনা করে, তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেন এবং তার থেকে বিরত থাকেন। আর বিশেষ কল্যাণ হলো, বড় দু'টি খারাবী অথবা ক্ষতিকে প্রতিহত করতে তুলনামূলক কম ক্ষতিকে মেনে নেন।[103]

এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান হিকমত ও উন্নত বুদ্ধিমত্তা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাবীর বিপরীতে কল্যাণকর দিকগুলো বিবেচনায় রাখেন। এ ঘটনার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মত ও দা'ঈদের জন্য জাহেলদের কোনো প্রকার ধমক, গালি, কষ্ট ও দুর্ব্যবহার ছাড়া কিভাবে দয়া করবে ও তা'লীম দিবে তা নির্ধারণ করে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[103] ফাতহুল বারী ৩২৫/১।

ওয়াসাল্লাম এ ব্যবহার- তার প্রতি দয়া করা, বিনম্র আচরণে গ্রাম্য লোকটির জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলে। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর বলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিক অগ্রসর হন। আমার মাতা-পিতা তার ওপর কুরবান হোক তিনি আমাকে কোনো প্রকার গালি দেন নি, আমাকে ধমক দেন নি এবং প্রহার করেন নি। লোকটির জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ চরিত্র বিশাল প্রভাব ফেলে।[104]

পাঁচ. মুয়াবিয়া ইবন হাকামের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

মুয়াবিয়া ইবন হাকাম আস-সুলামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك اللَّه! فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فواللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: [إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن]، أو كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم»

“একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করতে ছিলাম, তখন এক লোক সালাতে হাঁসি দিলে আমি বললাম আল্লাহ তোমাকে রহম করুক। এ কথা বলার পর লোকেরা আমাকে তাদের চোখ দ্বারা ইশারা করে চুপ করাতে থাকে। আমি

[104] ফাতহুল বারী ৩২৫/১।

তাদের বললাম, তোমাদের মাতা সন্তান হারা হোক! তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? তারপর তারা তাদের হাত দ্বারা রানের উপর আঘাত করে আমাকে চুপ করানোর চেষ্টা করে। আমি যখন বুঝতে পারলাম, তারা আমাকে চুপ করাচ্ছে, আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক ইতোপূর্বে ও পরে কখনোই তার চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক যিনি এত সুন্দর তা'লীম দিতে পারে, আমি দেখি নি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে একটু ধমক দেন নি, আমাকে প্রহার করে নি এবং কোনো প্রকার গাল-মন্দ করেন নি। সালাত শেষ করার পর, আমাকে বললেন, সালাতে কোনো প্রকার কথা বলার অবকাশ নেই। সালাত হলো, তাসবীহ, আল্লাহর যিকির ও কুরআনের তিলাওয়াত।

«قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالاً يأتون الكهان، قال: [فلا تأتهم.] قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: [ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم]، (قال ابن الصلاح: فلا يصدنكم)، قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: [كان نبي من الأنبياء يخط، فما وافق خطه فذاك]».

"আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইসলামের মতো নি'আমত দান করেছেন। আমাদের কতক লোক আছে যারা গণকদের কাছে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের নিকট তুমি আসবে না। তিনি আরো বলেন, আমাদের কিছু লোক এমন আছে, যারা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেন, এটি একটি কু-সংস্কার যা তাদের অন্তরে তারা লালন করে, এসব যেন তোমাকে কোনো কাজ থেকে বিরত না রাখে। বললেন, ইবনুস সালাহ

তোমাকে যেন এসব থেকে বিরত না রাখে। বলেন, আমি বললাম আমাদের মধ্যে কতক লোক আছে তারা দাগ টানে! তিনি বলেন, একজন নবী ছিল তিনি দাগ টানতেন, যার দাগ তার দাগের সাথে মিলে সে ভাগ্যবান। তারপর সে বলে,

«وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قِبَلَ أحد والجوَّانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول اللَّه! أفلا أعتقها، قال: [ائتني بها]، فأتيته بها، فقال لها: [أين اللَّه؟] قالت: في السماء، قال: [من أنا؟] قالت: أنت رسول اللَّه. قال: [أعتقها فإنها مؤمنة]».

“আমারা একটি বাঁদি ছিল, সে উহুদ-এ জাওয়ানিয়ার দিকে আমার ছাগল চরাত। সে একদিন এসে আমাকে বলল, একটি ছাগল নেকড়ে বাঘ এসে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান হিসেবে অন্যান্যদের মো ব্যথিত হই। তারপর আমি তাকে একটি থাপ্পড় দিই। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলে বিষয়টি আমার নিকট পীড়াদায়ক মনে হলে আমি বলি হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আযাদ করে দিব কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে তুমি আমার নিকট নিয়ে আস। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করে বলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলে আল্লাহ আসমানে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, আমি কে? সে বলে, তুমি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আযাদ করে দাও! কারণ সে ঈমানদার।[105] (হাদীসে একটি কথা স্পষ্ট হয় যে আল্লাহ তা'আলা আসমানে। অনেকেই মনে করে আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান। তাদের এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা এ হাদীস ও অন্যান্য আরো কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আচরণ উন্নত হিকমত ও মহান চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ, যা কেবল তাকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এ কারনেই তিনি একজন মহা মানব। মুয়াবিয়ার জীবনে এর একটি প্রভাব পড়ছে। কারণ মানুষ যে তার প্রতি এহসান করে তার দিকে আকৃষ্ট হয়। এ কারণেই মুয়াবিয়া বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, ইতোপূর্বে ও পরে কখনোই তার চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক যিনি এত সুন্দর তা'লীম দিতে পারে আমি দেখি নি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে একটু ধমক দেন নি, আমাকে প্রহার করে নি এবং কোনো প্রকার গাল মন্দ করেন নি।

ছয়. তোফাইল ইবন আমর আদ-দাউসির সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোফাইল ইবন আমর আদ-দাউসীর সাথে হিকমতপূর্ণ আচরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে মক্কায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তার স্ব-জাতীর নিকট ফিরে যান এবং তাদের ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেন। প্রথমে তিনি তার পরিবারের লোকদের দা'ওয়াত দিলে তার পিতা ও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর তিনি

---

[105] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ৫৩৭।

তার গোত্রের লোকদের ইসলামের দা‘ওয়াত দিলে তারা তার দা‘ওয়াতে সাড়া দেয় নি এবং তাঁর দা‘ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। তোফাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করল, আমর দাউস সম্প্রদায়ের লোকেরা ধ্বংস, তারা কাফির, নাফরমান ও অস্বীকারকারী। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوساً قد عصت وأبت، فادع اللَّه عليهم، فاستقبل رسول اللَّه القبلة ورفع يديه، فقال الناس: هلكوا. فقال: [اللَّهم اهد دوساً وائت بهم، اللَّهم اهد دوساً وائت بهم».

“তোফাইল ইবন আমর আদ-দাউসি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলে, নিশ্চয় দাউস সম্প্রদায়ের লোকেরা নাফরমান ও অস্বীকারকারী। আপনি তাদের জন্য বদ-দো‘আ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামূখী হয়ে দু’ হাত তোলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখে লোকেরা মন্তব্য করল যে, দাউস সম্প্রদায়ের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাউস সম্প্রদায়কে হিদায়াত দাও এবং তাদের তুমি ইসলামের নিয়ে আস। হে আল্লাহ! তুমি দাউস সম্প্রদায়কে হিদায়াত দাও এবং তাদের তুমি ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আস”।[106]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দো‘আ প্রমাণ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করাতে

---

[106] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৯৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫২৪; আহমদ, হাদীস নং ৪৪৮।

কতটা সহনশীল ও ধৈর্যশীল ছিলেন। কারণ, তিনি তাদের জন্য ‘আযাব চান নি এবং যারা দা‘ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে তাদের জন্য বদ-দো‘আও করেন নি, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য হিদায়াতের দো‘আ করেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দো‘আ কবুল করেন। তার ধৈর্য, সহনশীলতা ও ‘আযাবের জন্য তাড়াহুড়া না করার সুফল তিনি পরবর্তীতে দেখতে পান। তোফাইল তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গিয়ে আবারো যখন তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে তার হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বরে দেখা করে। তখন দাউসের ৮৯টি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় প্রবেশ করে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদিনায় প্রবেশ করলে রাসূল মুসলিমদের সাথে তাদের জন্য মালে গণিমতের অংশ বণ্টন করেন।

আল্লাহু আকবর! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিকমত কতইনা মহান! তার কারণেই ৮৯টি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, যারা আল্লাহর দিকের দা‘ঈ তাদের কর্তব্য হলো দা‘ওয়াতে ধৈর্যধারণ ও সহনশীল হওয়া। আর তা কেবল আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও দা‘ওয়াতী ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ কী তা জানার মাধ্যমেই সম্ভব।

সাত. একজন যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যভিচার করার অনুমতি চাইলে তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

আবি উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إن فتىً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا لــه: مه مه! فقال لــه: ادنه، فدنا منه قريباً، قال: [أتحبه لأمك؟] قال: لا واللَّه، جعلني اللَّه فداءك، قال: [ولا الناس يحبونه لأمهاتهم]. قال: [أفتحبه لابنتك؟] قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، جعلني اللَّه فداءك. قال: [ولا الناس يحبونه لبناتهم]. قال: [أفتحبه لأختك؟] قال: لا واللَّه جعلني اللَّه فداءك. قال: [ولا الناس يحبونه لأخواتهم]. قال: [أفتحبه لعمتك؟] قال: لا واللَّه، جعلني اللَّه فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: [أفتحبه لخالتك؟] قال: لا واللَّه جعلني اللَّه فداءك. قال: [ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال: فوضع يده عليه، وقال: [اللَّهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصّن فرجه]، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء»

“একজন যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন। তার কথা শুনে সবাই তাকে ধমক দিতে শুরু করে এবং তাকে থাম থাম! বলতে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কাছে আস! যখন কাছে আসল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার মায়ের সাথে যিনা করতে পছন্দ কর? সে বলল, না আল্লাহর শপথ করে বলছি। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুক। কোনো মানুষই তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করতে পছন্দ করে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার মেয়ের সাথে যিনা করতে পছন্দ কর? সে বলল, না আল্লাহর শপথ করে বলছি। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুক। কোনো মানুষই তার মেয়ের সাথে ব্যভিচার করতে পছন্দ করে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার ফুফুর সাথে যিনা করতে পছন্দ কর? সে বলল, না আল্লাহর শপথ করে বলছি। আল্লাহ

তা'আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুক! কোনো মানুষই তার ফুফুর সাথে ব্যভিচার করতে পছন্দ করে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার খালার সাথে যিনা করতে পছন্দ কর? সে বলল, না আল্লাহর শপথ করে বলছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুক। কোনো মানুষই তার খালার সাথে ব্যভিচার করতে পছন্দ করে না। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত তার উপর রাখেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তার গোনাহ মাপ কর, তার অন্তর পরিষ্কার কর এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত কর। তারপর থেকে যুবকটি কখনোই এদিক সেদিক তাকায় নি"।[107]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, যারা আল্লাহর দিকে মানুষদের দা'ওয়াত দেয় তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আদর্শে রয়েছে উত্তম চরিত্র। তাদের উচিৎ তারা যেন মানুষের সাথে বিনম্র আচরণ করে তাদের প্রতি দয়ার্দ্র থাকে। বিশেষ করে ইসলামে প্রবেশের জন্য যাদের অনুকূলতার প্রয়োজন হয় অথবা যাদের ঈমানের মজবুতি ও ইসলামের ওপর অবিচলতা একান্ত কাম্য হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মানুষের সাথে বাস্তবিক উত্তম নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন অনুরূপভাবে তিনি আমাদেরকে সব সময় উত্তম নম্র ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য আদেশ দেন। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

এক. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[107] আহমদ তার মুসনাদে ২৫৭/২।

«دخل رهط من اليهود على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: السامُ عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السامُ واللعنة. قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [مهلاً يا عائشة إن اللَّه يحب الرفق في الأمر كله،] فقلت: يا رسول اللَّه أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [قد قلت: وعليكم]».

“ইয়াহূদীদের একটি জামা‘আত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করে বলে, আসসামু আলাইকুম, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তাদের কথা বুঝতে পেরে বলি এবং তোমাদের ওপর সাম ও অভিশাপ। তিনি বলেন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা তুমি থাম! আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি ক্ষেত্রে নম্রতাকে পছন্দ করে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি বলছে আপনি শোনে নি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমিতো ওয়াআলাইকুম বলছ”।[108]

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«يا عائشة إن اللَّه رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على العُنْف، وما لا يُعطي على ما سواه»

“হে আয়েশা! আল্লাহ তা‘আলা রফীক, তিনি প্রতিটি কাজে নম্রতাকে পছন্দ করেন। নমনীয়তার ওপর তিনি যা দেন কঠোরতার ওপর তিনি তা দেন না এবং তা ছাড়া অন্য কিছুর ওপর তিনি তা দেন না”।[109]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزع من شيء إلا شانه».

---

[108] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০২৪।

[109] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯৩।

“যে কোনো জিনিসের মধ্যে নমনীয়তা তার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে আর যে কোনো কাজে নমনীয়তা থাকবে না, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করবে”।[110] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, أن من حُرِمَ الرفق فقد حرم الخير، যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, من يحرم الرفق يحرم الخير। যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে অবশ্যই যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[111] আবু দারদা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من أُعطيَ حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حُرِمَ حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير»

“যাকে নম্রতা থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, তাকে কল্যাণ থেকে একটি অংশ দেওয়া হয়েছে। আর যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে যাবতীয় কল্যাণের থেকে আংশিক বঞ্চিত করা হয়েছে”।[112]

তার থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন,

«من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، وليس شيء أثقل في الميزان من الخُلُق الحسن»

---

[110] পূর্বের রেফারেন্স ২৫৯৪।

[111] পূর্বের রেফারেন্স ২৫৯২।

[112] তিরমিযী, হাদীস নং ২০১৩।

“যাকে নম্রতা থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, তাকে কল্যাণ থেকে একটি অংশ দেওয়া হয়েছে। উত্তম চরিত্র থেকে আর কোনো কিছুই কিয়ামতের দিন পাল্লায় এর চেয়ে বেশি ভারি হবে না”।[113]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار»

“যাকে রিফক থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়ে থাকে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ থেকে একটি অংশ দেওয়া হয়ে থাকে। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক, উত্তম চরিত্র, প্রতিবেশীদের সাথে সু-ব্যবহার ইহকালকে সুন্দর করে এবং বয়সকে বাড়িয়ে দেয়”।[114]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় সমস্ত কাজে নম্রতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা, কাজ ও বর্ণনার দ্বারা এর গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেন, যাতে তার উম্মতগণ তাদের যাবতীয় কাজে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। বিশেষ করে যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেন, তাদের জন্য মানুষের সাথে দা‘ওয়াতী ময়দানে, যাবতীয় লেনদেন ও কর্মে নমনীয়তা প্রদর্শন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লিখিত হাদীসগুলো নম্রতার ফযীলত বর্ণনা করে এবং নম্রতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়। এ ছাড়াও হাদীসে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার প্রতি বিশেষ উৎসাহ

---

[113] মুসানাদে আহমদ ৪৫১/৬।

[114] মুসনাদে আহমদ ১৫৯/৬।

দেওয়া হয়। কঠোরতা ও যারা কঠোরতা করে তাদের দুর্নাম করা হয়ে এবং খারাব চরিত্র থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, নম্রতা যাবতীয় কল্যাণ লাভের কারণ। নম্রতা দ্বারা মানুষ তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তা'আলা নম্রতার ওপর এত বেশি সাওয়াব দান করেন, যা অন্য কোনো নেক আমল বা নম্রতার বিপরীত কঠোরতা দ্বারা লাভ করা সম্ভব হয় না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের ওপর কঠোরতা করতে নিষেধ করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ঘরে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন,

«اللَّهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به»

"হে আল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তি আমার উম্মতের দায়িত্বশীল হয়, তারপর তাদের ওপর কঠোরতা করে, তুমিও তার ওপর কঠোরতা করবে। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ওপর দায়িত্বশীল হওয়ার পর তাদের নম্রতা দেখায়। হে আল্লাহ তাদের সাথে তুমি নমনীয় আচরণ কর"।[115]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সাহাবীকে কোনো কাজে বাহিরে পাঠান, তাদের তিনি সহজ করতে নির্দেশ দেন এবং তাদের তিনি কঠোরতা করতে না করেন।

আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[115] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৮২৮।

«كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أموره قال: «بشِّرُوا ولا تُنفِّرُوا، ويسِّرُوا ولا تُعسِّرُوا»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ে কোথাও পাঠাতেন তখন তাদের তিনি বলতেন, তোমরা তাদের সু-সংবাদ দাও, তাদের তোমরা দূরে সরাবে না। তোমরা তাদের জন্য সহজ করে দাও তাদের ওপর কঠোরতা করো না"।[116]

«وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حينما بعثهما إلى اليمن: «يسَّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوَعَا ولا تختلِفَا»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়ায ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইয়ামনের দিকে পাঠান তখন তিনি বলেন, তোমরা উভয় সহজ করো কঠিন করো না, তোমরা সু-সংবাদ দাও দূরে সরাবে না। তোমরা একমত থাকবে মতবিরোধ করবে না"।[117]

আনাস ইবন মালেক থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: « [يسِّرُوا ولا تعسِّرُوا، وبشِّرُوا ولا تنفِّرُوا»

"তোমরা সহজ কর কঠিন করো না তোমরা তাদের সুসংবাদ দাও তাদের দূরে সরাবে না"।[118]

---

[116] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ১৩৫৮/৩, ১৭৩২।

[117] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪৩৫৪, ৭৪৩৪৪; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৩৩।

[118] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৬৯; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ,

উল্লিখিত হাদীসসমূহে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উম্মতদের সহজ করতে নির্দেশ এবং এমন কোনো নির্দেশ দিতে না করেন, যা তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে সরাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত হাদীসগুলোতে দু'টি বিষয় নরম তার বিপরীতে গরম উভয়টি একত্র করে আলোচনা করেন। কারণ একজন মানুষ এক সময় নরম দেখাবে আবার অন্য সময় গরম দেখাবে। কখনো সময় সুসংবাদ দিবে আর কখনো সময় ভয় দেখাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় দিকটিকে একত্র করেন। কারণ, তিনি যদি শুধু তোমরা কঠোরতা করো না এ কথা বলতেন অথবা তোমরা সুসংবাদ দাও শুধু এ কথা বলতেন তাহলে মানুষ তার বিপরীত কাজ করা হতে একদম বিরত থাকত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব হাদীসে আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত, মহান সাওয়াব, তার নি'আমত ও ব্যাপক রহমতের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। অপর দিকে তিনি ভয় দেখানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার 'আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। এখানে যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়ে থাকে। কারণ, তাদের প্রতি কোনো প্রকার কঠোরতা করা হয় নি। এতে এ কথা স্পষ্ট হয় আরও যেসব বাচ্চারা নিকটে বালেগ হয়েছে বা কোনো গোনাহগার নতুন তাওবা করেছে তাদের সাথে নমনীয় দেখানো ভালো। তাদের সাথে কোনো প্রকার কঠোরতা দেখানো উচিৎ নয়। ইসলামের কোনো বিধানই এ সাথে নাযিল হয়ে যায় নি; বরং সব বিধানই আস্তে আস্তে নাযিল হয়েছে যাতে উম্মতের ওপর কঠিন না হয়, বরং উম্মতের জন্য সহজ হয়।

হাদীস নং ১৭৩২।

কারণ, একজন ব্যক্তি যখন দেখতে পাবে ইসলাম পালন করা সহজ, তখন সে ইসলামে প্রবেশে আগ্রহী হবে। আর যখন দেখতে পাবে ইসলাম পালন করা এতটা সহজ নয় তখন সে ইসলামে প্রবেশ হতে দূরে থাকবে। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে কোনো তা'লীম তরবিয়ত ধীরে ধীরে হওয়া চাই। এক সাথে সব কিছু তা'লীম দেওয়া যায় না। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের তা'লীমের ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিরতি দিতেন যাতে তারা বিরক্ত না হয়ে যায়।[119] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে সব ভালো কাজের দিকে পথ দেখান, আর তাদেরকে সব ধরনের মন্দ ও খারাব কাজ থেকে ভয় দেখান ও সতর্ক করেন। আর যারা তার উম্মতের ওপর কঠোরতা করে তাদের জন্য তিনি অভিশাপ করেন। আর যারা তার উম্মতের জন্য সহজ করেন এবং নম্রতা প্রদর্শন করেন তাদের জন্য তিনি দো'আ করেন। যেমনটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। এ ছিল যারা উম্মতের ওপর কঠোরতা আরোপ করে তাদের জন্য কঠিন হুমকি আর যারা উম্মতের জন্য সহজ করে তাদের জন্য চূড়ান্ত উৎসাহ।[120]

আট. হদ কায়েম করার বিষয়ে সুপারিশকারীর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় কাজে ও বিধানের ক্ষেত্রে সমগ্র মানুষের চেয়ে বড় ইনসাফকারী ছিলেন। এ বিষয়ে যে ঘটনাটি কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, তা হলো,

---

[119] দেখুন: ফতহুল বারী ১৬৩, ১৬২/১।

[120] দেখুন: শরহে নববী ২১৩/২।

মাখজুমি গোত্রের মহিলা যে চুরি করার পর তার বিষয়ে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সুপারিশ করা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে দেন। আল্লাহ তা'আলার বিধান বাস্তবায়নে তিনি কারো কোনো সুপারিশ কবুল করেন নি।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

«أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: « [أتشفع في حد من حدود اللَّه؟] فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اللَّه! فلما كان العشي قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على اللَّه بما هو أهله، فقال: [أما بعد، أيها الناس: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.] ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের বছর মাখজুমি গোত্রের একজন মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে, তা কুরাইশদের চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, তার বিষয়ে কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সুপারিশ করবে? তখন তারা ঠিক করল, এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় লোক উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউ সাহস করবে না। তারপর উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তার বিষয়ে কথা বলে এবং সুপারিশ করে। তার কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের বিষয়ে আমার নিকট সুপারিশ করছ! এ কথা শোনে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারপর যখন সন্ধ্যা হলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বারে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন কথা দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা মনে রাখ! তোমাদের পূর্বের উম্মতদের ধ্বংসের কারণ হলো, তাদের মধ্যে যদি কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তাকে তারা শাস্তি দিত না, তাকে ক্ষমা করে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তার ওপর তারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করত। আর আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে, আমি তার হাত কেটে দিব। তারপর তিনি মহিলাটির হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কেটে দেওয়া হয়।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারপর সে তাওবা করে এবং বিবাহ করে। সে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রয়োজনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে আমি তার বিষয়টি রাসূলের নিকট উঠাতাম"।[121]

ইনসাফ হলো যুলুমের পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় কর্মে ইনসাফ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[121] কিতাবুল হুদুদ: হাদীস নং ৬৭৮৭; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, হাদীস নং ১৬৮৮।

﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام:152]

“আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا﴾ [النساء:58]

“আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮]

নিঃসন্দেহে একটি কথা বলা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনসাফ কায়েমের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন একজন দা‘ঈ বা যারা আল্লাহর দীনকে দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করার সংগ্রাম করে তাদের কর্তব্য হলো, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আদর্শের অনুকরণ করবে।[122]

নয়. দান খয়রাত করার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[122] আবূ দাঊদ ২৪২/২; নাসাঈ ৬৪/৭; সহীহ বুখারী, ২৯২/৩; সহীহ মুসলিম, ৪৫৮/৩; হায়াল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব, ৫৩৫।

«ما سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه قال: فجاءَه رجلٌ فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة»

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি তাকে কিছু না দিয়ে কোনোদিন ফেরত পাঠান নি। একদিন তার নিকট একজন লোক এসে কিছু চাইলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মাঝ থেকে একটি ছাগল দেন। ছাগলটি নিয়ে সে তার সম্প্রদায়ে লোকদের নিকট গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ, মুহাম্মাদ এত বেশি দান করে যে, সে তার নিজের অভাবকে ভয় করে না"।[123]

লোকটির কথা স্পষ্ট প্রমাণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত যে দানশীল ছিলেন এবং তার হাত কতটা প্রসস্থ ছিল।[124]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আল্লাহর রাহে দান-খয়রাত করেন। আবার কখনোও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য লোকদের তিনি দান খয়রাত করেন। প্রথমে দেখা যায়, একজন লোক পার্থিব উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু যখন সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতে থাকে তখন কিছু দিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ইসলামের মুহাব্বত ও ঈমানের হাকীকত খুলে দেন। তখন তার নিকট ঈমান ও ইসলাম

---

[123] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল ১৮০৬/৪।

[124] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৬০৩৩; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস নং ১৮০৬, ১৮০৫।

দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যায়।[125]

এ ধরনের দৃষ্টান্ত হাদীসে অনেক আছে। যেমন, ইমাম মুসলিম তার সহীহ’তে বর্ণনা করেন,

«أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح – فتح مكة – ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر اللَّه دينه والمسلمين، وأعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية مائة من الغنم، ثم مائة، ثم مائة. قال صفوان: واللَّه لقد أعطاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلَيَّ».

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর তার সাথে যেসব মুসলিম ছিল তাদের নিয়ে হুনাইনের দিকে রওয়ানা করেন। সেখানে যুদ্ধ করার পর আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান ইবন উমাইয়াকে একশটি উট দেন। তারপর আরও একশ তারপর আরও একশ। সাফওয়ান ইবন উমাইয়া বলে, আল্লাহর শপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যা দেওয়ার দিয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দিতে থাকেন এখন তিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন”।[126]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

---

[125] দেখুন: শরহে নববী ৭২/১৫।

[126] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল: ১৮০৬/৪, হাদীস নং ২৩১৩।

«إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»

“এমন মানুষ ছিল যারা একমাত্র পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু যখন সে ইসলাম গ্রহণ করত তখন ইসলাম তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা থেকে সর্বাধিক প্রিয় বস্তুতে পরিণত হত”।[127]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো দুর্বল ঈমানদার লোক দেখতেন তখন তাকে পার্থিব মালামাল বেশি দান করতেন এবং তিনি বলতেন,

«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يُكبَّ في النار على وجهه».

“আমি যদি কোনো লোককে কোনো কিছু দিয়ে থাকি তা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় তাকে জাহান্নামে উপর করে নিক্ষেপ করার চেয়ে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের অনেক লোককে একশ উট দান করে দিতেন”।[128] যেমনটি হাদীসে বর্ণিত,

«يعطي رجالاً من قريش مائة من الإبل»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের অনেক লোককে একশ উট দান করে দিতেন”।[129]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিকমতপূর্ণ আচরণের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, দুই মশক বিশিষ্ট মুশরিক মহিলার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[127] পূর্বের রেফারেন্স ১৮০৬, ৫৮/২৩১২।

[128] সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪৭৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০৫৯।

[129] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৪৭।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে তা দিলেন যে মশক দু'টি আগের চেয়ে আরও বেশি পরিপূর্ণরূপে ফিরে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের বললেন, তোমরা তার জন্য একত্র কর। তখন তারা তার শুকনা খেজুর আটা ও ছাতু ইত্যাদি যোগাড় করে। প্রচুর পরিমাণ খানা একত্র করে একটি কাপড়ে রাখে এবং তার উটের উপর তুলে দেয়। তারপর কাপড়টি তার সামনে রেখে তাকে বলেন, তুমি যাও তোমার পরিবার পরিজনকে তোমরা এসব খাওয়াও। আল্লাহর শপথ অচিরেই তুমি জানতে পারবে আমরা তোমার পানি থেকে একটুও কমাই নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের পান করিয়েছেন।

এখানে আরও বর্ণিত যে মহিলাটি তার কাওমের দিকে ফিরে এসে বলে, আমি বড় একজন যাদুকরের সাথে সাক্ষাৎ করছি। তারা বিশ্বাস করে সে একজন নবী। আল্লাহ তা'আলা এ মহিলার মাধ্যমে কয়েকটি পরিবারকে দীনের দিকে হিদায়াত দেন। সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার মাধ্যমে আরও অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।[130]

মহিলাটির ইসলাম গ্রহণের কারণ দু'টি বিষয়:

এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তার মশক নিয়ে যেতে সে দেখ। কিন্তু এ কারণে তার পানি একটুও কমে নি। এটি ছিল নিশ্চিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা যা তার রিসালাতের সত্যতার ওপর বিশেষ প্রমাণ।

---

[130] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব, হাদীস নং ৩৫৭১; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ৬৮২।

দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা ও দানশীলতা। কারণ, তিনি তার সাহাবীদের আদেশ দেন যাতে তারা তার জন্য অনেক খাদ্য একত্র করে। তারপর তারা যখন খাদ্য একত্র করে তা তাকে মুগ্ধ করে। আর তার কাওমের লোকেরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। কারণ মুসলিমরা তার কাওমের লোকদের অবস্থার প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করে, যাতে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটাই শেষ পর্যন্ত তাদের ইসলাম কবুল করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[131]

উপরে যেসব দৃষ্টান্ত আলোচনা করা হলো, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানশীলতা ও বদান্যতার অথৈ সমুদ্রের একটি ফোটা মাত্র। অন্যথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানশীলতা ও বদান্যতার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়। দা'ঈদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ, তার আদর্শ ও আখলাক থেকে এসব আচরণগুলো চয়ন করে তা তাদের যাবতীয় কর্মক্ষেত্রে ও দা'ওয়াতী ময়দানে কাজে লাগাতে পারে। আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী।

দশ. মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবন উবাইয়ের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর দেখতে পেলেন, মদিনার দুই গোত্র আওস ও খাজরায আব্দুল্লাহ ইবন উবাইয়ের নেতৃত্বে মতৈক্যে পৌঁছেছে। তার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার বিভেদ নেই। ইতোপূর্বে তারা উভয় গোত্র আর কারো নেতৃত্বে এ ধরনের মতৈক্যে পৌঁছেছেন তার কোনো নজীর নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[131] দেখুন: ফাতহুল বারী ৪৫৬/১।

ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছে দেখতে পেলেন, তারা একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের মধ্যে একটি ঐক্য পরিলক্ষিত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের ইসলামের দা'ওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে। তাদের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ ইবন উবাই যখন দেখতে পেল, তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন তার ক্ষোভ ও ক্রুদ্ধতা বেড়ে গেল এবং সে বুঝতে পারল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কর্তৃত্ব চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং ইসলাম ছাড়া তার আর কোনো কিছুই কবুল করছেন না, তখন সে নিজেও বাধ্য হয়ে ইসলামে প্রবেশ করে। সে বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করলেও কিন্তু অন্তর থেকে সে ইসলামকে পছন্দ করতে পারল না। তার অন্তরে ছিল ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা। ইসলাম থেকে মানুষকে ফেরানো, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ জিয়ে রাখা ও তাদের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের সাহায্য করার জন্য সে তার যাবতীয় চেষ্টাই চালিয়ে যেত।[132]

গোপনে ও লোকচক্ষুর আড়ালে ইসলামের দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে তার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদের নিকট অতিদ্রুত প্রকাশ পায়। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শত্রুতা ও বিরোধিতাকে ক্ষমা ও সহনশীলতার সাথে মোকাবেলা করেন। কারণ, তিনি জানতেন সে ইসলাম প্রকাশ করছে। এ ছাড়াও সে মুনাফিকদের সরদার হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে তার অনুসারী ছিল অনেক। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন এবং

[132] দেখুন: সীরাতে ইবন হিশাম ২১৬/২; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ১৫৭/৪।

সে যত ধরনের কষ্ট দিত তার মোকাবেলা ক্ষমা ও ভালো ব্যবহার দ্বারাই করতেন। তাকে কোনো শাস্তি দিতেন না। নিচে এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো:

ক. বনী কাইনুকার ইয়াহূদীরা যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তখন তাদের বিষয়ে তার সুপারিশ

বদর যুদ্ধের পর মুসলিমদের একজন নারীকে বাজারে উলঙ্গ করে এবং একজন মুসলিমকে হত্যা করে বনী কাইনুকা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এ ঘটনা ছিল মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক ও লজ্জজনক। এ কারণে এর প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো বিকল্প মুসলিমদের হাতে ছিল না। হিজরতের বিশ মাসের মাথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখে এ ঘটনার বদলা নিতে তাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য বের হন। তিনি প্রথমে তাদেরকে ঘেরাও করে তাদের কিল্লার মধ্যে পনের দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম তাদের অত্যন্ত শক্তভাবে ঘেরাও করে রাখেন। তাদের বাহিরের সাথে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এভাবে চলতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। তারপর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাদের সবাইকে হাত বাধা হয়। তারা সাতশজন যোদ্ধা ছিল, আল্লাহ তা'আলা যখন মুসলিমদের তাদের ওপর ক্ষমতা দেন তখন আব্দুল্লাহ ইবন উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলে, হে মুহাম্মাদ! তুমি আমার গোলামদের ব্যাপারে দয়া কর। তার কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে থাকেন। সে আবারো বলে হে মুহাম্মাদ! তুমি আমার গোলামদের ব্যাপারে দয়া কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর সে তার হাতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার আস্তিনে প্রবেশ করে দিয়ে বলে, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বো না যতক্ষণ না তুমি চারশত সশস্ত্র যোদ্ধা ও তিনশত নিরস্ত্র যোদ্ধাদের প্রতি দয়া না করবে। তারা আমাকে লাল চামড়া ও কালো চামড়ার লোকদের থেকে দীর্ঘদিন রক্ষা করেছে। আর তুমি তাদের এক প্রহরেই হত্যা করে ফেলবে তা হয় না। আল্লাহর কসম করে বলছি আমি এমন এক লোক যে সীমান্ত থেকে আক্রমণ করাকে ভয় করছি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দেন। তাদের নির্দেশ দেন তারা যেন মদিনা থেকে বের হয়ে যায় এবং মদিনার আশপাশে কোথাও অবস্থান না করে। তারপর তারা সিরিয়াতে চলে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে মালামাল রেখে দেন। তারপর তাদের গণিমতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ভাগ করেন।[133]

খ. উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার আচরণ

উহুদ যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি বাঁচা-মরার লড়াই। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ যুদ্ধ করার তেমন কোনো আগ্রহী ছিলেন না; কিন্তু সাহাবীদের আগ্রহের কারণে তিনি এ যুদ্ধ করতে এক রকম বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কমবখত মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল এ যুদ্ধে সীমাহীন

---

[133] দেখুন: যাদুল মা'আদ ১৯০, ১২৬/৩।

গাদ্দারী করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সে তার দলবল নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু যখন সে উহুদ ও মদিনার নিকটে পৌঁছে তখন সে এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে কেটে পড়ে এবং মদিনায় ফিরে আসে। আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম তাদের পিছু নেয় এবং তাদের লজ্জা দেয়, তাদের পুনরায় যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সে বলে, তোমরা আসো! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর অথবা শত্রুদের প্রতিহত কর। তার কথার উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই বলে, আমরা যদি জানতাম, তোমরা এখানে যুদ্ধ করবে, তাহলে আমরা তোমাদের সাথে এখানে আসতাম না। এ বলে সে চলে যায় এবং মুসলিমদের গালি দেয়।[134] এত বড় অপরাধ সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো শাস্তি দেন নি।

গ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দা‘ওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা‘দ ইবন উবাদাহ-এর নিকট যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে পথে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ও তার কাওমের লোকদের সাথে দেখা হয়। তাদের দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেমে তাদের সালাম দেন, তাদের নিকট কিছু সময় অবস্থান করে তাদেরকে কুরআনের তিলাওয়াত শোনান। তাদের আল্লাহর দিকে ডাকেন, আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেন, ‘আযাব থেকে সতর্ক করেন, জান্নাতের সু-সংবাদ দেন এবং জাহান্নামের ভয় দেখান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শেষ করার পর

---

[134] দেখুন: যাদুল মা‘আদ ১৯৪/৩; সীরাতে ইবন হিশাম ৮/৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ৫১/৪

আব্দুল্লাহ ইবন উবাই তাকে বলে, আমরা তোমার কথা পছন্দ করি না। তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি ঘরে বসে থাক, যে তোমার কাছে আসবে তাকে তুমি শোনাও আর যে আসবে না তাকে তুমি শাস্তি দিতে যেও না। তুমি এমন লোকদের মজলিসে যাবে না, যারা তোমার কথাকে অপছন্দ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই বলেন নি, কোনো প্রকার শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেন।[135]

ঘ. বনী নাজিরদের স্বীয় ভূমিতে বহাল থাকতে উদ্বুদ্ধকরণ

বনী নাজির যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাকে তাদের নিকট এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান, তারা যেন এ শহর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফিকরা বিশেষ করে তাদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবন উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা করে তাদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন বের না হয়। তারা বলে আমরা তোমাদের ছাড়বো না, যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমরা তোমাদের হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব, আর যদি তোমাদের বের করে দেয়, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব। তাদের কথা শোনে ইয়াহূদীদের সাহস বেড়ে গেল, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশকে অমান্য করল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘেরাও করে ফেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঘেরাও করে ফেললে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন।

---

[135] দেখুন: সীরাতে ইবন হিশাম ২১৯, ২১৮/২।

তারপর তারা আত্মসমর্পণ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেশান্তর করেন, ফলে খাইবরে তারা আশ্রয় নেয়।[136]

এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন উবাইকে ছেড়ে দেন এবং তাকে কোনো প্রকার শাস্তি দেন নি।

ঙ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে, তাদের সাথে মুরাইসী-এর যুদ্ধে গাদ্দারী ও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

এ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল কয়েকটি নির্লজ্জ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যেগুলো তার শাস্তি ও হত্যাকে ওয়াজিব করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কমবখত মুনাফিকটিকে কোনো প্রকার শাস্তি দেন নি বা হত্যা করেন নি।

এক. মুনাফিকরা এ যুদ্ধে ইফকের ঘটনা আবিষ্কার করে এবং তারাই এর পিছনে পড়ে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে সে হলো, আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল।[137]

দুই. এ যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল বলেছিল,

﴿لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ﴾المنافقون:8

---

[136] সীরাতে ইবন হিশাম ১৯২/৩; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ৭৫/৪; যাদুল মা'আদ ১২৭/৩।

[137] দেখুন: ইফকের ঘটনা। সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, পরিচ্ছেদ: হাদীসুল ইফক, হাদীস নং ৪১৪১; কিতাবুত তাফসীর, সুরা আন-নূর: আল্লাহর বানী- وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ৪৫২/২; সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবাহ ২১২৯/৪।

"যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে প্রবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু সকল মর্যাদাতো আল্লাহর, তার রাসূলের ও মুমিনদের, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না"। [সুরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ৮][138]

তিন. আল্লাহর শত্রু আব্দুল্লাহ ইবন উবাই বলেছিল, তোমরা তাদের জন্য তোমাদের ধন সম্পদ থেকে খরচ করো না। আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ [المنافقون:7]

"তারাই বলে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আছে তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায়। আর আসমানসমূহ ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না"। [সুরা আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ৭]

ফিতনার আগুন নিবানো ও আব্দুল্লাহ ইবন উবাইয়ের খারাবী থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হিকমত বা কৌশল স্পষ্ট। তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ, তারপর ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তার সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করেন। তার নির্যাতন অন্যায় অনাচারের কোনো রকম প্রতিবাদ না করে তাকে ক্ষমা ও তার প্রতি

---

[138] আরো দেখুন: সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, আল্লাহ তা'আলার বাণী- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, হাদীস নং ৪৯০৫; সহীহ মুসলিম, কিতাবল বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ: তোমার ভাই যালিম ও মযলুমকে সাহায্য করা বিষয় ১৯৯৮/৪; সীরাতে ইবন হিশাম ৩৩৪/৩।

উদারতা দেখানোর মাধ্যমে তিনি সব কিছু সমাধান করেন। কারণ, সে মুখে ইসলাম প্রকাশ করত, তার সাথে যদি কোনো সংঘর্ষে যাওয়া হতো, ইসলামের দা'ওয়াত বাধাগ্রস্ত হবে এ আশংকায় উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দেন আমি তাকে হত্যা করে ফেলি, তখন তিনি বলেন,

«دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»

"তাকে তার আপন অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। কারণ, লোকেরা বলবে মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করা আরম্ভ করছে"।[139] যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করতেন, তাহলে তা মানুষের জন্য ইসলামে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করত। কারণ, তারা জানে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলুল একজন মুসলিম। তারা ভাবতো মুসলিমগণ মুসলিমদের হত্যা করছে।

এ সব ঘটনা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদের ওপর ধৈর্যধারণ করার কারণটি স্পষ্ট হয়। তিনি যখন দেখতে পেতেন এ ফিতনার প্রতিবাদ করতে গেলে আরও বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে, তখন তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। ফিতনার প্রতিবাদ করতেন না। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুনাফিক সরদারকে হত্যা করতে চাইলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি

---

[139] সহীহ বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা আল-মুনাফিকূন, পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণি- ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ হাদীস নং ৪৯০৫; সহীহ মুসালিম, কিতাব: মুনাফিকদের বর্ণনা ও তাদের বিধান ৬৩/২৫৮৪।

দেন নি। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে এর হিকমত বুঝতে পারেন। এ কারণেই তিনি বলেন,

«قد والله علمت، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري»

"আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও সিদ্ধান্ত আমার মতামত এ সিদ্ধান্ত থেকে অধিক বরকতপূর্ণ"।[140]

দা'ঈদের জন্য উচিৎ হলো, তারা তাদের দা'ওয়াতী ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুকরণ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হিকমতের পথ অবলম্বন করেছেন, তারাও তা আবিষ্কার করবে।

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

---

[140] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৮৫/২; শরহে নববী ১৩৯/১৬; হাযাল হাবীবু ইয়া মুহিব্ব ৩৩৬।